ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

৬১ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ।। ১৩ বৈশাখ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ২৭ এপ্রিল, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

বক্তব্য রাখছেন বন্ধু গৌরব ব্রহ্মচারী

হিন্দু সমাজের ভাবাবেগে আঘাত

‘চ্যালেঞ্জ’ ছবির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ

কলকাতার ধর্মতলায় ‘চ্যালেঞ্জ’ ছবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার একাংশ।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ১৭ এপ্রিল দুপুরে ধর্মরক্ষা মঞ্চ দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে ‘চ্যালেঞ্জ’ ছায়াছবি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে কলকাতায় একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মেট্রো সিনেমা পর্যন্ত যাওয়ার কথা থাকলেও পুলিশ ধর্মতলায় মিছিলের গতিরোধ করে। উদ্যোক্তারা সেখানেই পথসভা করে ‘চ্যালেঞ্জ’ ছবির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ধর্মরক্ষা মঞ্চ-এর সংযোজক বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী , শিব চৈতন্য মহারাজ, চন্দ্রনাথ দাস, প্রদীপ দে প্রমুখ নেতারা ‘চ্যালেঞ্জ’ ছায়াছবি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠার আহ্বান জানান।

পশ্চিমবাংলার বহু সিনেমা হলে সম্প্রতি ‘চ্যালেঞ্জ’ নামে একটি ছায়াছবি দেখানো হচ্ছে। ওই ছায়াছবিতে যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও বৈষ্ণব সমাজকে কটাক্ষ করে কথায় ও গানে এমন অশ্লীল কুরুচিকর লজ্জাজনক দৃশ্যায়ণের অবতারণা করা হয়েছে, যাতে শুধু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ছোট করা হয়নি, সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ তথা সনাতন হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসের উপর আঘাত করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপের সন্ত সমাজ ও নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটি সিনেমাটির প্রদর্শন বন্ধ রাখার জন্য আন্দোলনে নেমে পড়েছে। তারা নবদ্বীপ সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন)-এর আদালতে ওই সিনেমা বন্ধের আর্জি জানিয়ে আবেদন করলে মাননীয় বিচারপতি এক অধ্যাদেশ জারি করে সিনেমাটির প্রদর্শন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সে তো কেবল নবদ্বীপ শহরের যে সিনেমা হলে ওই ছায়াছবিটি দেখানো হচ্ছে তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদ্যোক্তাদের তাই দাবি, এই মুহূর্তে প্রয়োজন পশ্চিমবাংলার সর্বত্র এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল, জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন এবং চিত্র প্রদর্শন বন্ধের আর্জি জানিয়ে মামলা রুজু করা। ‘চ্যালেঞ্জ’ ছবির একটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছে একদল স্বল্পবাস পরিহিত অর্ধনগ্ন তরুণ-তরুণী ‘‘ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ’’ গানটি বেসুরোভাবে উর্দ্ধবাহু হয়ে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করতে করতে গাইছে। বাণিজ্যিক সাফল্যের কথা মাথায় রেখে ছবির থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনভাবে ওইসব অশ্লীল দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। এতে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে যেমন আঘাত দেওয়া হয়েছে, তেমনি বাংলার যুবসমাজকে অবক্ষয়ের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

ধর্মরক্ষা মঞ্চের পক্ষ হতে সাধু-সন্তরা দেশবাসীকে সতর্ক করে বলেছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দেশকে ধর্মহীন করার চক্রান্তের এই ঘটনাটি এক নতুন সংযোজন। ইতিপূর্বে পূজ্য শঙ্করাচার্যসহ হিন্দু সাধু-সাধ্বীদের মিথ্যা সাজানো মামলায় জড়িয়ে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ঐতিহ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক রামসেতুকে ধ্বংস করে সেতু সমুদ্রম প্রকল্প করার প্রচেষ্টা চলছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণের নামে হিন্দু মঠ-মন্দির সমূহের বিপুল অর্থ ও সম্পত্তি তছনছ

(এরপর ৪ পাতায়)

গুজরাট দাঙ্গা

তিস্তার মিথ্যাচার ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গোধরা পরবর্তী দাঙ্গার বিষয়ে সমাজসেবী তিস্তা শীতলাবাদের বক্তব্য ও হলফনামাকে অসত্য, মনগড়া, অবাস্তব ও তৈরি করা বলে বিশেষ তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেছে। সি বি আই-এর প্রাক্তন প্রধান আর কে

তিস্তা শীতলাবাদ

রাঘবন-এর নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ তদন্ত কমিটির সাম্প্রতিক রিপোর্টে একথা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, তিস্তা শীতলাবাদ বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে তার এন জি ও-‘সিটিজেনস্ ফর পীস এ্যান্ড জাস্টিস’-এর পক্ষ থেকে ২০০২-এ গোধরা হত্যার পরবর্তী দাঙ্গার ভুক্তভোগীরা বিচার পায়নি বলে ব্যাপক আন্দোলন করেছিলেন। তিস্তার আবেদনের ভিত্তিতে দাঙ্গা মামলার শুনানি আমেদাবাদের পরিবর্তে মুম্বাইয়ে স্থানান্তরিত

(এরপর ৪ পাতায়)

ধর্মগুরুদের আশীর্বাদ চেয়ে আদবানীর চিঠি

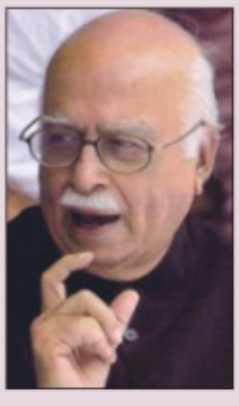

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় নেতা এবং এন ডি এ-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী লালকৃষ্ণ আদবানী ১০০০ জন ধর্মীয় নেতাকে একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে তিনি পরিস্কারভাবে জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার সকল ধর্মের নেতাদের কাছ থেকে মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করবে। এখানে তিনি আলাদা করে কোনও একটি বা দু'টি ধর্মের উল্লেখ করেননি। বলা যেতে পারে, তাঁর এই চিঠি তাদের কাছে একটি জোরদার প্রত্যুত্তর যারা এতদিন বিজেপি-কে সাম্প্রদায়িক বলে বাজার মাৎ করেছে। আদবানীজী সুস্পষ্টভাবেই চিঠিতে বলেছেন, ভবিষ্যতে ক্ষমতায় বসলে তাঁর সরকার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়েই ধর্মগুরুদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবে। তিনি আরও বলেছেন, এদেশে ‘ধর্ম’ রাষ্ট্র ও সমাজকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এক বৃহত্তর ভূমিকা আবহমানকাল থেকে পালন করে আসছে।

রাষ্ট্র বা নেশন প্রতিনিয়ত যেসব জ্বলন্ত সমস্যার সম্মুখীন, সে বিষয়ে আধ্যাত্মিক নেতাদের পরামর্শ সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে বলেও শ্রীআদবানী আশা প্রকাশ করেছেন। এজন্য এক কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ার কথাও আদবানীজী বলে দিয়েছেন। চিঠিতে শ্রীআদবানী উল্লেখ করেছেন, ‘এটা তাঁর জীবনের একান্ত ইচ্ছা। রাজনীতিও সকল বরিষ্ঠ আদর্শবাদীদের কাছ থেকে প্রেরণা ও মার্গদর্শন প্রাপ্ত করুক। ঠিক যেমনটি গান্ধীজী আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে ‘রামরাজ্য’-এর কথা সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন।

(এরপর ৪ পাতায়)

বামেদের ভোট মানে কেন্দ্রে ব্ল্যাকমেলের ব্যবস্থা

গূঢ় পুরুষ ।। এবার পাঁচ দফার লোকসভা ভোটের প্রথম দফা শেষ হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় দফায় ভোট ২৩ এপ্রিল। মোট আসন ১৪১ টি। এই আসনগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, বিহার, গোয়া, জম্মু-কাশ্মীর, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মণিপুর, ওড়িশা, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ ও ঝাড়খন্ড। রাজনীতি সচেতন পাঠক যদি এই ১৩টি রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকান, তবে দেখবেন এইসব রাজ্যের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ ছাড়া অন্য কোথাও কংগ্রেস দলের সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। কংগ্রেসের দোসর বামপন্থীদেরও একমাত্র ত্রিপুরা ছাড়া কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই এই দ্বিতীয় দফার ভোটে মূল লড়াইটা হবে বিজেপি ও তার বন্ধু শরিক দলের সঙ্গে ১৩টি রাজ্যের বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের। সি পি এম ও অন্য বামদলগুলিও আঞ্চলিক দলের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু একমাত্র ত্রিপুরার বাইরে বাকি ১২টি রাজ্যের দ্বিতীয় দফার ভোটে বামদলের বাস্তব অস্তিত্বই নেই। আঙ্গুলে গোনা যায় এমন দু'চারটে জামানত রক্ষাই এখন তাদের প্রধান দায়। এই যাদের অবস্থা তারা ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে খোয়াব দেখছে-- বুদ্ধদেব না প্রকাশ কারাত কাকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম নেতাদের বোলচাল শুনলে মনে হয় তারাই ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রক। বাস্তবে দিল্লীতে একমাত্র কংগ্রেসীরা এবং কিছু বাম বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিকরা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ কারাত-ইয়েচুরিদের পাত্তাই দেয় না। হিন্দিভাষী রাজ্যের মানুষ লালু-মুলোদের যদিও বা চেনে এই কারাত-করাতদের চেনা দূরের কথা নামই শুনেছে কি না সন্দেহ। পশ্চিমবঙ্গে যাদের বাঘের গর্জন অন্য রাজ্যে তাদের ছুঁচোর চিঁচি শোনা যায় না। তাই একবার ভেবে দেখুন এমন একটা আঞ্চলিক দলের প্রার্থীদের সংসদে পাঠিয়ে কী লাভ হবে। সিপিএম কেন্দ্রে কোনওদিনই সরকার গড়বে না। কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারে কংগ্রেস জোট অথবা বিজেপি জোট। কংগ্রেসের ইউ পি এ জোটের প্রধান শরিকেরা অনেক আগেই পালিয়েছে। প্রথম দফায় ভোটে কংগ্রেস তেমন সুবিধা করতে পারেনি। দ্বিতীয় দফায় ১৩টির মধ্যে ১২টি রাজ্যে কংগ্রেস অস্তিত্বহীন। তাই বিজেপি জোটের ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এইরকম একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে বাম প্রার্থীদের সমর্থন করার অর্থ সি পি এমের হাতে কেন্দ্রে ব্ল্যাকমেল করার

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

কলকাতায় বিজেপির আই টি সেলের সেমিনার

তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেড় কোটি কর্মসংস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বিজেপি-র 'আই টি' সেল তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ ক্ষেত্রে ১.২ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চাইছে। আর তা কীভাবে সম্ভব সেটাই উপস্থাপন করে দেখালেন বিজেপি'র কেন্দ্রীয় 'আই টি' সেল-এর ভারপ্রাপ্ত প্রদ্যুৎ বরা। ইতিমধ্যেই 'বিজেপি'র আই টি ভিজন' নামে একটি ছোট রঙীন পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। গত ১০ এপ্রিল চার ঘন্টার এক অনুষ্ঠানে দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমকে ব্যবহার করে শ্রীবরা এবং মুম্বাই-এর 'রামভাও মহালগি প্রবোধিনী' গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক বিনয় সহস্রবুদ্ধে সবার সামনে উপস্থাপিত করেন। আর উপস্থিত শ্রোতা দর্শকরা যুক্তি তর্ক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তা সঠিক অর্থে অনুধাবন করলেন। বিজেপি'র পশ্চিমবঙ্গ শাখার 'আই টি'-সেল-এর পক্ষ থেকে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

বিজেপির আই টি সেলের সেমিনারে (বাঁ দিক থেকে) তথাগত রায়, সব্যসাচী বাগচী, বিনয় সহস্রবুদ্ধে ও প্রদ্যুৎ বরা। ছবি ঃ বাসুদেব

প্রদ্যুৎ বরার কথায় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কর্পোরেট সেক্টরে একটি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। পরিভাষাটা হল সি আর এম — কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট। তিনি তথ্য-প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই পরিভাষাকে একটু পালটে দিয়েছেন — ভোটার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট। নতুন ভোটারদের সঙ্গে ওয়েবসাইট, ই-মেল এবং এস এম এস পরিষেবাকে ব্যবহার করে সম্পর্ক স্থাপন করা। এছাড়া আশ্চর্যজনক হলেও বাস্তব হল, বিজেপি তথ্য-প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সবক্ষেত্রেই আপামর ভারতবাসী তথা ভারতবর্ষের উন্নয়ণের কথা তুলে ধরেছে।

কৃষিক্ষেত্রে কৃষকের কাছে গবেষণার সুফল পৌঁছানোর জন্য তথা-প্রযুক্তি ব্যবহার করে 'ল্যাব টু ল্যাণ্ড পরিষেবা'। ছোট ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানেও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার, টেলি-মেডিসিন-এর ব্যবস্থা। গ্রামের রোগীর চিকিৎসা দূরে বড় শহরের বড় ডাক্তার করবেন তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে রোগীর যাবতীয় নিরীক্ষণ সম্পন্ন করেই। কম্পিউটারের পর্দায় রোগীর ই সি জি পরীক্ষা সরাসরি পৌঁছে যাবে। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক সকল স্তরের বিদ্যালয়ে কম্পিউটার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারই করবে। গ্রামে কর্মসংস্থান হলেই গ্রাম থেকে শহরে পলায়নের মাত্রা কমতে থাকবে। মাত্র দশ হাজার টাকায় ল্যাপটপ কীভাবে দেওয়া সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবরা জানালেন, এক সময় এক একটি মোবাইল-এর দাম ৩০/৪০ হাজার টাকা ছিল। এক মিনিট মোবাইলে কথা বললে ১৬ টাকা খরচ করতে হতো। এখন কীভাবে তা কমে গেল? সরকারের সদিচ্ছা এবং মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ার কারণেই। তেমনই একসঙ্গে কয়েক লক্ষ ল্যাপটপ কিনলেই তার দাম কমতে বাধ্য। একই সঙ্গে কম্পিউটারে ফ্রি-এবং ওপেন সোর্স সফট্ওয়ার ব্যবহার করার দাম কমার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

তথ্য-প্রযুক্তিকে সর্বস্তরে কাজ লাগাতে গেলে ভারতবর্ষের সব গ্রামে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা পৌঁছাতে হবে। সেজন্য এবার কেন্দ্র ক্ষমতায় এলেই বিজেপির পুরনো পরিকল্পনায় নতুন সংযোজন — ন্যাশনাল ডিজিট্যাল হাইওয়ে ডেভল্যপমেন্ট প্রজেক্ট এবং প্রধানমন্ত্রী ডিজিট্যাল গ্রাম সড়ক যোজনা। সর্বত্র ফাইভার কেবল বসানো হবে। তথ্য-প্রযুক্তি সমৃদ্ধ গ্রামীণ ডাকঘর।

সবরকম প্যানকার্ড, আইডেনটিটি কার্ডের সম্পূর্ণ বিকল্প হবে বহুমুখী জাতীয় পরিচয় পত্র, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র কোড নম্বরসহ। সরকারে এলে প্রথম তিন বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। প্রত্যেক ভারতীয়ের একটি ব্যাঙ্ক একাউন্ট এবং দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি স্মার্ট মোবাইল ফোন। প্রত্যেক গ্রামে ব্রডব্যান্ড এবং প্রত্যেক স্কুলে ইন্টারনেট সুবিধাযুক্ত কম্পিউটার। শ্রীবরা জানান, তাঁরা নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। ৫০০টি জেলা কার্যালয়ের সঙ্গে সহজেই টেলিকনফারেন্স করা যাচ্ছে। প্রত্যেক কার্যালয় কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত। সাধারণ মানুষের কাছে কম্পিউটার ব্যবহার সহজ করে তুলতে প্রত্যেক ভারতীয় ভাষায় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং হবে। ফ্যাক্স থেকে ই-মেল এবং ই-মেলকে ফ্যাক্সে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তথ্য-প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে। এছাড়া অদূর ভবিষ্যতে অনিয়ন্ত্রিত ভি ডি আই পি ব্যবহার করে মোবাইল ফোনের শুল্ক প্রতি মিনিটে পাঁচ পয়সায় কমিয়ে আনা হবে বলে শ্রীবরা দৃঢ়তার সঙ্গেই জানালেন। শ্রীবরা জানান এসময়ে দেশের সকল সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা যেখানে ২৫ কোটি সেখানে মোবাইল গ্রাহকদের সংখ্যা ৩৮.৫ কোটি।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালামের কথায় 'PURA' অর্থাৎ প্রভিশন অফ্ আর্বান ইন রুরাল এরিয়া — এটা তখনই সম্ভব যখন গ্রামে গ্রামে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছাবে। গ্রামেই আউটসোর্সিং হবে। মুম্বাইয়ে বসবাসকারী একজন ভারতবাসী বর্ধমান ও দুর্গাপুর থেকে কম খরচে তাঁর ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন। এসময়ে এক সমীক্ষা অনুযায়ী ৭০ হাজার কোটি টাকা ফি-বছর জনকল্যাণে ব্যয় করার হলেও সত্যিকার অর্থে উন্নয়ণ হচ্ছে না, প্রয়াত রাজীব গান্ধীর কথায় মাত্র ১৫ পয়সা জনগণের কাছে পৌঁছায়। সেটা দূর করা সম্ভব প্রত্যেক ভারতীয়ের নিজ নিজ ব্যাঙ্ক একাউন্ট থাকলেই। এর ফলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে।

এসময়ে ভারতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারকোটি। বড় শহরে লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যা ৫০টি।

প্রশ্নোত্তর, সংবাদ ও প্রবন্ধ লেখা-পড়ার জন্য wwwfriendsofbjp.org বলে একটি নতুন ওয়েবসাইটে চালু করা হয়েছে। প্রশ্ন বাছাই করে আদবানীজীর কাছে দেওয়া হয়। তিনি সেখান থেকে যে সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার মনে করেন তার উত্তর দেন। ওইদিন সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথাগত রায়। সব্যসাচী বাগচী ও দিবাকর কুণ্ডুও বক্তব্য রাখেন।

আজকেও বিজেপি দেশজুড়ে সাদরে গৃহীত হচ্ছে তার ব্যতিক্রমী কার্যকলাপের জন্য, বললেন বিনয় সহস্রবুদ্ধে। সভা পরিচালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রদেশের আই টি সেলের আহ্বায়ক মানস ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গেও অনেক যুবক ওয়েবসাইটে যাগাযোগ করে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

এই সময়

তালিবানী ভীতি

প্রথমে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত অঞ্চলে সীমিত থাকলেও, ধীরে ধীরে পাকিস্তান জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তালিবানরা। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার খবর অনুসারে, পাকিস্তানের সর্বত্র মসজিদকে কেন্দ্র করে তালিবানরা ইতিমধ্যেই কর্মকান্ড বিস্তারের কয়েকটি পর্যায় সেরে ফেলেছে। একইভাবে বাংলাদেশেও মসজিদ ও কওমি মাদ্রাসাগুলিকে ঘাঁটি করেছে বলে গোয়েন্দারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। গোয়েন্দাদের মতে, মাদ্রাসাগুলিকে সম্প্রতি খুব উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে সাধারণের চোখের আড়াল করে ফেলা হচ্ছে এবং ভিতরে নাশকতা ও সন্ত্রাসবাদমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

বিদেশ পাড়ি

ভারতের তৈরি ই ভি এম বা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ম্যানেজার নবীন নাম্বুদিরির বক্তব্য অনুযায়ী শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, মরিসাস, মালয়েশিয়া, নামিরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় এবার এই মেশিন যাবে। পূর্বে নেপাল ও ভুটানের মতো ভারতের তৈরি এই মেশিন ক্রয়ের দাবি জানিয়েছে বলে তিনি জানান।

সক্রিয় জাল

বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধি তে মাঠে নামছে আই এস আই। খোদ ওয়াশিংটনও এই বিষয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন। গুলবুদ্দিন নেতৃত্বাধীন ও হাক্কানি জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছে তারা। ওয়াশিংটন পাকিস্তানকে এই বিষয়ে অবগতও করেছে। তবে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এখনও কোনও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। ওবামা সরকারের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা বিষয়টি জনসমক্ষে আনছে। আই এস আই-র মূল লক্ষ্য হল সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের নেটওয়ার্ক আরও প্রসারিত করা।

অভিনব উদ্যোগ

যুবক-যুবতীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি তে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে বিদ্যার্থী পরিষদ। যুব সমাজের মধ্যে ভোটের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সরকার গঠনে নির্ণায়ক ভূমিকা রূপে গড়ে তুলতে দেশজুড়ে প্রচার অভিযান শুরু করেছে তারা। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু দত্ত শর্মা কয়েকদিন পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই এই লক্ষ্যে প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। অভিযানের মূল লক্ষ্য হল যুবকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যাতে দেশের ক্ষমতা উপযুক্ত দলের হাতে বর্তায়। দেশের নিরাপত্তা ও উন্নয়ণের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই অভিযান শুরু হয়েছে।

আইনি লড়াই

রামমন্দির নির্মাণে আইনি লড়াইয়ের পথ দেখালেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি অশোক সিংঘল। রাম মন্দির নির্মাণের জন্য সংসদে আইন প্রনয়ণের ওপর জোর দেন তিনি। এক বিবৃতে শ্রীসিংঘল বলেন, রাম মন্দির নির্মাণের পূর্বে সংসদে এবিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন। এই আইনের জন্য সংসদে লড়াই করতে হবে বলে তিনি মনে করেন। আইনটি সর্বসম্মতিতে পাস করানোর জন্য সমস্ত দলকে একত্রে রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে কার্যকর করার আহ্বান জানান তিনি।

চীনা বাড়ন্ত

কম্পিউটার জগতেও চীনা আগ্রাসন ধরা পড়ছে। সরকারি কাজের বড় অংশের দখল নিয়েছে চীনা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। 'ঘোস্ট নেট' নামে এই পরিষেবা-ই গত কয়েক বছর ধরে সরকারি কাজ দেখে আসছে। তবে এই তালিকায় শুধু ভারত নয়, রয়েছে আমেরিকা বৃটেন সহ আরও শতাধিক দেশ। যেখানে কম্পিউটার জগতের একটা অংশের দখলে রয়েছে ঘোস্টনেট। 'ঘোস্টনেট'-এর প্রভাবে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশের ক্ষতিও হয়েছে অনেক। বিকল হবার খবর রয়েছে মাইক্রোফোন সহ অনান্য যন্ত্রাংশেরও।

ঘোর সংকট

সঞ্জয় দত্তের রাজনৈতিক ভাগ্যটা বড়ই মন্দ। কিছুতেই রাজযোটক হচ্ছে না। রাজনীতির শুরুতেই বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছেন তিনি। ইচ্ছা থাকলেও ভোটে লড়তে পারছেন না— সুপ্রীম কোর্টের আদেশে। কারণ তিনি অভিযুক্ত। বহুজন সমাজবাদী পার্টির হয়ে প্রচারে নামতে গিয়েও মন্দার শিকার হলেন সঞ্জয়। বিরোধী নেত্রী মায়াবতী সম্বন্ধে ফিল্মি ডাইলোগ দিতে গিয়ে চার্জশিটের বলি হলেন। ১৬ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশের কে পি হিন্দু কলেজে এক জনসভায় তিনি মায়াবতীকে 'জাদু কি ঝাপ্পি' দেব বলায়, তার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। জাদু কি ঝাপ্পি তাঁর এক সিনেমার উদ্ধৃ তি। যা মায়াবতীর ক্ষেত্রে অশ্লীল শব্দের ব্যবহার দোষে দুষ্ট।

অশনি সংকেত

লোকসভা ভোটের আগে জম্মু-কাশ্মীরকে লক্ষ্য বানাচ্ছে লস্কর এ তৈবা। পাকিস্তানের এই জঙ্গি সংগঠনটি জম্মু-কাশ্মীর নির্বাচনে জনপ্রতিনিধিদের ওপর আঘাত হানার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। এক সংবাদ সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, লস্করের মুখপাত্র আবদুল্লা গাজনভি এক বিবৃতিতে এই হামলার কথা জানিয়েছে। হুরিয়া কনফারন্সেও বিষয়টি উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে লস্করের অবশ্য মূল লক্ষ্য হল নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মী ও নেতা-নেত্রীদের ওপর আক্রমণ করা। যাতে ভোটের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকার শ্রীনগর ও বারামুল্লা নির্বাচনী ক্ষেত্রের নির্বাচন শুরু হচ্ছে ৩০ এপ্রিল থেকে। লস্কর-এর হুমকিতে রীতিমতো উদ্বিগ্নে রয়েছে নিরাপত্তাবাহিনী। ভোটের পূর্বে নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও লস্কর-এর চ্যালেঞ্জ যতেষ্ট মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

চাই ব্যক্তিত্বপূর্ণ রাষ্ট্রপুরুষ

বেশ কিছুকাল ধরিয়াই চলিয়াছে দ্বৈরথ। লালকৃষ্ণ আদবানী বনাম মনমোহন সিং-এর নির্বাচনী বাক্‌যুদ্ধ। জনমানসে আদবানীর ভাবমূর্তি একজন লৌহ মানব হিসাবে। আর মনমোহন একান্তই তাহার পার্টি প্রধান কর্তৃক নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী। তিনি জনগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচিতও নহেন। সনিয়ার কৃপায় অসমের নিশ্চিন্ত আসনে রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে মনোনীত। কথায় বলে স্বাবলম্বী পুরুষই শক্তিমান পুরুষ। স্বামীজী বলতেন, দুর্বলের কথা কে শোনে! দুর্বল ভাল কথা বলিলেও কেহ শোনে না;শক্তিমান বাজে কথা বলিলেও কেহ প্রতিবাদ করে না।

যাহা হউক, এহেন দুর্বল প্রধানমন্ত্রী মনমোহনও নির্বাচনের মুখে তাহার দলের নির্দিষ্ট "রিং"-য়ে দাঁড়াইয়া আস্ফালন শুরু করিয়াছেন। শক্তির নানান মানদণ্ডের কথা বলিতেছেন। চিৎকার করিয়া কথা বলিলেই নাকি প্রমাণ হয় না কেহ দুর্বল। অর্থাৎ তিনি বলিতে চাহিতেছেন যে, তিনি মৃদুভাষী হইলেও দুর্বল নহেন। অপরদিকে দৃঢ়কণ্ঠে সোচ্চার হইলেও আদবানী শক্তিমান নহেন।

মনমোহনের হইয়া মাঠে নামিয়াছেন সনিয়া, রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা। মাতা-পুত্র-কন্যা। তাহারা বুঝিয়েছেন যে মনমোহনজীর দুর্বলতার কেন্দ্রভূমিই এই ত্রয়ী। একথা দেশের মানুষের কাছে সুবিদিত। গান্ধী পরিবারের মধ্যে যে রহিয়াছে কংগ্রেস দলের প্রাণভ্রোমরা — একথা সকলের কাছে জলের মতো পরিষ্কার। কংগ্রেস দল-চালিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী যে গান্ধী পরিবারের ছায়ায় লালিত-পালিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী। অর্থাৎ মনমোহন যে সনিয়ার ছায়া-প্রধানমন্ত্রী ইহাও সকলের জানা। ঠাকুরমার ঝুলির রাক্ষসের প্রাণ যেমন অন্যত্র লুকানো থাকে, মনমোহনের প্রাণও তেমনি লুকানো আছে সনিয়ার খাঁচায়।

মনমোহন বলিয়াছেন গায়ে শক্তি থাকিলেই বা গলায় জোর থাকিলেই কেহ শক্তিমান হয় না। স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, জৈল সিং তো গায়ে-গতরে কণ্ঠস্বরে শক্তিমানই ছিলেন, তাহা হইলে তিনি নিজেকে গান্ধী পরিবারের ঝাড়ুদার বলিতে ভালবাসিতেন কেন? তিনি জানিতেন যে শক্তির কেন্দ্রই আসল। তাহার বিপক্ষে গেলে শক্তিমানের শক্তির ভরও নাশ হয়। মনমোহন সিং যদি নিজ বলে বলীয়ান হইয়া প্রশাসন চালাইতেন, তাহা হইলে তাহার অবস্থা হইতো প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মতো। মনমোহনের অসুস্থতার সময়েও সনিয়া প্রণবকে সাময়িকভাবে প্রধানমন্ত্রী অথবা সহায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করিতে সাহস করেন নাই। কারণ ওই একই। দৈহিক শক্তি নয়, বুদ্ধি-বৃত্তিতে শক্তিমান।

রাহুল মনমোহনকে শের-ই-পাঞ্জাব বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। এক ঢিলে দুই পাখি মারিয়াছেন। পাঞ্জাবের মানুষকে তোষামোদ করিয়াছেন, একই সঙ্গে মনমোহনকেও তুষ্ট করিয়াছেন। মনমোহনকে পাঞ্জাবের সিংহ বলিলে, পাঞ্জাবের সিংহকেই অপমান করা হয়। কারণ তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে পাঞ্জাবের সিংহ কী ভীরু মানুষকেই ভয় পায়? শের-ই-পাঞ্জাব তো জনগণকেই ভয় পায়। জনগণের দ্বারা লোকসভায় নির্বাচিত হইতেই তাহার সাহস নাই। সনিয়ার হাত ধরিয়া পিছনের দরজা দিয়া সংসদে প্রবেশ করিতে পারিলেই তিনি বর্তিয়া ওঠেন।

দুর্বলের যেমন শক্তিমানের প্রয়োজন, শক্তিমানেরও সেইরূপ কাপুরুষ প্রয়োজন — তাহার পৌরুষ বা অভিসন্ধি পূরণ করিবার জন্য।

মনমোহন হইতে পারেন একজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্, কিন্তু অর্থনীতিবিদ হইলেই দক্ষ প্রশাসক হইতে হইবে তাহার কোনও মানে নাই। দুনিয়া জুড়িয়া যখন আর্থিক অচলাবস্থা চলিয়াছে, তখন তিনি বিদেশে গিয়া তাহাদের সমস্যা সমাধানে মাথা ঘামাইয়াছেন। আর নিজ দেশের সম্বন্ধে সব সময় বলিয়াছেন, ভারতের অর্থনীতি অত্যন্ত শক্তিশালী, ভারতের আদৌ কোনও বিদেশী সাহায্য দরকার নাই। অথচ দেশে আসিয়াই তিন তিনবার হাজার হাজার কোটি টাকার অনুদান ঘোষণা করিয়াছেন। রাজকোষ শূন্য করিয়াছেন।

একথা আজ প্রমাণিত সত্য যে তিনি শুধু অদক্ষ প্রশাসকই নন। তিনি দেশের মানুষের প্রতি উদাসীন এবং এদেশের বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়ে অজ্ঞ একজন অর্থনীতিবিদ। আদবানীকে তিনি কান্দাহারে বিমান দস্যুদের ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য দোষারোপ করিয়াছেন, অথচ তাহার দলই হজরত বাল প্রবিষ্ঠ সন্ত্রাসবাদীদের বিরিয়ানী পাঠাইয়াছে এবং সহজে নিরাপদে পালাইয়া যাওয়ার পথ করিয়া দিয়াছেন। যুক্তি হইল, তাহা না হইলে না কি তাহারা মসজিদ উড়াইয়া দিত। মসজিদটি তাঁহার কাছে বড়, বিমানটি উড়াইয়া দিলে তাঁহার কিছু আসে যায় না। সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এমন নির্মম চিন্তা — ভাবা যায় না।

পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে তাঁহার মতামত শুনিলে পাঞ্জাবের মানুষ কি তাহাকে 'শের-ই-পাঞ্জাব' বলিতে ইচ্ছুক হইবে? মনে হয় না। শিখদের কী স্মরণে নাই যে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার বদলা লইতে গিয়া এই কংগ্রেসীরাই কীভাবে শিখ নিধন করিয়াছিল। এবং কংগ্রেসের অন্তরাত্মা সনিয়ার নির্দেশে সেই কংগ্রেসী নেতা সজ্জন কুমার এবং জগদীশ টাইটলারকে সি বি আই-কে চাপ দিয়া 'ক্লিন চিট' দিয়া দিলেন। মনমোহনের দৃঢ়তা তখন কোথায় ছিল?

পাকিস্তান সম্পর্কে তাহার নরম মনোভাব ছিল আমেরিকারই অনুগামী। কিছুকাল আগে তিনি আমেরিকার নির্দেশে আমেরিকা হইতে কিউবা গিয়া বলিয়া আসিয়াছেন 'পাকিস্তান নাকি ভারতের চেয়েও বেশি সন্ত্রাসবাদে আক্রান্ত।' ভাবিয়া দেখুন, এই পর নির্ভরশীল, ক্ষমতালোভী মানুষটির কথা।

ধর্মনিরপেক্ষতার সাম্প্রদায়িক ভিত্তি

শিবপ্রসাদ লোধ

ভোটের মরসুম এলেই দেখা যায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি ঘাতক প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়ে ওঠে। দেশের মানুষকে দুটো শিবিরে ভাগ করে ফেলা হয় — ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্প্রদায়িক। ধর্মনিরপেক্ষ শিবিরাশ্রিত বলে দাবি করা জনপ্রতিনিধিগণ সুকৌশলে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তায় আস্থাশীল শক্তিকে সাম্প্রদায়িকতার জামা পরিয়ে সংখ্যালঘু ভোটকে কব্জা করতে মনস্তাত্বিক চাপ সৃষ্টি করেন। এই চাপের কাছে আমজনতার অন্ন সংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পরিষেবা, রোজগারের দাবি সব অর্থহীন হয়ে পড়ে। কৃষকের মৃত্যু, শ্রমিকের যন্ত্রণা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, মুনাফাবাজি, ভ্রষ্টাচার, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ণ সব কিছু তলিয়ে যায়। জনগণের সাধারণ ইচ্ছা মাথা কুটে মরে। অপরদিকে রাজনৈতিক দলের এদের পূর্ব পুরুষ হিন্দু। সুতরাং একে অপরকে বুঝতে শিখলেই এই নোংরা খেলা বন্ধ করা যায়। সাম্প্রদায়িক কার্যসূচীর ভিত্তিতে দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদের বীজ পোঁতার কাজটা কি ধর্মনিরপেক্ষ শিবির থেকেই চালানো হচ্ছে না? ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগানোর জন্যে এঁদের কতো রকম কায়দাই না করতে হয়। হজ যাত্রীদের সাবসিডি চর্তুগুণ বাড়ানো, প্রতিরক্ষা বিভাগে অধিক সংখ্যক মুসলমান নিয়োগের ছক কষা, আই আই টি, আই আই এম এস-এ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের বিশেষ প্রস্তাব, কোরাণ-হাফিস নির্ভর মাদ্রাসা শিক্ষায় চর্তুগুণ অনুদান বাড়ানো, মুসলমানদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণ ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আমাদের নিরপেক্ষ ন্যায়ালয় এসব দুষ্কর্মের অর্থাৎ বিভেদের রাজনীতির বীজ পোঁতার কাজে বাধা দেন বলে এরা অস্বস্তিতে পড়ে যান। তখন বাধ্য হয়ে ইতিহাস বিকৃত করেন। এসবই ঘটে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে।

এদেশে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় দুর্লক্ষণ হচ্ছে ২৬ থেকে ৩০ শতাংশ ভোট পেলেই জনগণের মাথায় চড়ে বসা যায়। অতএব প্রতারণামূলক প্রচারে বিভ্রান্ত করে সংখ্যালঘু নামক ধর্মীয় ভোট একমুখী করে হিন্দুভোটের ফাটা ছেঁড়া অংশ জুড়ে নিতে পারলেই ভারত ভাগ্য বিধাতা হওয়া কঠিন ব্যাপার নয়। ক্লাসিক্যাল হিন্দু মন, ভাববাদী, আবেগপ্রবণ, সংগ্রাম বিমুখ, ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে এদের খুব সহজেই ঠকানো যায়।

হিন্দুদের কোনও দাবিই হিন্দুস্থানে মানা হয় না। হিন্দুরা চান না মুসলমানরা গো-হত্যা করুক, কিন্তু হচ্ছে। হিন্দুরা চান মুসলমানরা ভারতীয় জাতীয়তার সঙ্গে মিশে যাক, কিন্তু ইসলামী জাতীয়তাবাদ এক্ষেত্রে এত প্রখর হয়ে ওঠে যে, বন্দেমাতরম্ গাওয়া বা সূর্যনমস্কারে

"এদেশে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় দুর্লক্ষণ হচ্ছে ২৬ থেকে ৩০ শতাংশ ভোট পেলেই জনগণের মাথায় চড়ে বসা যায়। অতএব প্রতারণামূলক প্রচারে বিভ্রান্ত করে সংখ্যালঘু নামক ধর্মীয় ভোট একমুখী করে হিন্দুভোটের ফাটা ছেঁড়া অংশ জুড়ে নিতে পারলেই ভারত ভাগ্য বিধাতা হওয়া কঠিন ব্যাপার নয়। ক্লাসিক্যাল হিন্দু মন, ভাববাদী, আবেগপ্রবণ, সংগ্রাম বিমুখ, ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে এদের খুব সহজেই ঠকানো যায়।"

সদস্যরা এভাবেই গণতন্ত্র চর্চায় নিজেদের ব্যস্ত রাখেন।

ধর্মনিরপেক্ষ শিবিরের মূলধন মুসলমান সম্প্রদায়। যাদের বলা হয় সংখ্যালঘু। এটা প্রমাণিত সত্য যে এদেশে খৃস্টান ও মুসলমান ভোট যতো বাড়ে, ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা ততোই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং এই ভোট ব্যাঙ্ককে কব্জা করতে জেহাদিদের সমর্থন নিতেও এদের বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই। এদেশে খৃস্টান ও মুসলমান ভোটের সিংহভাগ জোটবদ্ধ হয় চার্চ, মসজিদ, পাদ্রী, মোল্লা, আলেম, উলেমা-ইমামদের অঙ্গুলি হেলনে। অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় প্রভাবে। তাই, আগমার্কা বাম-ডান সব ধর্মনিরপেক্ষীদেরই দেখা যায় দেওবন্দ মাদ্রাসার দুয়ারে মাথা নোয়াতে, শাহী ইমামের ভজনা করতে, আব্দুল নাসের মাদানীর মতো জেহাদির পেছনে ঘুরতে, সিমির মতো সন্ত্রাসী সংগঠনের হয়ে ওকালতি করতে, ইসলামিক বা খৃস্টীয় সংগঠনের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতে। এর নাম ধর্মনিরপেক্ষতা। এদেরই কাছে পাঁড় সাম্প্রদায়িক দল মুসলিমলীগ। জামা মসজিদ গড়ে ওঠা শাহী ইমামের বরকত লাভ করা অসমের এ ইউ ডি এফ-এর মতো মুসলিম দলও হয়ে যায় ধর্মনিরপেক্ষ। বামপন্থীরা এদের লেজুড় ধরে ভোট বৈতরণী পার হতে নানা কসরত করেন। আর হিন্দুত্ববাদীদের গালাগালি করেন। ক্ষমতায় থাকা নেতারা গলা উঁচিয়ে বলেন, দেশের সম্পদের উপর মুসলমানদের অধিকার সবের্বাচ্চ ও সবর্বাগ্রে। যেন ১৫ বা ২০ কোটি মুসলমানই এদেশের প্রকৃত নাগরিক, অবশিষ্ট ভারতবাসী বানের জলে ভেসে এসেছেন। নয়তো, অমুসলিমরা সেইসব অনুপ্রবেশকারী যাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

আমার মতে, দেশভাগের কালে, পাঁচ থেকে এখন প্রায় বিশ কোটিতে পৌঁছোনো মুসলমান সম্প্রদায় এদেশের অভিন্ন অঙ্গ। এরা তৈলমর্দনের বিকল্প পথ খোঁজেন।

একটা দেশের মানুষ দীর্ঘ ন'শো বছর ধরে আরববাদী ও ইউরোপীয় শক্তি দ্বারা লাঞ্ছিত, শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও দেখা গেল এরা সমানভাবে বঞ্চিত ও অবহেলিত। স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশের আটত্রিশ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র নয় কোটি মুসলমান ধর্মীয় কারণে হিন্দুদের সঙ্গে থাকতে পারবে না দাবি করে ইসলামিস্তান আদায় করে নিল এবং নব সৃষ্ট ইসলামিস্তান — পাকিস্তান থেকে হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন প্রভৃতি কাফেরদের সন্ত্রাস চালিয়ে উৎখাত করা হল। নির্মমভাবে হত্যা করা হল, অবলা নারীদের নির্বিচারে ধর্ষণ ও লুঠ করা হল। ভারতবর্ষে যখন এর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তখন ভারতে থাকা মুসলিম সংগঠন লোকবিনিময়ের বিরোধিতা শুরু করে এবং তদানীন্তন শাসকবর্গ মুসলিম সংগঠনের দাবি মেনে নেয় এবং হিন্দু সংগঠনগুলোর ওপর দমননীতি চালায়। মেরুদন্ডহীন শাসকবর্গের উত্তরসূরীরাই আজ এদেশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, দেশভাগ হয়ে এক পক্ষ গাছেরও খাচ্ছে তলারও কুড়োচ্ছে, হিন্দুরা পেল কি?

হিন্দুদের অনেক দোষ, এরা কখনও নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, জাতি, ভাষা, গোষ্ঠী প্রাধান্যের উর্দ্ধে উঠতে পারে না, এটাই বিভেদকামী গোষ্ঠীর কক্রিট শক্তি। হিন্দুরা খৃস্টান ও মুসলমানদের মতো একজোট হতে পারে না বলেই জনপ্রতিনিধিরা এদের অবহেলা করেন। সংখ্যাগুরু হয়েও এঁরা সম্মিলিতভাবে বঞ্চনার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেন না। হিন্দুদের হয়ে যাঁরা কথা বলেন, তাদেরও কি হিন্দুরা সম্পূর্ণভাবে মেনে নিচ্ছেন? নিচ্ছেন না বলেই, একপক্ষ দুধ খায় আর হিন্দুরা ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো দুধের পরিবর্তে শুধু লাফায়।

হিন্দুদের মগজ ধোলাই করতে পোষা বুদ্ধিজীবীদের মাঠে নামানো হয়। এঁরা অংশ গ্রহণ করাকে এঁরা ইসলাম বিরোধী আখ্যা দেন। হিন্দুরা চান এক অভিন্ন দেওয়ান বিধি, মুসলমানরা এক্ষেত্রে সংবিধানের ৪৪ নং ধারা যেখানে অভিন্ন দেওয়ান বিধির কথা বলা আছে তা তুলে দেবার দাবি তোলেন। আদালতে নির্দেশ অনুযায়ী বিবাহ ক্ষেত্রে রেজিস্টিকরণ বাধ্যতামূলক হলেও মুসলমানরা-এর বিরোধিতা করেন। চার বিয়ে, তিনি তালাক, জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিরোধিতা — শরিয়তের দোহাই দিয়ে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানো হয়েছে। হিন্দুরা গরুকে পূজা করেন, মুসলমানরা গরু খান। হিন্দুরা ব্রাহ্মণদের সমাজের উঁচু স্থানে রাখেন, এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ মুসলমান ফাঁক পেলেই এদের জাতি নাশ করে ঘরের বৌ-মেয়ে নিয়ে পালায়। মন্দির অপবিত্র করে, বিগ্রহ বিচূর্ণ করে পাকিস্তানের পতাকা তোলে। মধ্যযুগে সাম্প্রদায়িক মুসলমান শাসকদের শয়তানিতে অযোধ্যায় রামজন্মভূমি, কাশী বিশ্বনাথ, মথুরার কৃষ্ণ মন্দিরে যে দখলদারি হয়েছে তা মুক্ত হোক, কিছু ধর্মান্ধ মুসলমানদের এতে আপত্তি। ইদানীং দেখা যাচ্ছে কতো হিন্দু ছেলে-মেয়ে মাদ্রাসায় আরবি উর্দু পড়ছে — কোরান হাদিশ পড়ছে, এসব প্রচার করতে পলিটিক্যাল এজেন্টরা মাঠে নেমে পড়েছেন। এই মেকানিজমকে কি বলা যায়? দেশের মূল ভাষা সংস্কৃত আজ কোথায়? সাম্প্রদায়িক মুসলিমলীগ, বিশ্বাস ঘাতক কমিউনিস্ট, ইংরেজ ঘেঁষা কংগ্রেস ও গান্ধীবাদী ডাইলিউশন আমাদের আজ যেখানে দাঁড় করিয়েছে; যে ভন্ডামি ও শয়তানি দেশজুড়ে চলছে, এর হাত থেকে মুক্ত হতে হলে, হিন্দুরা ভোটের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সঠিক নেতৃত্বকে ক্ষমতায় আনতে পারলেই একমাত্র বাঁচার পথ খুঁজে পাবেন।

হিন্দুরা ব্রাত্য, মুসলিম তোষণে ডান-বাম সকলে এক

বিশ্বজিৎ নাথ ঃ জগদ্দল ।। মুসলিমদের 'কবরস্থান' রাজপ্রাসাদ তুল্য হলেও, ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে হিন্দুদের শতাব্দী প্রাচীন 'কবরস্থান' বেহাল দশায় পরিণত উত্তর ২৪ পরগণায় বারাকপুর মহকুমার জগদ্দলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সাংসদ তহবিল ও বিধায়ক তহবিলের অনুদানে দিনকে দিন উন্নয়ণ ঘটছে মুসলিম কবরস্থানটির। কিন্তু দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় হিন্দুদের কবরের (মৃত শিশুদের জন্য) জায়গা আগাছায় ভরে গেছে। অফিসরঘরটি জীর্ণদশায় পরিণত। কবরস্থানে প্রবেশের মূল ফটক ভেঙেচুরমার হয়ে যাওয়ায় গরুর পাল আস্তানা গেরেছে অফিসঘরটিতে, রাতে আলো না জ্বলায়, সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চ লে পরিণত কবরস্থান চত্বর।

ব্যারাকপুর মহকুমার ভাটপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত দু'দুটি কবরস্থান। একটি হিন্দুদের — যেটি অবহেলার অন্ধকারে। অপরটি মুসলিম সম্প্রদায়ের ঝাঁ চকচকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সিপিএম সাংসদ তড়িৎ বরণ তোপদার ও তৃণমূল বিধায়ক অর্জুন সিং-এর তহবিল থেকে বহু টাকা বরাদ্দ করায় সমস্ত রকম পরিষেবা রয়েছে মুসলিম কবরস্থানটিতে। কিন্তু হিন্দুদের কবরস্থানটিতে নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা, নেই শৌচাগার। অফিসঘরটি জরাজীর্ণ। দরজা-জানলা ভেঙেচুরমার হয়ে গেছে। বৈদ্যুতিক সংযোগ অকেজো হয়ে যাওয়ায় রাতের অন্ধকারে কবরস্থানে চলছে মদ-গাঁজার ঠেক। পুরসভাকে বহুবার জানিয়েও কোনও ফল মেলেনি। তাদের আরও অভিযোগ, বাড়ি থেকে রেজিস্ট্রারকে ডেকে আনতে হয়, শীতের দিনে লোকেদের থাকবার কোনও ঘর নেই। গুণীজন ব্যক্তিদের সমাধিস্থলে বড় বড় গাছ গজিয়ে উঠেছে। মাটি খোঁড়ার জন্য কোনও কর্মী নেই; সমাধি দিতে আসা পরিবারের লোকদেরকেই মাটি খুঁড়তে হয়।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ১০ অক্টোবর সাংসদ তড়িৎ তোপদারের সাংসদ তহবিলের অনুদানে কবরস্থানে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু রক্ষণা-বেক্ষণের অভাবে বাতিগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে।

পুরসভার স্থায়ী কোনও কর্মী না থাকলেও, উত্তরাধিকার সূত্রে বংশের চতুর্থ পুরুষ রাজমঙ্গল দাস দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন। জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সবই করতে হয় রাজমঙ্গল বাবুকে। তিনি জানিয়েছেন, ২৪ ঘন্টা কাজ করতে হয় এখানে। কিন্তু পুরসভার কোনও পরিচয়পত্র নেই। পুরসভা থেকে বেতনও মেলে না।

মরদেহ পিছু ২০০ টাকা অথবা ৩০০ টাকা মেলে। এমনও দিন গেছে মাসে একটাও মরদেহ আসেনি। পুরসভার তরফে স্থায়ীভাবে আশ্বাস দিলেও, এখনও কোনও আশাব্যঞ্জক সাড়া মেলেনি। তবুও ভবিষ্যতের আশায় বেগার খেটে চলেছেন এই হিন্দু বঙ্গসন্তান। এদিকে স্থানীয় কাউন্সিলার তথা চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিলের সদস্যা মুক্তি ভট্টাচার্য জানান, নিয়োগের শুরুতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল কমিশন ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। কিন্তু পানীয় জলের কোনও সমস্যা নেই, পাশেই রাস্তার ওপর রয়েছে পুরসভা নির্মিত পানীয় জলের কল। তাছাড়া, ইলেকট্রিক সংযোগ থাকলেও চোরেরা ইলেকট্রিকের তার চুরি করার ফলে বাতিগুলো নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। তবে শীঘ্রই আলোর বন্দোবস্ত করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মুক্তিদেবী।

স্থায়ী চাকুরি প্রসঙ্গে তিনি জানান, পুরসভার আর্থিক সুবিধামতো স্থায়ীকরণের ব্যবস্থা অবশ্যই করা হবে। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় চার পুরুষের রাজমঙ্গলের ভাগ্যে আদৌ কি জুটবে সরকারি তকমা? না যতদিন কবরস্থান থাকবে, ততদিনই বেগার খেটে যেতে হবে হিন্দু পরিবারের এই দুঃখী সন্তানটিকে!

মূল্যবৃদ্ধিই প্রধান ইস্যু বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থীর

বিশেষ সংবাদদাতা ।। বাঁকুড়া জেলার শুনুকপাহাড়ী গ্রামে বাড়ি হলেও জয়ন্ত মন্ডলের জন্ম ও ছেলেবেলা কেটেছে ওন্দার রতনপুর অঞ্চ লের বালিগুমা গ্রামে। ১৯৬৯ সালে তিনি প্রথমে জনসংঘ ও পরবর্তীকালে বিজেপির সদস্য। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে ইন্দ্রপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এবার তিনি বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী। পেশায় ডাক্তার এই প্রার্থী বিজেপির তপসিলি মোর্চার সহ-সভাপতি। তাঁর মতে, বর্তমান কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ জোট সরকার বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ নিয়ে দেশের এমন অবস্থা করে ফেলেছে যে ভারতবর্ষের প্রতিটি শিশু সাড়ে সতেরো হাজার টাকা ঋণের বোঝা নিয়ে জন্ম নিচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তিনি মানুষকে সচেতন করছেন। তাঁর প্রচারের মূল ইস্যুই হল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি।

আদবানীর চিঠি

(১ পাতার পর)

চিঠিতে তিনি বলেছেন, দেশ ও জাতির বর্তমান সঙ্কটাবস্থায় মানুষ পরিবর্তনের পক্ষপাতী। সেই সময়ে আপনাদের আশীর্বাদ পরামর্শ এবং সমর্থন আবশ্যক। এজন্য আদবানীজী সকলকে প্রণাম জানিয়েছেন। যে সকল বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক মনীষীর কাছে চিঠিটি পৌঁছেছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাবা রামদেবজী, শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর, মৌলানা বহিউদ্দিন এবং চার্চের বেশ কয়েকজন আর্চবিশপ। এখানে উল্লেখ্য, যে যোগগুরু রামদেবজী তাঁর যোগানুষ্ঠানে রাষ্ট্রজাগরণ ও রাষ্ট্র নির্মাণের কথা বেশ কিছুদিন থেকেই বলে আসছেন। আদবানীজীর কথায়, ধর্মগুরুরা এমনিতেই দেশ-কাল-সমাজের গণ্ডীর ঊর্দ্ধে উঠে নিয়মিতভাবেই শান্তি, সদ্ভাব, সমৃদ্ধি এবং সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলে থাকেন। এসকল জীবনমূল্যের আবশ্যকতা সর্বদা বর্তমান বলেই আদবানীজী মনে করেন।

এই চিঠিতে তিনি পঞ্চ দশ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তথা এন ডি এ-এর চলার পথে সকলের শুভেচ্ছা প্রার্থনা করেছেন।

বিজেপির এই বরিষ্ঠ নেতা নববই-এর দশকে অযোধ্যার রামমন্দির আন্দোলনে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারপরই দল উত্তরপ্রদেশ এবং কেন্দ্রে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। চিঠিতে আদবানীজী বারো দফা নির্দিষ্ট কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে দেশব্যাপী সকল ধর্মের তীর্থস্থানগুলিকে সুন্দর, উন্নত করা এবং তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা, বহু মত-পথ-ধর্মবিশ্বাসের আধ্যাত্মিক পরম্পরার প্রতি সরকারি অবহেলা দূর করার কথাও রয়েছে। রামসেতুকে সুরক্ষিত রাখা, গঙ্গা সহ অন্যান্য পবিত্র নদ-নদীর সংস্কার, গোরু ও গো-বৎসাদির সুরক্ষা এবং আধ্যাত্মিক বা তীর্থ যাত্রাকেন্দ্রিক পর্যটনকে তুলে ধরার কথা বলা হয়েছে।

সমাজ কল্যাণমূলক এবং জাতিগঠনমূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে এন ডি এ ক্ষমতায় এলে সবরকম সহায়তা করবে। এজন্য একটি বিশেষ সেল বা প্রকোষ্ঠ গঠন করা হবে। সবরকম বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় আইনকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। ছলে-বলে-কৌশলে ধর্মান্তরকরণকে আইন দ্বারাই নিষিদ্ধ করা হবে। অমরনাথ শ্রাইনবোর্ডকে বরাদ্দ করা জমি নিয়ে গতবছর যে বিতর্ক দেখা গিয়েছিল তার আর কোনওরকম পুনরাবৃত্তি হবে না বলে আদবানীজী চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, ধর্ম রক্ষা মঞ্চে র উত্থাপিত দাবির সঙ্গে আদবানীজীর কথার অনেক সাযুজ্য রয়েছে।

তিস্তার মিথ্যাচার ফাঁস

(১ পাতার পর)

করেছিল আদালত। তিস্তার বাড়িতে জাহিরা শেখদের রেখে শিখিয়ে-পড়িয়ে ওয়েস্ট বেকারি হত্যা মামলার সাক্ষ্যপ্রদান করানো হয়েছিল।

গত ১৪ এপ্রিল বিশেষ তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট আদালতে দাখিল করে। দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন — প্রাক্তন পুলিশ অধিকর্তা (ডি জি পি) সি বি শতপথী, তিনজন বরিষ্ঠ আই পি এস আধিকারিক — গীতা জোহরি, শিবানন্দ ঝা এবং আশিস ভাটিয়া। এঁরা একযোগে গোধরা পরবর্তী দাঙ্গার সরজমিন তদন্ত করেন — গোধরা, গুলবর্গা সোসাইটি, নারোদাগ্রাম, নারোদা-পাতিয়া এবং সর্দারপুরাতে। গুজরাট রাজ্যের পক্ষে বরিষ্ঠ আইনজীবী মকুল রোহতাগি আদালতে দাঙ্গায় সরকারের সহায়তার কথা খারিজ করে বক্তব্য রাখেন। তিনি এস আই টি-এর তদন্ত রিপোর্টের উল্লেখ করে বলেন, ২২ জন সাক্ষীর আদালতে প্রদত্ত হলফনামায় যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রয়েছে।

এস আই টি এর তদন্ত করে দেখেছে ২২টি খসড়া একইরকম, একই কম্পিউটার থেকে টাইপ করা এবং একই প্রিন্টার থেকে প্রিন্ট করা। সেক্ষেত্রে সেই সব 'মনগড়া করে তৈরি' — এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এস আই টি-এর প্রশ্নের উত্তরে দেখা গিয়েছে যে, সাক্ষীরাই জানেন না যে, তারা আদালতে কি হলফনামা দাখিল করেছেন।

এমনকী যে বিশেষ অত্যাচার — গর্ভবতী কৌসর বানুকে গণধর্ষণ ও পেট চিরে তাকে ও তার ভ্রূণ হত্যা করা হয়েছে বলে দেশ জুড়ে তিস্তার এন জি ও ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করেছিল তাও সত্য নয়। অ্যাডভোকেট রোহতগি আরও বলেছেন যে, 'সিট'-এর তদন্তে নারেদা পাতিয়ায় মৃতদেহ স্তূপীকৃত করে রাখা এবং জনৈক বৃটিশ নাগরিক-কে হত্যার কথাও অসত্য। এন জি ও-টি সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করে তিনি বলেছেন, তদন্ত রিপোর্ট থেকে পরিস্কার যে, সি জে এস-এর (তিস্তার সংস্থা) আনীত অভিযোগগুলোই মিথ্যা। সাইক্লোস্টাইল করা হলফনামাগুলো একজন সমাজ-কর্মীই সরবরাহ করেছিলেন। হলফনামার বক্তব্যই মিথ্যা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রত্যক্ষদর্শী জাহিরা শেখকে তাদের কথা আদালতে বলাবার জন্য তিস্তা তাকে শারীরিক পীড়ন করেছেন বলে জাহিরা নিজেই আদালতে জানিয়েছিলেন।

সি জে এস-এর কৌঁসুলী অপর্ণা ভাট উপরোক্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। এদিকে বিচারপতি অরিজিৎ পাসায়াতের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বলেন, দাঙ্গার ক্ষেত্রে বিচারে কালক্ষেপ করলে অসাধুতা ঢুকে পড়ে। সেজন্য সেক্ষেত্রে বিচার দ্রুত সম্পাদন করা উচিৎ। আদালত রাজ্য সরকার, আবেদনকারী এবং বরিষ্ঠ উকিল হরিশ সালভেকে পরামর্শ দিতে বলেন।

কেন্দ্র সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল গোপাল সুব্রামনিয়াম আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এস আই টি-র সঙ্গে পরামর্শ করেই উকিল নিয়োগ করা হয়েছিল। আদালতে পুনরায় মামলাটির শুনানি হবে।

কেন্দ্রে ব্ল্যাকমেলের ব্যবস্থা

(১ পাতার পর)

চাবিকাঠিটা তুলে দেওয়া। বামপন্থীরা গত পাঁচ বছর কেন্দ্রে কংগ্রেসকে ব্ল্যাকমেল করে নিজেদের আখের গুছিয়েছে। তারা ভালভাবেই জানে যে বিজেপি-কে ব্ল্যাকমেল করা যাবে না। তাই প্রথম দফায় নির্বাচনের পরেই মনমোহন সিংহ আর প্রকাশ কারাতরা 'হিন্দি-চিনি ভাই ভাই' স্লোগান দেওয়া শুরু করেছে। কংগ্রেস ও সি পি এমের কোনও রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। এই দুই দলের নেতারা পশ্চি মবঙ্গে বিরোধিতার কথা বলে আর রাজ্যের সীমানা ছাড়ালেই পরস্পরের গালে চুমু খান। এদের ভোট দেওয়ার অর্থ হচ্ছে সারা দেশের সর্বনাশ করা। আমরা ভারতবাসীরা দেশকে মা বলে পুজো করি। সেই ভারতমাতার সর্বনাশ হোক এমন কাজ করবেন না।

ছবির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ

(১ পাতার পর)

করা হচ্ছে। ফলে, দীর্ঘদিন সংস্কারহীন থাকায় ওইগুলি এখন জীর্ণদশায় পরিণত। তীর্থ দর্শনে হিন্দুদের দিতে হয় কর, অথচ মুসলমানদের বেলায় দেওয়া হয় প্রভুত সরকারি অনুদান। শিক্ষার পাঠ্যসূচী এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে দেশ-জাতি সম্পর্কে হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়। সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির নামে হিন্দু দেব-দেবীর নগ্ন মূর্তি তৈরি ও হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হচ্ছে। ভোটের লোভে নির্লজ্জ মুসলিম তোষণ এবং জেহাদি মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি নরম মনোভাব পোষণ করা হচ্ছে।

সভা শেষে সাধু-সন্তদের একটি দল সিনেমার প্রযোজক শ্রীকান্ত মেহতার অফিসে গিয়ে স্মারক লিপি দেয় এবং সাতদিনের মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলন করবে বলে হুঁসিয়ারি দেয়।

গত ১২ এপ্রিল দুপুর ২টোয় 'চ্যালেঞ্জ নিবি না শালা''-কে কেন্দ্র করে ডায়মন্ড হারবার নিউ বিজলী সিনেমা হলে এলাকার সংস্কৃতিবান মানুষজন এবং বিশিষ্ট বুদ্ধি জীবীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক অমরেশ মুখোপাধ্যায় এবং গান্ডীব পত্রিকার সম্পাদক তপন বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় গৌড়ীয় মঠের মহারাজ মদনপ্রভুও ওই বিক্ষোভ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেন এবং বক্তব্য রাখেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ গান ও নগ্ন নারীদের যে নৃত্য দেখানো হয়েছে তা অবিলম্বে ছবি থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানানো হয়। ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে বিকৃত পশ্চি মী ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটানোর যে চেষ্টা চলছে, সে ব্যাপারে বক্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। উত্তেজিত জনতা ছবির পোস্টার পুড়িয়ে দেয়। সিনেমা হল-মালিক বিক্ষোভকারী জনতার কাছ থেকে দাবিপত্র গ্রহণ করেন এবং ছবির প্রোডিউসার ও পরিচালককে এই ব্যাপারে জানানোর কথা বলেন। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও নবদ্বীপের গৌড়ীয় মঠ বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে।

রাজ্য রাজনীতি

যত দিন যাচ্ছে সি পি এমের নাভিশ্বাস উঠছে

নিশাকর সোম

রাজ্য রাজনীতির অবস্থা নিয়ে বলার আগে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর বক্তব্য-এর উল্লেখ করার ইচ্ছা সংবরণ করতে পারলাম না। কারণ এই কলামে আগেই লেখা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব মন্ত্রিসভা গড়ার জন্য বামপন্থী-তথাকথিত তৃতীয় ফ্রন্টের সাহায্য নেবেই। এই কলামে লেখা হয়েছিল — কংগ্রেস + তৃণমূল = বামদল = কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। যতদিন যাচ্ছে এই দিকেই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এগোচ্ছেন। যতই তাঁরা সিপিএম-কে আক্রমণ করুন না কেন! এটা একরকম "গট-আপ" ম্যাচ।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী পরিস্থিতি কোনওক্রমেই সিপিএম তথা বামফ্রন্টের অনুকূল নয়। এর মধ্যে লক্ষ্মণ শেঠের কলেজের কর্মীদের নির্বাচনী আধিকারিকের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ফলে লক্ষ্মণ শেঠ-এর একটি কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। তবে লক্ষ্মণ শেঠের সঙ্গে বিতর্কিত নেতা-মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী যোগ দিয়েছেন, কাজেই নির্বাচনের দিন পর্যন্ত কৌশল চলবেই।

সিপিএম-এর প্রচারে তাপসীর হত্যাকান্ডের একটি সিডি ব্যবহার করার বিরুদ্ধে সমালোচনা ওঠার পর সিপিএম বলছে, ওটা নাকি একটি নাটিকা। সিপিএম এরকম বহু নাটিকা করছে। তাতেও নির্বাচকমন্ডলীর মন ভেজাতে পারছেন না। এখনও বেশিরভাগ ভোটার সিপিএম তথা বামফ্রন্টের বিরোধী। প্রতিটি জেলায় সিপিএম কর্মী সমর্থকদের একাংশ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধেই ভোট করবে। কংগ্রেসেরও একাংশ আবার কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের বিরুদ্ধে ভোট করবে। এই অংশের বড় অংশ বিজেপি-কে ভোট দেবেন।

নদীয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় সিপিএম-এর শোচনীয় অবস্থা। পার্টিকর্মীদের কাজে নামানোর জন্য বুদ্ধ বাবু যাদবপুরে রোড-শো করলেন, বিমান বসু চাকদহে মিছিলে অংশ গ্রহণ করে নদীয়ার পার্টিকে 'টোন আপ' করার চেষ্টা চালালেন। এদিকে অলকেশ দাশ-এর অনুগামীরা সিপিএম প্রার্থীর বিরুদ্ধেই কাজ করছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সিপিএম জেলা সম্পাদক শান্তি ভট্টাচার্য-র বিরুদ্ধে সাধারণ কর্মী সমর্থকদের ক্ষোভ থাকার কারণে তাঁর জামাই ডঃ সুজন চক্রবর্তীকে পার্টি দরদী একাংশ ভোট দেবেন না। ডায়মন্ডহারবারে সাংসদ প্রার্থী শমীক লাহিড়িকে জেতাবার জন্য কালঘাম ঝরাতে

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

হচ্ছে। এই কেন্দ্রেও সিপিএম-এর একাংশ দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে। সব থেকে বড় কথা, এই কেন্দ্রে বিষ্ণুপুরে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভার উপনির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী ৩০ হাজার ব্যবধানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। কাজেই এই কেন্দ্রে শমীক লাহিড়ির পরাজয় সুনিশ্চিত।

নির্বাচনের প্রথম দফায় প্রথম দিনেই বহু স্থানে মাওবাদীদের আক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছে। আক্রমণে বহু ব্যক্তি এবং নিরাপত্তা কর্মী নিহত হচ্ছেন। এই অবস্থায় এ রাজ্যের জঙ্গলমহল তথা লালগড়ে ভোট হবে।

ছত্রধর মাহাতো

লালগড়ে প্রশাসনের কী করুণ অবস্থা — বারে বারে ছত্রধর মাহাতোকে খোসামোদ করে নির্বাচনে নিরাপত্তারক্ষী রাখার জন্য অনুকম্পা ভিক্ষা করা হচ্ছে। এরপরও বুদ্ধ বাবু পুলিশ-মন্ত্রী থাকেন কি বলে? লজ্জা হওয়া উচিত। আজ জঙ্গল-মহল-লালগড়, দার্জিলিং, উত্তরবঙ্গে যে কিছু মানুষজন বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন তার মূলে আছে শাসকদের দীর্ঘদিনের অবহেলা এবং বঞ্চনা। বামফ্রন্ট যদি জনদরদী সরকারই হয় তবে ৩২ বছরের মধ্যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো কেন? কেন তৃণমূল এতো শক্তি সঞ্চয় করলো? কেন মাওবাদীরা একটার পর একটা "মুক্তাঞ্চল" তৈরি করতে সক্ষম হল?

সিপিএম তো বলেছিল, মাওবাদীদের তাঁরা "রাজনৈতিক ভাবে" মোকাবিলা করবে! সেই যোগ্যতা এ রাজ্যের বর্তমান সিপিএম-এর নেতৃত্বের নেই। অশোক মুখার্জি-র নামে লিখিত পুস্তিকার লেখক আজ বার্ধক্য পীড়িত। অশোক মুখার্জি হলেন সমর মুখার্জি। এক সময়ে তো কলকাতা জেলায় — লক্ষ্মী সেন, কালী ব্যানার্জিরা নকশালী সমর্থক ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণপদ ঘোষ, সুধাংশু পালিতদের গোষ্ঠী কাজ করতেন বলে শোনা যায়। কৃষ্ণপদবাবু মৃত আর সুধাংশুবাবু রাজনৈতিক ভাবে পরলোকে চলে গেছেন। কাজেই এ রাজ্যেও নির্বাচনের কাছাকাছি সময় থেকেই মাওবাদীদের আক্রমণ আশঙ্কা করা যায়। মাওবাদীদের বিরুদ্ধে পুলিশ-গোয়েন্দা না লাগিয়ে আর এস এস অফিস এবং স্বস্তিকা পত্রিকার সামনে "ওয়াচার" বসানোটাই সিপিএম মন্ত্রিসভার কাজ হয়েছে। কেন মাওবাদীদের সম্পর্কে আগাম খবর পায় না পুলিশ? কেন লালগড়ে "সমান্তরাল সরকার" গড়ে উঠলো? প্রশাসন ঘুমোচ্ছিল। এ-রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন তথা পুলিশমন্ত্রী অপদার্থ, ব্যর্থ। এঁদের হাতে জনগণের নিরাপত্তা নেই। একমাত্র বিজেপি-কে ভোট দিয়ে কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার গড়ে তুললে তবেই এ রাজ্যে কেন্দ্রের পুলিশি অভিযানে মাওবাদী জঙ্গিবাদ নির্মূল হবে।

অ রকম

চরকা থেকে ই-চরকা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মহাত্মা গান্ধী তাঁর চরকার আধুনিক প্রয়োগ দেখতে পেলে নিশ্চিতখুশি হতেন। চরকা থেকে সুতো। তা থেকে কাপড় — এই সহজপাঠটাই সকলের জানা। কিন্তু তা থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে, ভাবনাটা বোধ হয় হিরেমথের আগে অন্য কারোর মাথায় আসেনি। চোখে না দেখা পর্যন্ত অবিশ্বাস্য মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

কর্ণাটকের আর এস হিরেমথ এমনই এক অদ্ভুত চরকা আবিষ্কার করেছেন যা বিদ্যুৎহীন গ্রামকে আলোকিত করছে। আশার আলো দেখাচ্ছে গ্রামবাসীকে। চরকার গতানুগতিক সংজ্ঞাটাই পাল্টে দিয়েছেন তিনি। ১০ বাই ১০ ফুট ঘরকে খুব সহজেই আলোকিত করতে পারে তাঁর সৃষ্ট ই-চরকা। আলোর উজ্জ্বলতাও বিদ্যুতের আলো থেকে কোনও অংশে কম নয়। ই-চরকা থেকে পাওয়া আলোও অবশ্য পরোক্ষে ঘরোয়া বিদ্যুৎই। হিরেমথের ই-চরকা সৃষ্টির ভাবনা আজকের নয়। কলেজ জীবনেই ভাবনটা মাথায় আসে তাঁর। ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার সুবাদে পেশা, নেশা ও মেধার সমন্বয়টা খুব সহজেই করতে পেরেছিলেন তিনি। ১৯৮০ সালে ই-চরকার প্রথম উদ্ভাবন করেন হিরেমথ। তবে তা সম্পূর্ণ আকারে নয়। বাবা'র সাইকেল আর দাদুর পুরনো চরকা দিয়েই নাতি হিরেমথ হিরেমথের সাধনার ফসল।

হিরেমথের এই সৃষ্টি শুধু এলাকার সাধারণ মানুষের নজর কাড়েনি। নজর কেড়েছে রাজ্য সরকারেরও। খাদি ও গ্রামীণ বিদ্যুৎ বিকাশ স্কীমের আওতায় যাতে সৃষ্ট ই-চরকার ব্যবহারে বিদ্যুৎহীনতার কলঙ্ক মুছে যায়, রাজ্য সরকার সে চেষ্টাও করছে।

তাঁর সৃষ্টির তালিকা অবশ্য শুধু ই-চরকাতেই থেমে নেই। অন্ধদের জন্য ম্যাপ আবিষ্কার করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তাবড় তাবড় ইঞ্জিনিয়ারেরা। বুকভরা আশীর্বাদ পেয়েছিলেন দৃষ্টিহীনদের কাছ থেকে। সেই আশীর্বাদই প্রসাদ রূপে হাতে পেয়েছেন হিরেমথ। তারই কিছুদিন পর জাতীয় পুরস্কার পান তিনি নতুন সৃষ্টির সুবাদে। বৈদ্যুতিক রিক্সা-র আবিষ্কারও তাঁকে সকলের কাছে মেলে ধরেছে।

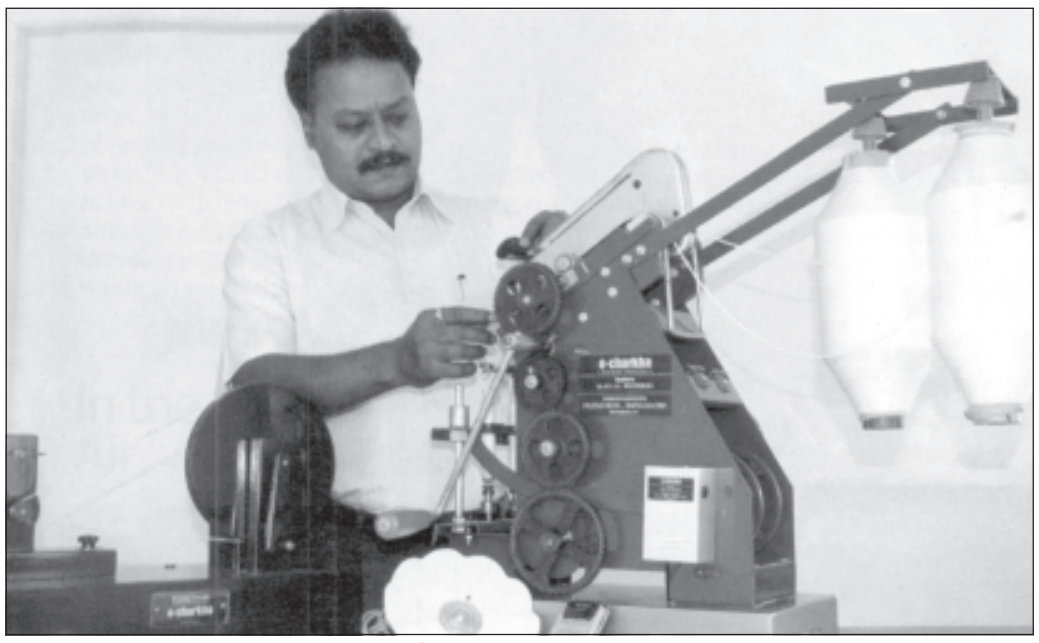

ই-চরকা সহ হিরেমথ।

প্রথম ই-চরকা আবিস্কার করেন। গুলবার্গের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সৃষ্টির প্রথমভাগটা প্রকাশও করেছিলেন তিনি। পরে আরও মেজে ঘষে একটা ঘরোয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের সৃষ্টি করেছেন হিরেমথ। চরকার মৌলিক বৈশিষ্ট্য অবশ্য তিনি খন্ডিত করেননি।

প্রাচীন চরকার সঙ্গে শুধু যোগ করেছেন বিভিন্ন যন্ত্রপাতিকে। যার মধ্যে রয়েছে সাইকেলের ছোটো-খাটো সরঞ্জাম। আর একটা আস্ত ডায়নামো। যার ফল-ইলেকট্রিক চরকা বা ই-চরকা। হিরেমথের সৃষ্ট চরকা শুধু আলো নয়। মনোফনিক সাউণ্ডও বের হয় তা থেকে। অনায়াসেই পছন্দসই গান শোনা যায়। বিদ্যুৎহীন ঘর খুব সহজেই যেন জলসাঘরের ভাগিদার হয়ে ওঠে। এসবই

হিরেমথের এই আবিষ্কারে তার জনদরদী মনেরই প্রকাশ। তাঁর সৃষ্ট আবিষ্কারে সাধারণ মানুষ আজ উপকৃত।

বাংলাদেশে এখনও পাকপন্থী মৌলবাদী জঙ্গিদের ঘাঁটি

কমল দে ঃ চট্টগ্রাম।। জঙ্গি সংগঠন দাওয়াতী ইসলামি পাকিস্তানের ৬০ জন শীর্ষ নেতা বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করছে। পৃথকভাবে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আসার পর তারা কেউ এক সঙ্গে থাকছেনা। দাওয়াতে ইসলামি বাংলাদেশের আটক সাত সদস্য এ তথ্য দিয়েছে। গতকাল ১৩ এপ্রিল তাদের পাথরঘাটার আস্তানা থেকে আটক করা হয়। ধৃতরা জানায়, দেশের বিভিন্ন মসজিদ ও মাদ্রাসায় অবস্থান নিয়ে শীর্ষ নেতারা সংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে তারা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। পাকিস্তানে অবস্থানরত শীর্ষ নেতারাও নিয়মিত এই টেলি-কনফারেন্সে অংশ নেয়। সর্বশেষ চট্টগ্রামের পাথরঘাটার আস্তানা থেকে টেলিকনফারেন্স করা হয়েছিল। আর, সংগঠনের খরচ যোগাতে চাঁদা আসতো

ইংল্যান্ড ও হংকংসহ কয়েকটি দেশ থেকে।

তারা জানায়, বিগত চারদলীয় জোট সরকারের শাসনামলে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বাংলাদেশে বিস্তৃতি ঘটেছে এই জঙ্গি সংগঠনটির। প্রথমদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে এই সংগঠনটির পাকিস্তানী নেতাসহ কিছু কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও পরবর্তীতে তারা সবাই আদালত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। এরপর প্রশাসনের ঊর্ধবতন কর্মকর্তাদের পরামর্শে তারা জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধন করে সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে আসছিল। দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর প্রশাসন তাদের কাজে কোনও বাধা পর্যন্ত দেয়নি। গতকাল সোমবার গ্রেফতার হওয়ার পর বিভিন্ন নথিপত্র পর্যালোচনা এবং দাওয়াতে ইসলামি বাংলাদেশের সদস্যরা পুলিশ ও সাংবাদিকদের কাছে চাঞ্চ ল্যকর এসব তথ্য প্রকাশ করেছে।

জঙ্গি সদস্য কলিমউল্লাহ আত্তারী জানায়, পাকিস্তানে অবস্থানরত দাওয়াতী ইসলামির নেতা হাজী মহম্মদ ইমরান আত্তারী রবিবার রাত সাড়ে দশটা থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে টেলি-কনফারেন্স করেছে। টেলি-কনফারেন্সে চট্টগ্রামের ১৫ থেকে ২০ জন শীর্ষ নেতা অংশ নেয়। এই কনফারেন্সের জন্য ১২ এপ্রিল দুপুরে আস্তানার উপর একটি ডিশ এন্টেনা লাগানো হয়েছিল।

গ্রেফতারকৃত জঙ্গিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) উপ-কমিশনার (উত্তর) প্রকৌশলী বনজ কুমার মজুমদার ইত্তেফাককে বলেন, 'জিজ্ঞাসাবাদে তারা বেশ কিছু চাঞ্চ ল্যকর তথ্য দিয়েছে। আর এসব তথ্যের কিছু সত্যতাও আমরা পেয়েছি। এই আস্তানা থেকে বাজেয়াপ্ত করা কম্পিউটার ও ডিশ এন্টেনার যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছি, রবিবার রাতে তারা পাকিস্তানের শীর্ষ নেতাদের সাথে টেলি-কনফারেন্স করেছিল। তারা কিভাবে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির নিবন্ধন পেয়েছিল তা আমরা খতিয়ে দেখছি।'

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র মহম্মদ হক ওরফে মেহমুদ আত্তারী ইত্তেফাককে বলেন, 'পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের শাখা থাকলেও চালিত হয় পাকিস্তান থেকে। আর তাই প্রায়শই পাকিস্তানী মেহমানরা বাংলাদেশে বয়ান করতে আসেন। এখনও ৫০ থেকে ৬০ জন পাকিস্তানী মেহমান বাংলাদেশ অবস্থান করছেন। তারা পৃথকভাবে বাংলাদেশে আসেন, থাকেনও পৃথকভাবে।' তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে মেহমুদ আত্তারী জানান, তারা দাওয়াতে ইসলামি পরিচালিত বিভিন্ন মসজিদ ও মাদ্রাসায় অবস্থান করেন। কিন্তু এখন চট্টগ্রামে এদের কেউ অবস্থান করছে না। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ৭ জুলাই ঝালকাঠি থেকে পুলিশ দাওয়াতে ইসলামীর নেতা পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম সাবিবর আলিকে আরও সাত সহযোগীসহ গ্রেফতার করেছিল। গোলাম সাবিবর আত্তারীর বাড়ি পাকিস্তানের সারগোদা প্রদেশের বেড়া এলাকায়। গ্রেফতারকৃত বাকি সদস্যরা হল চট্টগ্রাম রাউজানের নুরুল আবসার, নোয়াখালির ইমরান আত্তারী, নগরীর চারলক্ষ্যা এলাকার ইলিয়াস হোসেন, নারায়ণগঞ্জের বেলাল আত্তারী, হবিগঞ্জের নজরুল ইসলাম, রাঙ্গামাটির মহম্মদ ইলিয়াস,বরগুনার গান আত্তারী ও বরিশালের কাজী নজরুল ইসলাম। এছাড়া বরগুনাতেও তাদের কয়েকজন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু ওই বছরের ৮ আগস্ট পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদালত তাদের অব্যাহতি দেয়।

গ্রেফতারকৃত মহম্মদ নুরুল আজম আত্তারী জঙ্গি আস্তানায় বসে ঊর্ধবতন পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে জানায়, ২০০৬ সালের মাঝামাঝি কয়েকজন সদস্য গ্রেফতার হওয়ার পর সরকারি কিছু কর্মকর্তার সাথে তাদের যোগাযোগ হয়। এসময় তারা বৈধভাবে সাংগঠনিক তৎপরতা চালানোর জন্য রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেয়। ২০০৬ সালের শেষের দিকে নিবন্ধন পাওয়ার পর তাদের আর কোনও কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করেনি। ১৩ মাস আগে চট্টগ্রামের প্রধান মেহবুব রাজা আশরাফি মাসিক ৫ হাজার টাকা ভাড়ার ভিত্তিতে পাথরঘাটা নজুমিয়া লেইনের ৪ নম্বর গলির নওয়াব মিঁয়া চৌধুরীর মালিকানাধীন বাসার নিচ তলা ভাড়া নিয়েছিল। এখানে বিভিন্ন এলাকার সদস্যরা সে অবস্থান করতো।

অভিযানে পুলিশ ওই জঙ্গি আস্তানা থেকে বিপুল পরিমাণ কাগজ-পত্র বাজেয়াপ্ত করে। বাজেয়াপ্ত কাগজ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, দাওয়াতে ইসলামির পাকিস্তান শাখা ছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং ও ইংলন্ড শাখা থেকে তাদের কাছে নিয়মিত চাঁদা আসে। শুধুমাত্র মুন্সিগঞ্জ এলাকার একটি মাদ্রাসায় গত বছর প্রায় ৯ লাখ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। সেখান থেকে কয়েকটি দেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার সার্টিফিকেটও উদ্ধার করেছে পুলিশ। সার্টিফিকেটগুলোতে মানবাধিকার সংস্থাগুলো সংগঠনটি সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছে।

— দৈনিক ইত্তেফাক-এর সৌজন্যে।

অনুপ্রবেশে মদত দিয়ে উন্নয়ণ ব্যাহত করছে কংগ্রেস — নরেন্দ্র মোদী

সংবাদদাতা।। 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ অসমের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোকে ক্রমশই ধবংস করে দিচ্ছে। অবরুদ্ধ করছে রাজ্যের উন্নতি। আর অসমের কংগ্রেসী রাজ্য সরকার-এর স্বাধীনতার পর থেকেই ভোটব্যাঙ্ক কেন্দ্রিক রাজনীতিই এজন্য প্রধানত দায়ী। এখন ভারতের প্রয়োজন প্রগতি ও বিকাশ। বিজেপি-ই ভারতে সেই প্রগতিশীল কেন্দ্র সরকার পরিচালনা করতে পারে।' গত ১১ এপ্রিল অসমে ঝটিকা সফরে ভারতবর্ষের রোল মডেল খ্যাত গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই মোদী অগপ- বিজেপি জোটের প্রার্থীদের সমর্থনে জোড়হাট, নওগাঁ, রঙ্গিয়া এবং গুয়াহাটিতে জনসভায় উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন যথাক্রমে বিজেপি ও অগপ দলের রাজ্য সভাপতি রমেন ডেকা এবং চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি। শ্রীমোদী তুলনাত্মক বিশ্লেষণ করে বলেন — অসমের সঙ্গে আছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত আর গুজরাটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত। আজ অসমের পক্ষে বাংলাদেশ অনুপ্রবেশের মূর্তিমান বিভীষিকা হলেও গুজরাটে পাকিস্তান তা করতে পারে নি। জোড়হাটে দলীয় প্রার্থী কামাখ্যাপ্রসাদ তাসা'র সমর্থনে অগপ-বিজেপি দলের উদ্যোগে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে বিশাল জনসভা হয়। সেখানে শ্রীমোদী বলেন, জোড়হাটে পানীয় জলের অভাব। অথচ শহর থেকে মাত্র দশ কিমি দূরেই রয়েছে দেশের বৃহত্তম নদী ব্রহ্মপুত্র। গুজরাটে তাঁর সরকার ১৪০০ কিমি দূরের নর্মদা নদী থেকে জল এনে গুজরাটের ৮০০ গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ করছে।

গুয়াহাটির জনসভায় (বাঁ দিক থেকে) অসম বিজেপি'র সভাপতি রমেন ডেকা, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অসম গণ পরিষদের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি।

অগপ দলের সভাপতি চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি রাজ্যের মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য তরুণ গগৈ-এর নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করেন । নওগাঁর বিজেপি প্রার্থী রাজেন গোহাঞি এবং কালিয়াবরের অগপ প্রার্থী গুণিন হাজারিকার সমর্থনে নওগাঁর জনসভায় শ্রীমোদী কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকারের অবসানে অগপ-বিজেপি প্রার্থীদের ভোটে জেতাতে জনগণের কাছে আবেদন জানান। মোদী অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈকে গুজরাটের উন্নয়ন ও বিকাশ দেখে আসার জন্য খোলা আহ্বান জানান।

কামরূপ জেলার রঙ্গিয়ার জনসভায় নরেন্দ্র মোদী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংহ অসম থেকেই রাজ্যসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধি। অথচ অসমের উন্নয়নের জন্য ভাববারই তাঁর সময় নেই — এটা পরিতাপের বিষয়। শ্রীমোদী অসমের সার্বিক বিকাশের জন্য রাজ্য থেকেই কংগ্রেসকে উৎখাত করার ডাক দেন। গুয়াহাটিতেও এক বিশাল জনসভায় শ্রী মোদী নির্বাচনী বক্তব্য পেশ করেন। সব মিলিয়ে দেখা গেছে অগপ-বিজেপি কোমর বেঁধে লড়াই-এর ময়দানে নেমেছে। দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের জনসভায় সর্বত্রই মানুষের ঢল নেমেছে। ভোটের বাক্সে তা প্রতিফলিত হলে অসমে কংগ্রেসের আধিপত্য খর্ব হতে বাধ্য।

'চ্যালেঞ্জ' ছবির বিরুদ্ধে মাথাভাঙ্গায় বিক্ষোভ

অঙ্কুর সাহা ঃ মাথাভাঙ্গা।। নবদ্বীপের পর এবার কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা শহরে জনসাধারণ সোচ্চার হলেন সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছায়াছবি 'চ্যালেঞ্জ'-এই ছবিটিতে অশ্লীল নাচগানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম কদর্যভাবে ব্যবহার করার প্রতিবাদে। "ভজ গৌরাঙ্গ-লহ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গের নাম রে.....' যে নামে খোল করতালের সহযোগে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে ভাবাবেগে উদ্বেলিত করেছিলেন এবং বিশ্বকে এই হরিনাম সংকীর্তনের সহযোগে পথের দিশারী করেছিলেন, সেই নামই আজ কুরুচিপূর্ণ অবস্থাতে, মেয়েদের অশ্লীল পোষাকের মাধ্যমে দেখতে হচ্ছে। এর আগেও হরে কৃষ্ণ হরে রাম (ভুলভুলাইয়া ছবি) নিয়ে বিভিন্ন সুরে নাচে-গানে মুখোরোচক হিসাবে সমাজের কাছে প্রদর্শন করা হয়েছিল। কিন্তু অন্য কোনও সম্প্রদায়ের নাম নিয়ে এই রকম অশ্লীল নাচ, গান দেখানোর মতো সাহস তাদের হয়নি। এমনকী বিভিন্ন টিভির সিরিয়াল, সিনেমাতেও গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদেরকে নিয়ে বিভিন্ন ভাবে হিন্দুধর্মের উপর আঘাত হানা হয়। এভাবে হিন্দুদের দেবদেবীর উপরেও বিকৃতভাবে সিরিয়াল ও সিনেমাতে দেখানো হয়। কেবলমাত্র বর্তমানে হচ্ছে এমন নয়। পুরোনো সিনেমাতেও দেখতে পাই 'দম মারো দম .....হরে কৃষ্ণ হরে রাম'। আরও অনেক ছবিতেই। কিন্তু এর প্রতিবাদ কিছু হয় না। প্রথম থেকেই যদি প্রতিবাদ উঠতো তবে মনে হয় আজ চ্যালেঞ্জের জন্য আন্দোলন করতে হতো না। এই সকল হিন্দুধর্মের উপর আঘাত হানার প্রতিবাদে গত ৭ এপ্রিল সকালে এলাকার জনসাধারণের উদ্যোগে একটি ধিক্কার ও মৌন মিছিল মাথাভাঙ্গা শহর পরিক্রমা করে। পরে মহকুমা শাসকের কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয় 'চ্যালেঞ্জ' ছবিটির এই অশ্লীল গানটিকে বাদ দেওয়ার জন্য। নচেৎ ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে জানানো হয়।

অন্ধ্রে বিধানসভা ভোটের আগেই অনেক মন্ত্রী কোণঠাসা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। শেষ পর্যন্ত কোন দল হায়দরাবাদের দখল নেবে, এই প্রশ্নের পাশাপাশি রাজ্যে মন্ত্রীদের দুর্বলতা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠছে। রাজ্যের অনেক মন্ত্রী ভোটের আগে কোণঠাসা। তাদের কাজকর্মে খুশি নয় সাধারণ মানুষও। তারা মন্ত্রীদের কাজের সমালোচনা করছে। ফলে মন্ত্রীদের ভোটে দাঁড়ানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে যে সমস্ত মন্ত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই ভোটের ফলাফল বিপক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষরাও এমনই অভিমত প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডির ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের পারফরমেন্সও ভালো নয়। বেশির ভাগ মন্ত্রীই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে পারেননি। অনেকে উন্নয়ণের দিকে নজরও দেননি।

নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রথম পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন রাজ্যের ১৯ জন মন্ত্রী। তাদের পরই রয়েছেন আরও ৪ মন্ত্রী। তাদের মধ্যে রয়েছেন টি জীবন রেড্ডি, ধর্ম প্রসাদ রাও, জি বিনোদ এবং সবিতা ইন্দিরা রেড্ডি। এই সমস্ত মন্ত্রীদের নির্বাচনী লড়াইয়ে অনেকগুলি ফ্যাক্টর কাজ করছে। শুধুমাত্র জনরোষই নয়, সরকারি পরিসংখ্যানেও মন্ত্রীদের উন্নয়ণ না করার ভুরি ভুরি তথ্য মিলেছে। ফলে লড়াইয়ের শুরুতেই রাহুর দশা চলছে রাজ্যের মন্ত্রীদের। সব থেকে খারাপ অবস্থায় রয়েছেন গ্রামীণ উন্নয়ণমন্ত্রী জি চিন্না রেড্ডি এবং ওয়ারঙ্গলে বৃহৎ সেচপ্রকল্প মন্ত্রী পোন্নালাল লক্ষ্মীয়া।

নিজামাবাদে বিদ্যুৎ মন্ত্রী মহম্মদ আলি সাবির, করিমনগরে কর্মসংস্থান প্রকল্পের মন্ত্রী রত্নাকর রাও এবং মেডাকে অপর দু'জন মন্ত্রী জে গীতা রেড্ডি, যিনি বৃহৎ শিল্পায়ণ মন্ত্রী ও স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী ডি রাজা নরসিমা এবার জোর বিরোধিতার মুখোমুখি। এই সমস্ত মন্ত্রীরা সকলেই নিজ নিজ নির্বাচনী ক্ষেত্রে জনগণের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই উন্নয়ণ না হওয়ার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। করিমনগর-এ কোর্টালা নির্বাচনী এলাকায় জে রত্নাকর রাও যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তার সঙ্গে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস প্রার্থী মহম্মদ আব্দুল গফফরের নির্বাচনী লড়াই বেশ কঠিন বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এই নির্বাচনী ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ভোট আবার বিজেপি-র মমতা রেড্ডি ও টি আর এসের কে বিদ্যাসাগর রাও-র পক্ষে যেতে পারে। বিজেপি-র এখানে ভালো ফলাফলের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। স্থানীয় এলাকার ফল বিক্রেতা মহম্মদ রফিকও এমনই ইঙ্গিত দিলেন।

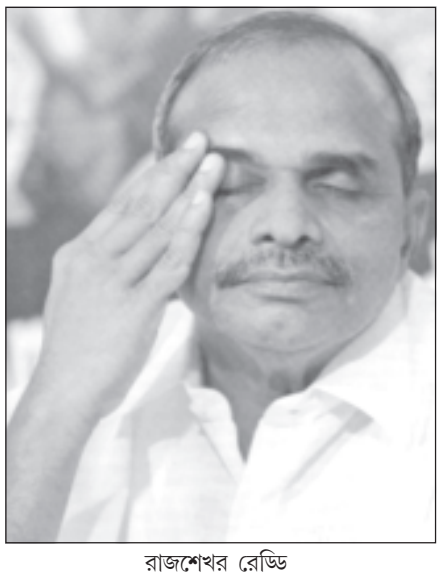

রাজশেখর রেড্ডি

সোনিয়া গান্ধী

অন্যদিকে নিজামাবাদ কেন্দ্রের প্রার্থী বিদ্যুৎ ও সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রী সাবিরের সমস্যা আরও বেশি। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মানুষ উন্নয়ণের ছিটেফোঁটা দেখতে পায়নি। সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ণেও যথেষ্ঠ গাফিলতি রয়েছে বলে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। অন্য এক মুসলিম মন্ত্রী মহম্মদ ফারিদউদ্দিন তার পুরনো নির্বাচনী ক্ষেত্র জাহিরাবাদে লড়াইয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তা সংরক্ষিত হওয়াতে তাঁকে হায়দরাবাদের অম্বরপেট আসনে প্রার্থী হতে হয়েছে। সেখানে তাঁর 'বহিরাগত' তকমা জুটেছে। মন্ত্রী জে গীতা রেড্ডি জাহিরাবাদ থেকে লড়ছেন, কিন্তু সেখানেও বিস্তর বাধা। এখানকার টি ডি পি-র হ্যাভিওয়েট নেতা নরোত্তম তার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন।

পোন্নালাল লক্ষ্মীমাইয়া নির্বাচনী লড়াইয়ে এখন থেকেই জয়ের হাসি হাসলেও মানুষ তার এই অবস্থানকে ভালো চোখে দেখছে না। পাঁচ বছর ধরে তিনি শুধু একটি প্রকল্পই শেষ করেছেন। এর ওপর রয়েছে উন্নয়ণের নামে দুর্নীতির অভিযোগ। নালগোন্ডার সূর্যপাট নির্বাচনী কেন্দ্রে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী আর দামোদর রেড্ডিও অনেকটা বেকায়দায়। তিনি তার নির্বাচনী কেন্দ্র টাঙ্গাটুরথি থেকে স্থানান্তরণ করে নতুন ক্ষেত্রে লড়ছেন। তাঁরা পুরাতন কেন্দ্র তফশিলী জাতিদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে।

খাম্মামে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামবানী চন্দ্রশেখরও তার তফসিলি নির্বাচনী কেন্দ্র পালিয়ার এখন সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্রে পরিগণিত হয়েছে। তিনি নতুন তফসিলি নির্বাচনী ক্ষেত্র সাত্তুপল্লি থেকে দাঁড়াচ্ছেন। লড়াই অনেকটাই কঠিন। এই জেলারই ভোট যুদ্ধে অন্য এক মন্ত্রী ভি ভেঙ্কটেশ্বর রাও-র অবস্থানও ভালো নয়। তার ভাই ওয়াই কৃষ্ণা পি আর পি-র টিকিটে লড়ছেন। ফলে পারিবারিক লড়াই-এর ফল আশাব্যঞ্জক নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে জানা রেড্ডি নালগোন্ডা জেলার নতুন নির্বাচনী কেন্দ্র নাগার্জুনসাগর থেকে লড়বেন। এখানকার তফসিলি জাতি দীর্ঘদিন ধরে ন্যূনতম পরিষেবাও পায়নি। পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো সমস্যার এখনও সমাধান হয়নি। ২৬৫ কোটি টাকার প্রোজেক্ট এন আর ই জি অনুমোদন করলেও কাজ হয়নি। ফলে লড়াইয়ের পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। গ্রামীণ উন্নয়ণ মন্ত্রী জি চিন্না রেড্ডির ক্ষেত্রে টি ডি পি-র আর চন্দ্রশেখর রেড্ডি ও প্রজা রাজ্যম পার্টি রয়েছে। ফলে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি। সম্ভাসিবা রাও যিনি সিপিএমের নেতা তিনি এক্ষেত্রে টিডিপি- থেকে সমর্থন পাচ্ছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের আরও তিন মন্ত্রীর অবস্থান যথেষ্ট উদ্বেগের। বোৎসা সত্যনারায়ণ, কোন্থালা রামকৃষ্ণ ও মন্ত্রী এস বিজয়রাম রাজুর পরিস্থিতিও বেশ কঠিন। এম মুকেশ গোড়ের গোশামাল ক্ষেত্রও নিরাপদ নয়।

বিচারের নামে প্রহসন

বরুণের জেল, শ্রীনিবাস বেকসুর

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ইউ পি এ সরকারের আমলে নির্বাচন কমিশন থেকে বিচার বিভাগেরও দলীয়করণ শুরু হয়ে গেল বলে সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে কংগ্রেস দলের প্রধান ডি

শ্রীনিবাস

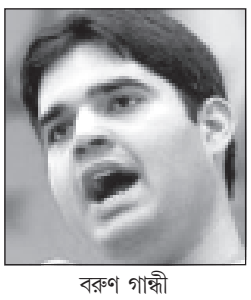

বরুণ গান্ধী

শ্রীনিবাস গত ১৪ এপ্রিল অন্ধ্রপ্রদেশের নিজামাবাদে এক নির্বাচনী সভায় বলেছেন, "যে সংখ্যালঘুদের দিকে আঙুল তুলবে সেই হাত কঠোরভাবে দমন করবেন।" ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এইরকম উস্কানিমূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য নির্বাচন কমিশনার ওই ধরনের কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। অপরপক্ষে নির্বাচন কমিশন ভারতীয় জনতা পার্টিকে বরুণ গান্ধীকে নির্বাচনী ময়দান থেকে তুলে নিতে পরামর্শ দিয়েছিল। ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার আর বালাকৃষ্ণন সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, কমিশন শ্রীনিবাসের বক্তব্যকে সমর্থন করে না, কমিশন তাঁকে এরকম বক্তব্য রাখা থেকে বিরত হতে বলেছে।" উল্লেখ্য, হিন্দুদের উপর আঘাত করলে সেই হাত কেটে ফেলবেন বলায় বিজেপি'র যুব নেতা বরুণ গান্ধীর উপর এন এস এ বা জাতীয় নিরাপত্তা আইনে তাকে জেলে পোরা হয়েছে। মুচলেকা দিয়ে বরুণ যদিও ১৬ এপ্রিল দু'সপ্তাহের জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়েছেন।

বিজেপি দলের পক্ষ থেকে শ্রীনিবাস এর বক্তব্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং সংখ্যালঘুদের উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। বিজেপি-র মতে কংগ্রেস নেতার এইরকম কথাবার্তা আদর্শ নির্বাচনী আচার সংহিতা এবং ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব আইন-এর চূড়ান্ত বিরোধী। বিজেপি আরও বলেছে, এরকম কথাবার্তার ফলে সংখ্যাগুরু সমাজের মনেও তীব্র আঘাত পৌঁছেছে। বিজেপি নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছে, স্থান-কাল-সময় বিবেচনা করে সংখ্যালঘুদের উসকে দিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করা হচ্ছে তা যেন যথাযথ বিচার-বিবেচনা করা হয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় নির্বাচন কমিশন একই ধরনের কথার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে বরুণের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে সেখানে শ্রীনিবাসকে মৃদুভাবে সতর্ক করেই ছেড়ে দিয়েছে। এটাকে দ্বিচারিতা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে!

ভোট দিতে পারবেন না রাজ্যের ৫,৩৬,৯২৭ জন ভোটার

সংবাদদাতা ।। অসমের মোট ৫,৩৬,৯২৭ জন ভোটারকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে দেশের নির্বাচন কমিশন। কমিশনের এক সূত্রে জানানো হয়েছে, অসমের মোট ৪,৩৯,৬৬০টি ফৌজদারী মামলার ৭,২৩,৪৫৬ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৫,৩৬,৯২৭জনকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ তাদের রুটিনমাফিক পলাতক আসামী রূপে ঘোষণা করে দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেছে। অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থেই তারা পলাতক অপরাধী।

পঞ্চ দশ লোকসভা নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সংকল্প গ্রহণ করেছে। এবং এই উদ্দেশ্যে অপরাধী প্রার্থী ও ভোটারদের ক্ষেত্রে আগাম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সূত্রে জানা গেছে, অসম সহ দেশের প্রতিটি রাজ্যের সরকার, স্বরাষ্ট্র দফতর, পুলিশ ও নির্বাচন আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে জারি করা নির্দেশে কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, একজনও 'পলাতক অপরাধী যাতে আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে পারে তা একশো শতাংশ নিশ্চিত করতে হবে। সেইসঙ্গে, কোনও পলাতক আসামী যাতে নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারে তার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। এপ্রসঙ্গে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের এক সূত্রে বলা হয়েছে, ৫,৩৬,৯২৭ জন পলাতক আসামীর মধ্যে একাংশের মৃত্যু হয়েছে। অধিকাংশের ঠিকানায় প্রেরণ করা আদালতের নোটিশ ঠিকানার অভাবে বার বার ফিরে এসেছে।

সূত্রটির মতে, ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০০৯ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের ২৭টি জেলা তথা ৫৯টি মহকুমার বিভিন্ন থানায় দায়ের করা মোট মামলার সংখ্যা ৭,৩১,৯৩৮টি। এরমধ্যে

২,৪৭,১১৮টি মামলার অভিযোগনামা পুলিশ ইতিমধ্যেই আদালতে দাখিল করেছে এবং আরও ১,৯১,৩৬১টি মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন পুলিশ তৈরি করেছে বলে দাবি করলেও কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। অন্যদিকে ২,৯৩,৪৫৯ টি মামলার তদন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে থাকার পাশাপাশি ওই সময়সীমার মধ্যে দায়ের করা ৩৪,৪১৩টি মামলার তদন্ত এখনও শুরু হয়নি। সূত্র মতে, গত দশ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় দায়ের করা ৭৩১,৯৩৮টিমামলার মধ্যে ৪,৩৯,৬৬০ টি মামলা ফৌজদারি এবং বাকিগুলো দেওয়ানি। দেওয়ানি মামলাগুলোর অধিকাংশই জমি-বাড়ি সম্পর্কিত বিবাদের মামলা।

অপরাধমূলক মামলাগুলোর মধ্যে ১৯৯৯ সালে ৩৯,৯৪৫টি, ২০০০ সালে ৩৭,৬২৭টি, ২০০১ সালে ৩৯০৩৮টি, ২০০২ সালে ৪০, ২৯১টি, ২০০৩ সালে ৪১,৭৯৯টি, ২০০৪ সালে ৪১,২৬৭ুট, ২০০৫ সালে ৪৪,৫০৩টি, ২০০৬ সালে ৪৭,১৮১টি, ২০০৭ সালে ৪৮,৯৬৭টি এবং ২০০৮ সালে ৫৪,৮৪০টি মামলা বিভিন্ন থানায় রুজু করা হয়। সূত্রে আরও বলা হয়েছে, ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় দায়ের করা মামলার সংখ্যা ৪, ১৯৩টি। ২০০৮ সালে রাজ্যে সংঘটিত ৫৪,৮৪০টি মামলার মধ্যে, ১,৪০৫টি হত্যাকাণ্ড, ১,৪১৯টি বলাৎকার, ২২১৯টি অপহরণ,

(এরপর ৮ পাতায়)

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত

মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলী (অবঃ)

বাংলাদেশে বি ডি আর-এর বিদ্রোহ সমাপ্ত হয়েছে। বহু বি ডি আর জওয়ান পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেছে। চক্রান্তকারী নেতাদের প্রায় সবাইকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি তদন্ত কমিটি গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকলকে ক্ষমা করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু যেভাবে ঠান্ডা মাথায় সামরিক বাহিনীর অফিসার এবং তাদের পরিবার- বর্গকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের মরদেহ লোপাট করা, নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া এবং গণকবরে সমাহিত করা হয়েছিল তা ক্ষমার অযোগ্য। তাদের বিচার হবে এবং তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

কিন্তু আজ সকলেই জানেন, বেতন ভাতা, রেশন এবং সামরিক অফিসারদের দুর্নীতির কারণে এই বিদ্রোহ হয়নি। এই বিদ্রোহের নেপথ্যে কিছু দেশদ্রোহী এবং বিশেষ করে বর্তমান সরকারের বিরোধী মৌলবাদী গোষ্ঠীদের দিকেই সন্দেহের তীর। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট যখন বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন, তারপর থেকেই প্রায় ১৫ বছর সামরিক শাসনে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে কণ্ঠরোধ করে রাখা হয়েছিল। এই সময়ে পাকিস্তানের মৌলবাদী শক্তি এবং মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রো ডলার, বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তিকে মদত জোগায়। বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। লক্ষ লক্ষ হিন্দুর নিধন, বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বুদ্ধি জীবী নেতৃত্বকে নিহত করে দ্বিতীয় পাকিস্তান সৃষ্টির প্রয়াস করা হয়েছিল। মৌলবাদী শক্তির সহায়তায় বি এন পি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু অনেকের ধারণা সামরিক শক্তির সহায়তায় যে নির্বাচন হয়েছিল তা অবাধ ছিল না। এই প্রথম সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল। ফলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অবাধ ভোটদানের সুযোগ পেয়েছেন। আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসেছেন। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সমস্ত মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছেন তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়ার দাবি, বহুদিন বাংলাদেশের মানুষ করে আসছেন। এবার হাসিনা সরকার সংসদে ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার প্রস্তাব পাস করেছেন। সরকারের নীতি হিসাবে বাংলাদেশের মাটি থেকে মৌলবাদ সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা হবে। কোনও বিদেশী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। বাংলাদেশকে এক প্রগতিশীল ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে। এই সমস্ত বিষয়েই পদক্ষেপ গ্রহণে জামাত সহ বহু মৌলবাদী সংগঠন এবং সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সদস্যরা প্রমাদ গুণছেন। ফলে যেন তেন প্রকারেণ এই সরকারকে ভেঙ্গে দিয়ে আর একবার বাংলাদেশে গণতন্ত্রের হত্যা করার পরিকল্পনা চলছে। তারই একটা প্রয়াস হিসাবে বি ডি আর বিদ্রোহকে বাংলাদেশের মানুষ দেখছেন। শেখ হাসিনার দূরদর্শিতা দৃঢ়তা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার জন্যই ঘটনা দেশব্যাপী একটা বড় ধরনের অরাজকতায় পরিণত হতে পারেনি। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিপদ এখনও কাটেনি। চক্রান্তকারীরা বারবার এই সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়ার প্রয়াস করবে।

শেখ হাসিনা চট্টগ্রামে অস্ত্র আমদানীর বিষয়েও নতুন করে তদন্ত আরম্ভ করেছেন। উলফা নেতা পরেশ বড়ুয়া নিজে সেখানে উপস্থিত ছিল এবং বাংলাদেশের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবং পুলিশের উঁচুমহলের নেতারা এই প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলেন। আরও অনেক তথ্য উদঘাটিত হচ্ছে। অথচ বছরের পর বছর এই সরকার অস্বীকার করে এসেছে ভারতের কোনও সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছেনা। ফলে এই তদন্তে যারা জড়িত তারা বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করবে সেটাই স্বাভাবিক। আই এস আই বাংলাদেশে তাদের মজবুত অবস্থান সহজে ছাড়বে না। বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাঙ্গালী চিন্তাধারা বাংলাদেশ থেকে তারা বিলোপ করতে চায়। পূর্ব পাকিস্তানের আমলে তারা জোর করে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস করছিল। সমস্ত বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করেছিলেন, বুকের রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে ছিলেন।

বি ডি আর–এর বিদ্রোহ দমনে বাংলাদেশী সেনারা।

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি", আজ ওই দিনটি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস রূপে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই বিষয়টি বুঝতে হবে, পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশও তাই। কিন্তু পাকিস্তানী ইসলামিক রাষ্ট্রে একটা ধর্মীয় কট্টরতা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে সেই কট্টরতা ছিল না। ছিল বাঙ্গালিয়ানা। বাঙ্গালীরা কোনওদিনই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষও ধর্মীয় উদারতায় বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, মধুসূদন, নজরুলের সাহিত্য কোনও ধর্মের মানুষের রচনা কেউই চিন্তা করেন না, সে শুধুই বাংলা সাহিত্য, বাংলা সংস্কৃতি। ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তারা বাংলাদেশে ভারত বিরোধী পাকিস্তানী কট্টরপন্থী পরিবেশ দেখতে চায়। ভারতে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশের সহজ পথ বর্তমানে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত। ফলে কট্টরপন্থী বাংলাদেশ পাকিস্তানী আই এস আই-এর পক্ষে সহায়ক। বঙ্গবন্ধুর নিধনের পর থেকে আই এস আই চক্রান্ত এবং মধ্য প্রাচ্যের অর্থ ব্যবহার করে বাংলাদেশে পাকিস্তানের পুরাতন বন্ধুদের দ্বারা সেই প্রয়াস করে চলেছে। এমনকী ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীরাও তাদের আশ্রয়, অর্থ, অস্ত্র এবং প্রসাদ পেয়েছেন। সম্প্রতি সুন্দরবনের কাছে ভোলায় বৃটিশ সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারি সংগঠনের (এন জি ও) পরিচালিত একটি মাদ্রাসায় বহু আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের শুধু সরকারই নয় প্রধানমন্ত্রীও ব্যক্তিগতভাবে টার্গেট হয়ে রয়েছেন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আজও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হয়নি। প্রতিদিনই মানুষ এপার ওপার করছেন। বাংলাদেশি ধরা পড়লে বাংলাদেশ তাদের ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করছে। সাজাপ্রাপ্ত অনুপ্রবেশকারীরা সাজার মেয়াদ শেষ করেও জেলে রয়ে গিয়েছে। প্রতিদিনই আই এস আই চর এবং হুজির সন্ত্রাসবাদীরা সীমান্তবর্তী জেলায় ধরা পড়ছে। আর কতজন ধরা পড়ছে না, সে সংখ্যাও কম নয়। এদের বেশির ভাগই পাকিস্তানে প্রশিক্ষিত। একাধিক পাসপোর্টধারী এবং বহু অর্থের মালিক। ভারতের নানা প্রান্তে সন্ত্রাসের ঘটনায় তাদের জড়িত থাকার তথ্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকে অস্ত্র বিস্ফোরক চালান করেছে। অনেকে উচ্চশক্তির বোমা প্রস্তুতে সিদ্ধ হস্ত। ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিটি অঞ্চলে আই এস আই তাদের সুপ্ত সেল সৃষ্টি করে এই অনুপ্রবেশকারীদের সহায়তা গ্রহণ করছে। নতুন নতুন সন্ত্রাসের ঘটনার পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যস্ত রয়েছে। ভারতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ কী ধরনের ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে সীমান্তবর্তী জেলাগুলি এবং রাজ্যের অন্যত্র একবার ঘুরে আসলেই বোঝা যায়। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি নির্বিকার। কারণ তাদের নির্বাচনে জয়লাভ করতে ভোট চাই এবং এইসব অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার হিসাবে তালিকায় নাম তুলতে তারা সচেষ্ট। কে বাংলাদেশী এবং কে ভারতীয় বিচার করার তেমন চিন্তা তাদের নেই। কিসসা শুধুই কুর্সিকা। এমতাবস্থায় বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ভারতের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুর মতো প্রতিবেশী হতে আগ্রহী। শেখ হাসিনা দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আঞ্চলিক টাস্কফোর্স গঠনের কথাও বলেছিলেন। বিএনপির খালেদা জিয়া বিরোধিতা করেছেন, নৈব নৈব চঃ। অর্থাৎ যে প্রকল্পে ভারত অংশগ্রহণ করবে তা তাঁদের সহ্য হবে না। ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা প্রয়োজন। শক্তিশালী সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকার শুধুমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকদেরই অশেষ কল্যাণ করবে তা নয়, দক্ষিণ এশিয়ার আই এস আই তথা পাকিস্তানের সমস্ত চক্রান্ত নির্মূল করার পথও প্রশস্ত করবে।

ভোট দিতে পারবেন না

(৭ পাতার পর)

৩১৪টি ডাকাতি, ৫৬৮টি চুরি ও ৩১১৭টি ঠগ-প্রবঞ্চনার মামলা।

২০০৮ সালের 'আর্মস অ্যাক্ট'-এর অধীনে দায়ের করা মামলার সংখ্যা ৪১৩টি। নির্বাচন কমিশনের সূত্রে জানানো হয়েছে, গত দশ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় দায়ের করা ৪,৩৯,৬৬০টি অপরাধমূলক মামলার মধ্যে গুয়াহাটি মহানগরীর বিভিন্ন থানায় ১০,৭২৬টি অপরাধমূলক মামলা রয়েছে। ওই মামলায় অভিযুক্ত ৬৩২৭ জন অপরাধীর মধ্যে ৪৩২২ জনকে পুলিশ পলাতক আসামী হিসাবে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকা ৫,৩৬,৯২৭ জন ভোটারের মধ্যে ৪৩২২ জন গুয়াহাটি মহানগরীর বিভিন্ন থানায় দায়ের করা মামলার অভিযুক্ত পলাতক আসামী। সূত্রে প্রকাশ, পলাতক আসামীরা যদি শীঘ্রই পুলিশ অথবা আদালতের কাছে আত্মসমর্পণ না করে, তবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ওই সমস্ত ভোটার রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করা থেকে বঞ্চিত হবেন। অর্থাৎ তাদের ভোটাধিকার খর্ব করা হবে।

জিতলে এলাকায় হাসপাতাল বানাবেন দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থী দীপক চৌধুরী

বিশেষ সংবাদদাতা ।। জিতলে এলাকায় একটা উন্নত মানের হাসপাতাল বানিয়ে দেবেন — বলছেন দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দীপক চৌধুরী। ১৫ বছর ধরে মালদা জেলা আদালতে ওকালতি করছেন তিনি। আর ছাত্রজীবন থেকেই বিজেপির সমর্থক। তাঁর মতে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল বলতে একমাত্র বিজেপিকেই বোঝায়। মালদহে এই এলাকায় গঙ্গা ভাঙনই বড় সমস্যা। প্রতিবছর গঙ্গার ভাঙন হচ্ছে। কালিয়াচক ২ নং ব্লক, মানিক ব্লকের অধিকাংশ এলাকাই গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে গেছে। এ সমস্যারও সমাধান করতে চান তিনি। জেলার মানচিত্রে

দীপক চৌধুরী

১৪৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল কিন্তু এখন ১৪৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত। ঝাউবনগ্রাম পঞ্চায়েতটি তলিয়ে গেছে জলের তলায়। গঙ্গা ভাঙনরোধ কর্মসূচীর টাকা নয় ছয় হচ্ছে। বর্তমান কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেন খান চৌধুরি তাঁর এম পি কোটার টাকার এক নয়া পয়সাও উন্নয়নের জন্য খরচ করেননি। এলাকার মানুষ আবার তাই পরিবর্তন চাইছেন বলে জানিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী।

কালিয়াচকের সুজাপুর এলাকা সন্ত্রাসবাদীদের করিডর হয়ে উঠছে বলে মনে করেন তিনি। দিনের পর দিন কালিয়াচক থেকে জাল নোট উদ্ধার হচ্ছে। এলাকার রাস্তা ঘাটের অবস্থাও খারাপ। মহদীপুর সড়কটি দীর্ঘদিন বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। বহুগ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছায় নি।

বিভীষিকাময় নিঃসঙ্গ এক মৃত্যু উপত্যকা

অর্ণব নাগ ।। মায়াময় এক মায়াবী উপত্যকা। সাধারণভাবে এখানকার জমি রুক্ষ, অনুর্বর। তবে সেই অনুর্বরতাকে ছাপিয়ে উঠে এসেছে অনুন্নয়ণ। বিগত কয়েক দশকের পাক সরকারের যাবতীয় অবহেলা আর অবজ্ঞার বিরুদ্ধে যেন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে উপত্যকাটি। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কারণেই শুধু নয়, ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি আর কৃষ্টির অপরূপ মেলবন্ধন ঘটিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুস্থানের সুমহান ঐতিহ্যকে নতুন আঙ্গিকে বিশ্বের দরবারে উন্মোচন করার কথা ছিল নিঃসঙ্গ সেই উপত্যকার। সেই নিঃসঙ্গ উপত্যকার নাম সোয়েত উপত্যকা। পাক ও আফগান তালিবানদের মিলনে যা এখন সন্ত্রাসবাদের নয়া ঠিকানা। পাক সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে এবং ওবামা প্রশাসনের ভুল নীতিতে যে সন্ত্রাসবাদের আন্তর্জাতিক বিপণন সাধিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। নিজেরা কাঁচের ঘরে বাস করে অন্যকে ঢিল ছোঁড়া যে কতটা বিপজ্জনক তা পাকিস্তান এতদিনে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। একদা ভারত-বিরোধী কার্যকলাপে মদতদানই ছিল পাক রাষ্ট্রধর্ম। শুধুমাত্র জিন্নার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সাধ মেটাতে এবং আপাদমস্তক ভারত-বিরোধিতার কারণে যে রাষ্ট্রের জন্ম তা অস্বাভাবিক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল জন্ম লগ্নেই। তবে স্বাধীনতা উত্তর দীর্ঘ দু'দশক ধরে একাধিক সেনা অভ্যুত্থানের ঘটনা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, রাজনৈতিক নেতাদের নোংরামি, বংশানুক্রমিক রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রয়াস সেই অস্বাভাবিকতাকে আরও বর্ধিত করে রাষ্ট্রটিকে বর্তমানে অস্তিত্বের সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু এই সঙ্কটগ্রস্ত পাকিস্তান শুধুমাত্র উপমহাদেশের ক্ষেত্রেই নয়, তামাম দুনিয়ার সামনেই নতুন বিপদের বার্তা বয়ে এনেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার ৯/১১ এবং ভারতের ক্ষেত্রে ২৬/১১-এর মতো ঘটনা পুনরায় সংঘটিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফ. বি. আই এবং এ দেশের গোয়েন্দাবাহিনী।

সোয়েত উপত্যকায় সৃষ্ট এই কট্টরপন্থাকে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের দৃষ্টিতেই পর্যালোচনা করলে চলবে না, বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা ও কৃষ্টির বুকে যে নিদারুণ আঘাত নেমে আসছে তার প্রেক্ষিতটাও কিন্তু এখানে বিচার্য। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত এই প্রদেশকে ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ভিত্তিভূমি বলা যায়। ঐতিহাসিকদের গবেষণায় সোয়েত এবং পার্শ্ববর্তী দিব, কলস এলাকাই প্রাচীন আর্যভূমি। ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ভাষা এখানে কথা বলে! বছর চারেক আগে লেখিকা অ্যালিস আলবিনিয়ার আগমন হয়েছিল এই অঞ্চলে। সেখানে সবুজ টুপি পরা এক বালক তাঁকে গুহায় জমা জল দেখিয়ে বলল, 'এখানে মৈন্ডক লাফায়!' মৈন্ডক? অ্যালিস ঠিক বুঝতে পারলেন না। বালক ইশারা করে দেখাল, ব্যাঙ! অ্যালিস বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। মৈন্ডক মানে তাহলে মণ্ডুক। সংস্কৃত ভাষায় যার অর্থ ব্যাঙ। (সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ০৯)

লেখিকা অ্যালিসের অভিজ্ঞতা অন্তত বলে কৃষ্টির এই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দৈনন্দিন জীবনের আঙ্গিকে বিরলতম ঘটনা। তামাম দুনিয়া আজ একমত যে সোয়েত উপত্যকা সেই একদা খ্যাত উড্ডীয়ান। যেখানকার মানুষদের মুখের সংস্কৃত উচ্চারণ উন্নীত হয়েছিল শিল্পের পর্যায়ে। সোয়েত উপত্যকায় ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে এদিকে-সেদিকে। ষাটের দশকে সোয়েতের মিঙ্গোরা প্রদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান চালিয়ে আবিষ্কৃত হয় এক প্রাচীন বৌদ্ধ স্তুপ। সাঁচী স্তুপের মতোই যার সাতটি স্তর। বর্তমানে পাক-আফগান সীমান্তের সোয়েত রেশম পথ ছিল একদা বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম কেন্দ্র। যার দরুণ চল হয়েছিল মৈত্রেয়ী বুদ্ধের। যার নমুনা পাওয়া যায় সেখানকার যাদুঘরে। যেখানে রয়েছে বহু প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্তি। প্রতিটি মূর্তিই গান্ধার শিল্পকলার অনন্য উদাহরণ। এখানকার কারিগরদের দিয়েই খরোষ্ঠী শিলালিপি লিখিয়েছিলেন সম্রাট অশোক। যার অজস্র নমুনা ছড়িয়ে রয়েছে তক্ষশিলা, মানসেরা বা সাওয়াজগরহি শহরে। কয়েক দশক আগে পাকিস্তানের পুরাতত্ত্ব বিভাগ সোয়েতে কিছু প্রাচীন সমাধি খুঁজে পায়। যেগুলি পাথরে তৈরি। কার্বন ডেটিং-এ দেখা যায়, এগুলি খৃষ্ট জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর আগেকার অর্থাৎ প্রায় ঋকবেদের সমসাময়িক। এই অকাট্য প্রমাণ হাজির করেই বলতে হচ্ছে এই সোয়েত উপত্যকা ঋকবেদে বর্ণিত হয়েছিল 'সুবাস্তু' বা ভাল বাসযোগ্য ভূমি নামে। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে কণিষ্কের কুষাণ সভ্যতার ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে এই ভূমি।

ভারতীয় কৃষ্টির এই ইতিহাসকে এখন সেখানে মুছে দিয়ে উগ্র মৌলবাদসিক্ত কট্টরপন্থার তালিবানি প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে। পাঁচ বছর আগেও সোয়েত উপত্যকার বুটকারা গ্রামের পাহাড়ে সপ্তম শতাব্দীতে তৈরি প্রায় সাত মিটার উঁচু মৈত্রেয় বুদ্ধের ধ্যানরত মূর্তি শোভা পেত। তালিবানরা

গত দেড় বছরে এই উপত্যকায় নিহত হয়েছেন প্রায় দেড় হাজার মানুষ, গৃহহীন ও পলাতকের সংখ্যা সব মিলিয়ে পাঁচ লক্ষ। মাত্র সাড়ে তিন হাজার তালিবানী সেনা বিপুল সাফল্যের সঙ্গে হটিয়ে দিয়েছে প্রায় বারো হাজার পাক সৈন্যকে। আফগানিস্তান থেকে বাস ওঠার পরে আফগান তালিবানদের নতুন ঠিকানা এখন সিন্ধু নদের ধারে মালাকান্দ-সাংলা-বুনের-কলসদির ইত্যাদি এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠা পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সোয়েত উপত্যকা।

এখানকার ক্ষমতা দখল করার পর বার্মিয়ানের বুদ্ধ মূর্তির মতোই গুঁড়িয়ে দিয়েছে সেই বুদ্ধ মূর্তি, ডিনামাইটের সাহায্যে। গত দেড় বছরে এই উপত্যকায় নিহত হয়েছেন প্রায় দেড় হাজার মানুষ, গৃহহীন ও পলাতকের সংখ্যা সব মিলিয়ে পাঁচ লক্ষ। মাত্র সাড়ে তিন হাজার তালিবানী সেনা বিপুল সাফল্যের সঙ্গে হটিয়ে দিয়েছে প্রায় বারো হাজার পাক সৈন্যকে। আফগানিস্তান থেকে বাস ওঠার পরে আফগান তালিবানদের নতুন ঠিকানা এখন সিন্ধু নদের ধারে মালাকান্দ-সাংলা-বুনের-কলসদির ইত্যাদি এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠা পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এই সোয়েত উপত্যকা।

আসলে এখানকার তালিবানদের দশা অনেকটা ভারতের মাওবাদীদের মতোই। ভারতে মাওবাদীরা যেমন এলাকাগত অনুন্নয়নের সুযোগ নিয়ে সেই এলাকায় জাঁকিয়ে বসেছে তেমন তালিবানরাও নিয়েছে এখানকার অনুন্নয়নের সুযোগ। এখানে না আছে কোনও হাসপাতাল, না আছে গুণগত মানের কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জীবন-যাত্রার মান এখানে অনেক নেমে গেছে। সাধারণ মানুষের এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়েই ২০০৭ সালে মৌলনা ফজলুল্লার নেতৃত্বে তালিবানরা দখল করে সোয়েত ভ্যালি। কাবুলের দখল একটা সময় বকলমে আমেরিকার হাতে যাওয়ার পরে পায়ের তলার মাটি দ্রুত সরে যায় আফগান তালিবানদের। পাক-তালিবানদের সঙ্গে আঁতাতে প্রয়াসী হয় তারা তখন থেকেই। ২০০৮ সাল নাগাদ 'তেহরিক ই তালিবান' পাক সরকারের সঙ্গে এক চুক্তিতে অঙ্গীকার করে যে, 'ফেডারলি অ্যাডমিনিস্টার্ড ট্রাইবাল এরিয়াজ' অঞ্চলে আফগান তালিবানদের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে দায়িত্ব নিচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু তা যে মূলত পাক সরকারকে নিষ্ক্রিয় করে অর্ন্তঘাতের প্রয়াস তা এতদিনে প্রমাণিত।

যাই হোক, পাক তালিবান ও আফগান তালিবান এই দুই রাহু-কেতুর মিলনে লাগামহীন মৌলবাদী দৌরাত্ম্য শুরু হয়ে যায় সোয়েতে। তালিবানেরা পুড়িয়ে দেয় শ'খানেক বালিকা বিদ্যালয়, নিষিদ্ধ হয় মেয়েদের চলা ফেরা। বোরখা পরিধান আবশ্যিক করা হয়, পুরুষদের জন্য আবশ্যিক হয় দাড়ি ধারণ এবং টুপি পরিধান। দৌরাত্ম্য এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যে প্রকাশ্যে চাবুক মারা হয় এক মহিলাকে। সোয়াতে কোনও কালে আইনের শাসন বলে কিছু ছিল না। সভ্য জগতের কোনও আলোকরশ্মি কস্মিনকালেও এসে পড়েনি এই উপত্যকায়। ফলে তালিবানীদের ভূমিকাটা সোয়েতবাসীর কাছে অনেকটা রবীন হুডের মতোই হয়ে যায়।

অগত্যা পাক সরকার গত ১৬ ফেব্রুয়ারি তালিবানদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হয়। আপস এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টির নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রাদেশিক সরকার, তালিবানপন্থী তেহরিক-ই-নিফাজ-ই শরিয়তই মহাম্মদির নেতা মৌলনা সুফির, সোয়েত উপত্যকা জুড়ে শরিয়তি আইন চালুর আবদারও মেনে নেয়। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়! শান্তি চুক্তির ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই হিংসা বিধবস্ত ওই রক্তমাখা উপত্যকায় খবর করতে যাওয়া জিও টিভির সাংবাদিক মোসা খানসেলকে গুলি করে হত্যা করে তালিবানিরা। পরে নৃশংসভাবে তাঁর গলা কেটে দেওয়া হয়। এই ঘটনা মনে করিয়ে দেয় সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লকে। যিনি আল-কায়দার সঙ্গে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই-এর সম্পর্ক নিয়ে খবর করতে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। তাঁকে ২০০২ সালে জানুয়ারিতে করাচিতে অপহরণ করে পরে মোসার মতো একইভাবে গলা কেটে খুন করা হয়। যাই হোক, মোসার মৃত্যু কিন্তু তালিবানদের সঙ্গে শান্তি চুক্তির যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দেয়। এর মাসখানেকের মধ্যেই তালিবানী নেতা মৌলানা সুফি মহম্মদ ফতোয়া জারি করে বলেন, 'এখন থেকে সোয়েত শুধুই শরিয়তি আইন চলবে।' সাতজন কাজিকে ইতিমধ্যেই সেখানকার ইসলামি আদালতে নিয়োগ করা হয়েছে। ওখানে জেলা ও দায়রা বিচারক আয়াজ খান ছাড়াও আইন দফতরের যে অফিসার, অতিরিক্ত বিচারক ও বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটরা রয়েছেন, তাঁরা কেউই আদালতে যেতে পারছেন না। তাই কাজ হারিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে সেখানকার আইনজীবীরা।

আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়ে জারদারি প্রশাসন ঘোষণা করেছিল সোয়েতে কোনও 'শান্তি চুক্তি'তে স্বাক্ষর করেনি প্রশাসন, যা করেছে তা নেহাতই এক 'পরীক্ষামূলক শান্তি প্রক্রিয়া'। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের তালিবান কম্যান্ডার মৌলনা ফজলুল্লার শ্বশুর সুফি বলেন যে শরিয়তি আইন পুরোদস্তুর কার্যকর না হলে সোয়েতে শান্তি ফেরা অসম্ভব। সোয়েত থেকে শিবির তুলে আইন শৃঙ্খলার আরও অবনতির হুমকি দেন তিনি। এই চাপের মুখে গত ১৪ এপ্রিল সেখানে শরিয়তি আইন চালুর আনুষ্ঠানিক সম্মতি দেন পাক প্রেসিডেন্ট জারদারি। তার আগেই অবশ্য পাক ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি এই আইনে তাদের সীলমোহর বসিয়ে দিয়েছিল।

সবচেয়ে যেটা ভয়ের ব্যাপার, কাবুলেও ক্রমশ দৌরাত্ম্য বাড়ছে তালিবানদের। ২১ বছরের এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধে ১৯ বছরের তরুণী আর তাঁর প্রেমিককে গুলি করে মারে তালিবান জঙ্গিরা। ওবামা প্রশাসনের একের পর এক ভুল নীতি ক্রমশ সহায়ক হচ্ছে তালিবানদের। তালিবানি উপদ্রব ঠেকাতে ওবামা প্রশাসনের ক্রমাগত পাকিস্তানকে মদত যুগিয়ে যাওয়া পক্ষান্তরে অনুপ্রাণিত করছে জঙ্গিদের। সেই জঙ্গিদের ভারত বিরোধিতায় ভোটের সময় কাশ্মীর তো বটেই, সারা দেশ জুড়ে নাশকতামূলক কাজকর্মের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে গত ২৯ মার্চ, ভারতের ওয়াগা সীমান্ত থেকে মাত্র ১২ কিমি দূরে লাহোরে পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্পে হামলার ঘটনার পর এই সম্ভাবনাকে আর মোটেই অমূলক বলা যাচ্ছে না। তালিবানি নেতা বায়তুল্লা মেহমুদ হুমকি দিয়েছেন লাহোরের পর ওয়াশিংটনে এ ধরনের ঘটনা ঘটাবেন বলে। পাকিস্তানে এ বছরের গত কয়েক মাসে প্রায় দু'ডজন তালিবানি হানার ঘটনা ঘটেছে। ইতিপূর্বে তালিবানী হানায় প্রাণ দিতে হয়েছিল প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোকে। অতি সম্প্রতি রেড অ্যালার্ট জারি হয়েছ ইসলামাবাদে। তাই সব মিলিয়ে বলা যায়, হয়ত কালের প্রতিশোধে সভ্যতার ধাত্রীভূমির করাল গ্রাসে মানবসভ্যতা।

আমি হিন্দু, আমি গর্বিত

আমি হিন্দু আমি গর্বিত — এই বক্তব্য সঞ্জয়-মেনকা পুত্র শ্রীমান বরুণ গান্ধীর। উত্তরপ্রদেশ পিলভিটের নির্বাচনী সভায় দাঁড়িয়ে তিনি আরও বলেন, গত কয়েক বছরের উক্ত রাজ্যে প্রচুর গো-হত্যা হয়েছে। অনেক মহিলার শ্লীলতাহানি হয়েছে। সারা দেশে ফিদায়েন হামলায় হাজারো লোক অসহায়ের মতো নিহত হয়েছে। তা আর সহ্য করা হবে না। মূলত আতঙ্কবাদীদের উদ্দেশ্য করে হাত কেটে নেওয়ার কথা বলেন বরুণ। যে কোনও মূল্যে এই অন্যায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদের ঢঙে প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের কথা বলেন বলে নির্বাচন কমিশন ক্যাসেট দেখে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে বলেনি। কংগ্রেস ম্যানেজাররা পূর্বেই ক্যাসেট করিয়ে নির্বাচন কমিশনে জমা করেন। বরুণ গান্ধী অবশ্যই ক্যাসেটকে doctroed বলে ওই বক্তব্য অস্বীকার করেন। যদিও কমিশন তা মানতে চাননি। গ্রেপ্তার হওয়ার সময় অবশ্য ব.দ্দ. চ্যানেলে আমি যে বক্তব্য শুনেছি তাতে বরুণ বলেছেন, "হমারা জেল জানেসে আপ লোগো কো হিম্মত পয়দা হোতা হ্যায় তো হাম তৈয়ার হ্যায়"। অসংখ্য লোক জড়ো হয়ে জেলের চারপাশে ভীড় করে স্লোগান ও ইঁট-পাটকেল ছোড়ে। পুলিশের লাঠি চলে। কিন্তু মায়াবতী ওই সামান্য গন্ডগোলের জন্য বরুণের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কেস তুলে নিয়ে পরে ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ করে মুলায়েমের মুসলিম ভোট টানতে চান।

ইতিমধ্যে মায়াবতী ৭ জন নাম করা খুনী ক্রিমিনালকে টিকিট দিয়ে মুলায়মকে টেক্কা দিয়েছে। কিন্তু রাহুল গান্ধীর কোনও লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না। বরুণের অন্তত তার কেন্দ্রে তো লাভ হবেই কেননা পিলভিটের বর্তমান এম পি বরুণের মা মানেকা গান্ধী ছেলের জন্য কেন্দ্রটি ছেড়ে দিয়েছেন। বিজেপির ইস্তাহারেও রামরাজ্য গড়ার (গান্ধীজীর) দাবি করে কংগ্রেসকে ট্রম্ভপ্তপুন্ধস্খন্দ্ব ছুঁড়ে দিয়েছে। কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় বসে তখন রাষ্ট্রপতি সহ সমস্ত সাংবিধানিক পদে যথা নির্বাচন কমিশনার, সি বি আই, রাজ্যপাল সর্বত্র তাদের পেটোয়া লোক নিয়োগ করে। এটা প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকে চলে আসছে। কংগ্রেস রাজ্যপাল দ্বারা প্রথমেই কেরলে সিপিএম সরকার ভেঙ্গে দিয়েছিল। পরে পশ্চিম বাংলায় রাজ্যপাল ধর্মবীর-কে দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার ফেলে দেয়। কম্যুনিস্টরা যতই চেষ্টা করুক কোনও দিন জাতীয় দল হতে পারবে না। কেননা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমার্থক। এখনকার কংগ্রেসও তার একূল-ওকূল দু'কুল হারাতে চলেছে। পাকিস্তানের Talibanisation অনিবার্য। এখন থেকেই সারা বিশ্ব ব্যবস্থা না নিলে সর্বনাশ। তাই প্রথমেই যেকোনও মূল্যে স্ড্রব, ড্রহুণ্ণঢ, ত্রঢন্তঢ ইত্যাদি যে নামই হোক এক একজন মূর্তিমান তালিবান। ফাজিল, কাফিল যতই শিক্ষিত হোক তাদের উদ্দেশ্য এক। শতধাবিভক্ত কংগ্রেস আজ নকল গান্ধী পরিবারের বিদেশী বধূর কব্জায়। আর এক বিদেশী আদর্শে বিশ্বাসী কম্যুনিস্ট দল তাকে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে ও নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করছে। তবে এবার গান্ধী পরিবারের স্বদেশী বধূ তাঁর পুত্র বরুণকে সামনে এনেছেন রাহুল-এর বিরুদ্ধে।

আমার মনে পড়ছে বরুণের পিতা সঞ্জয় গান্ধীর অকাল দুর্ঘটনায় মৃত্যু না হলে তিনিই প্রধানমন্ত্রী হতেন। রাজীব কখনও রাজনীতিতে ছিলেন না। সঞ্জয় একা জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধীর পাশে থেকে সামাল দিয়েছেন। মনে পড়ছে জন্ম নিয়ন্ত্রণ আইন হলে হিন্দুরা তা সহজেই মেনে নেয়। কিন্তু মুসলিমরা তা মানতে চায় না। তাই এক সময় সঞ্জয় তার লোক দিয়ে দিল্লীর মুসলিম বস্তি ভেঙ্গে তাদের বিতাড়িত করেন। তবে বরুণ আর এক হিন্দুত্ব Poster Boy হতে চলেছে।

বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা।

বরুণ গান্ধী ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র

উত্তরপ্রদেশের পিলভিট নির্বাচন কেন্দ্রে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী মানেকা গান্ধীর পুত্র বরুণ গান্ধীকে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয় সুরক্ষা আইনের প্রয়োগ করেছেন। তাঁর বক্তৃতার ক্যাসেটটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কাঁট-ছাঁট করা হয়েছে এবং বক্তব্যকে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি। কোনও যুক্তিতেই জাতীয় সুরক্ষা আইন তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায় না। তাহলে মুম্বাই বিস্ফোরণে জীবিত কট্টর মুসলিম জঙ্গি কাসভের বিরুদ্ধে মনমোহন সিং-এর সরকার জাতীয় সুরক্ষা আইন জারি করালো না কেন? কলকাতার ইমাম যখন তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে বিপজ্জনক ও ঐক্য ও সংহতি বিরোধী মন্তব্য করলেন, তখন তাঁকে জাতীয় সুরক্ষা আইন আটক করা হলো না কেন? আসলে বরুণ গান্ধীর রাজনৈতিক উত্থান স্তব্ধ করার জন্য সোনিয়ার পরোক্ষ নির্দেশে মায়াবতী বরুণকে বিনা বিচারে অগণতান্ত্রিকভাবে ও আইন বহির্ভূত উপায়ে আটক করলেন। ঐ আইন শুধু সন্ত্রাসবাদীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বরুণ গান্ধী কি সন্ত্রাসবাদী যে তাঁকে এতো কঠিন শাস্তি দিতে হবে? অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দিতে হবে যাতে নির্বাচনে চ্ণ্ণত্ন প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে! বরুণ গান্ধীর মানসিকতা ও বীরত্বকে বাহবা জানাই।

অধ্যাপক আশিস রায়, বি. গার্ডেন হাওড়া-৩

ভোট-জোট-ঘোঁট

মিহির কুমার সেনগুপ্ত

জ ন ম ত

মমতা বন্দোপাধ্যায়ের শর্ত মেনেই কংগ্রেস জোট করায় খুব চটেছে সি পি এম এর রাজ্য নেতারা। এই জোটকে অর্থহীন প্রমাণ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে এই সিপিএম। বুদ্ধ বাবু বলেন, 'ওরা জোট করেছে। ওরা অর্থাৎ কংগ্রেস এবং তৃণমূল। তার মানে কংগ্রেসের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। ওদের নেতাদের দেখে লজ্জা হয়। আর কর্মীরাও নিজেদের নেতাদের নিয়ে লজ্জিত। পাশাপাশি প্রকাশ কারাত দশ দলের জোটকে তৃতীয় শক্তি এবং এক আদর্শ ঐতিহাসিক জোট বলে জাহির করছেন। কারাত এবং তার অন্যান্য শরিক দলের কে কত নীতিবাদী গত ত্রিশ বছর ধরে মানুষ তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। কারাতের দশ দলের জয়ললিতা, মায়াবতী, চন্দ্রবাবু নাইডুর রাজনৈতিক ভাবমূর্তি যে কত পরিচ্ছন্ন সেটা জানতে ভারতবর্ষের আর কারো বাকি নেই। তার উপর দলিত নেত্রী মায়াবতীর রাজনৈতিক আসরে যখন তখন ডিগবাজি, রহস্য ও সাসপেন্স তৈরি করতে যিনি সিদ্ধহস্ত সেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বি এস পি-কে এই বিকল্প জোটে পেতে হলে তাকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করতে হবে। এদিকে এবার একজন মারাঠা প্রধানমন্ত্রীর দাবি তুলে শারদ পাওয়ার ইতিমধ্যেই লড়াইতে অবতীর্ণ হয়েছেন। আবার ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ ১১ বছরের সঙ্গীকে ছেড়ে তৃতীয় ফ্রন্টে যোগ দেওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা করেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে সিপিএম-এর সুবিধাবাদী রাজনীতি এতোটাই প্রকট হয়ে পড়েছে যে নিজেদের অবস্থান কোনও সিদ্ধান্তের সপক্ষে গ্রহণযোগ্য তার যুক্তি দেওয়া এই দলটির আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের গুরুত্ব বোঝাতে কান্ডজ্ঞান লোপ পাচ্ছে। ক্ষমতা ভোগ করতে এবং জাতীয় রাজনীতিতে ভেসে থাকতে সি পি এম এমন কোনও আপস নেই যা করেনি।

প্রথম থেকেই অবাম দলগুলোর বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করাই এস ইউ সি-র ঘোষিত নীতি। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘোরতর সিপিএম বিরোধিতা, এই ব্যাপারটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে ক্রমশ। অথচ এস ইউ সি একটি কট্টর স্তালিনবাদী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দেয়। কিন্তু কট্টর স্তালিনবাদী দল সি পি এম-এর সঙ্গে মতাদর্শগত বিভেদ তৈরি হওয়ায় বামফ্রন্ট ছাড়ে, নিশ্চই কোনও স্বার্থের ব্যাঘাত হয়েছিল বলে। কিন্তু তারপর মমতা পরিচালিত দক্ষিণপন্থী দল তৃণমূলে যোগ দেয়।

তৃণমূল জোটের জোটসঙ্গী আবার সোনিয়া গান্ধী পরিচালিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। মমতা একথা ভাল করে বুঝেছিলেন যে কার্যকর বিরোধী জোট করতে গেলে কংগ্রেসকে পাশে দরকার। সেই কারণেই তিনি বিজেপি-র সঙ্গ ছাড়তেও দ্বিধা করেননি। মমতা এটা বুঝেছেন, কার্যকর বিরোধী জোট করে এ রাজ্যে জোটের নেত্রী হিসাবে যদি আত্মপ্রকাশ করতে পারেন এবং জোট যদি ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য ফল লাভ করতে পারেন তাহলে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তার সুফলটুকু তিনিই ভোগ করবেন।

এতদিন মানুষ কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন নেতা-নেত্রীদের গুণ দেখে নয়, তাদের কাজ দেখেও নয়, কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন দলটির আগেকার ঐতিহ্য, ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিকা এবং সর্বভারতীয় প্রভাবের কথা মাথায় রেখে। কিন্তু দিন তো বদলেছে। গত কয়েক বছর এ রাজ্যের রাজনীতি বদলেছে কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা সেটা বুঝেও বুঝতে চান না। সিঙ্গুর আন্দোলনের সময়ে তাপসী মালিক, রিজয়ানুর কাণ্ড-এর সময় মমতা যখন বিচার চেয়ে রাজ্য জুড়ে প্রচার চালাচ্ছিলেন, কোথায় ছিল সেই পুরানো ঐতিহ্য, কোথায় ছিল সেই ধর্মনিরপেক্ষতার কালচার? দু'বার এই কংগ্রেসকে বাঁচালেন শিবু সোরেন। প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও শিবু সোরেন-কে ঘুষ দিয়ে তার সরকার টিকিয়ে রাখলেন। আবার চলতি সরকার কেমন করে টিকে আছে তাও কারো অজানা নয়। শিবু সোরেন সাধারণের কাছে বলেই ফেলেছেন, বিপদে পড়লেই তার দলের সাহায্য দরকার হয় কংগ্রেসের এবং তা তিনি করেও থাকেন। তা হলে কোথায় কংগ্রেসের ঐতিহ্য, কোথায় গেলো সর্বভারতীয় প্রভাব?

ক্রমশ বিজেপির অবস্থাও শোচনীয় হতে চলেছে। গত ১২ বছরের সঙ্গী নবীন পট্টনায়ক কীভাবে শেষ মুহূর্তে ওড়িশায় বিজেপি-কে ডুবিয়ে ছাড়লেন। শুধু বিহার আর ওড়িশায় নয় — নানা রাজ্যেই দেশের এই রাজনৈতিক শক্তি তাদের এই জোটসঙ্গীদের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে চলেছে। বিজেপিও ব্যতিক্রম নয়। দিল্লী দখলের লক্ষ্যে আঞ্চলিক দলগুলোর সঙ্গে জোট বাঁধার অতিরিক্ত নির্ভরতার মাসুল এবার গুণতে হচ্ছে বিজেপি-কেও।

গোটা দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় বহু রাজ্যেই প্রধান দুই রাজনৈতিক দল স্রেফ জোটসঙ্গী আঞ্চলিক দলগুলোর দয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে। আবার কোনও কোনও জায়গায় জোট না হয়ে আসন সমঝোতা হয়েছে মাত্র। এই রাজনৈতিক দলগুলোর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। ভোটের আগে দলের সঙ্গে দলের শক্ত গাঁটছড়া বেধে রাখতেও এখন আর আঞ্চলিক দলগুলো তেমন আগ্রহী নয়। যাতে ভোটের পর দর কষাকষির করার একটা বাড়তি সুযোগ পাওয়া যায় সেদিকেই তাদের আগ্রহ বেশি এবং এই লক্ষ্যেই প্রধান শক্তির আসন যতটা কমিয়ে নিয়ে নিজেদের আসন বাড়ানো যায় সেই চেষ্টাই করে যাওয়া। তার ফলেই প্রধান জাতীয় দলগুলো এই ভোট যুদ্ধে ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। আঞ্চলিক দলের উপর চূড়ান্ত নির্ভরতার ফলে বড় জাতীয় দলের অস্তিত্ব রাখাই মুস্কিল হয়ে পড়ছে। ফলে আঞ্চলিক দলগুলোর নিজেদের রাজ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার প্রবণতা আস্তে আস্তে দেখা দিচ্ছে।

আমাদের এই ভারতে দ্বিজাতিতত্ত্বের ধর্মীয় ভিত্তি মেনে নিয়ে দেশকে তিন ভাগ করতে আমরা বাধ্য হয়েছি, পূর্বভারতে কয়েকটি রাজ্য এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। উত্তর বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতা তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। ভারতবর্ষের ১০০ বছর পরাধীন থাকার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তখন ভারতবর্ষে আলাদা আলাদা রাজ্যের অস্তিত্ব।

এখনও পর্যন্ত এ দেশে এক সংস্কৃতি। আর এই সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে সব অঞ্চলের উপর। আর সংস্কৃতির কারণেই এই বিচিত্র বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশ এক, রাষ্ট্র বা জাতি এক । এখনও যদি আমরা সচেতন না হয় এবং যদি আঞ্চলিক বিভাগ রাজনৈতিক বিভাগে পরিণত হয় তবে দেশ আবার টুকরো হয়ে পৃথক পৃথক রাষ্ট্র হতে বাকি থাকবে না। বিদেশী শক্তি যার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে।

আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদী দল বা পার্টি বলতে দুটি। একটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং আর একটি ভারতীয় জনতা পার্টি, এতে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। এই দুটি দল যদি নিজেদের মধ্যের সব বিভেদ ভুলে একত্র হয় ভারতমায়ের সেবায় নিয়োজিত হয় তাহলে আমার বিশ্বাস — ভারতের কোনও অশুভ শক্তি আমাদের ক্ষতি করতে পারবেই না, বিদেশের কোনও শক্তি আমাদের সমকক্ষ হতে পারবে না! আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে ভোটের ঠিক আগে বিশেষ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে খোশামোদ ও তোষণ করবার প্রবণতা প্রত্যেক দলেরই, লজ্জাকর প্রতিযোগিতা চলে। ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। এর পরিণতি নিশ্চয়ই ভাল নয়। আমি আশা করি এর ফলে এই লজ্জাকর প্রবণতা কমবে আর সংখ্যালঘিষ্ঠরাও প্রকৃত ভারতবাসী হতে বাধ্য হবে।

শোকসংবাদ

গত ৪ এপ্রিল তাম্রলিপ্ত জেলার তমলুক নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা নগর সম্পর্ক প্রমুখ অশোক সিংহের মাতা আশালতা সিংহ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর। এক পুত্র ও পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন। স্বয়ংসেবকদের তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করতেন।

✠ ✠ ✠

পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের হুগলী জেলার সভাপতি শৈলেশ্বর সিংহ রায় গত ১৪ মার্চ পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর। এই সংগঠনের তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

✠ ✠ ✠

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার কর্মী তপন কাহার-এর মাতৃদেবী সুন্দরী কাহার গত ৮ এপ্রিল পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বৎসর। স্বামী, চার পুত্র ও নাতি-নাতনীদের তিনি রেখে গেছেন।

✠ ✠ ✠

গত ২রা এপ্রিল বালুরঘাট শিবাজী শাখার তরুণ শিক্ষক শম্ভু দাস পরলোকে গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১৭ বছর। তার ছোট ভাই বিশ্বজিৎ দাস ওই শাখারই শিশু শিক্ষক।

বিচিত্র ভারত বিচিত্র উপাসনা

দেবতার উপাচার যেখানে ঘন্টা ও ঘড়ি

সোমনাথ নন্দী

চিরদিনই বিচিত্র এই দেবভূমি ভারতবর্ষ। এখানকার জনগোষ্ঠী, প্রকৃতি বৃক্ষ-লতাবিতানে আছে বৈচিত্র্যের প্রতিভাস। যেমন দেখা যায় সংস্কৃতি, উপাসনার মধ্যে নানা বর্ণময়তা। সেইজন্য কবি তাঁর কাব্যিক ছন্দে ফুটিয়ে তুলেছেন এদেশের রূপময়তাকে — নানাভাষা নানামত নানা পরিধান / বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান। এই কারণেই সম্প্রতি বিভিন্ন বিদেশী বৈদ্যুতিন চ্যানেলে এ দেশের অভিধা হয়েছে — 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া' বা বিস্ময় ভারত। কোনও কোনও জায়গায় বলা হচ্ছে কালারফুল ইন্ডিয়া বা বর্ণময় ভারত।

বাস্তবে উক্ত অভিধাগুলি অমূলক বা অতিরঞ্জনে আবৃত নয়। দেশের অধিকাংশ মানুষ সত্যই জানেন না প্রথাগত আরাধনা ব্যতিরেকে এমন সব দেবস্থান আছে যেখানে পূজার পদ্ধতি ও উপাচার অবাক করার মতো। অথচ ভক্তরা জানেন বা বিশ্বাস করেন দেবতার তুষ্টির জন্য ওই বিশেষ উপাচারই নির্দিষ্ট।

ধরা যাক বরোদার (গুজরাট) নন্দশ্রী চৌকরির পীরবাবার কথা। শিরডির সাঁই বাবার মতো তিনিও ক্রমশ বিখ্যাত হয়ে উঠছেন। তাঁর শরীর থাকাকালীন সময়ে হিন্দু-মুসলমান শিখ প্রভৃতি সকল ভক্ত তাঁর প্রেমের পরশ পেতেন। দেহাবসানের পর তাঁর মাজার হয়ে উঠে সকল সম্প্রদায়ের ভক্তদের কাছে আস্থার কেন্দ্র। তাঁর প্রসিদ্ধি এখন ঘড়িবাবা হিসাবে। বাবার সমাধির ওপর ফুলের আস্তরণ তো পড়েই। তবে বাবার বিশেষ পছন্দ ঘড়ি। তাই বাবার মাজারের দেওয়াল ভর্তি হয়ে উঠেছে কয়েক শ' ঘড়িতে। অবশ্যই মানত পূরণের জন্য অর্পিত এসব ঘড়ি।

বাবার কাছে ভক্তরা আসেন জীবনে সময়ানুবর্তিতা অর্জন মানসে। যাঁরা সময়ে কাজ করতে পারেন না বা কর্মস্থলে সময় ঠিক রাখতে পারেন না, তাঁরা বাবার কাছে মানত করে আশ্চর্য ফল পেয়েছেন, শোনা যায়। এমনকী হাইওয়ের ট্রাক, বাস ও গাড়ি চালকরা সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য বাবার কাছে প্রার্থনা করেন।

বাবার এই মাজারের তত্ত্বাবধায়ক এক হিন্দু ভক্ত, হরিভাই প্যাটেল। তিন পুরুষ ধরে তাঁরা বাবার মাজার রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। বলা যায় ১৫০ বছর ধরে। হরিভাইয়ের বক্তব্য বাবাকে উৎসর্গ করা ঘড়ি কেউ নির্মাল্যরূপে পেলে তাঁর সময়জ্ঞান হবে অসাধারণ।

এতো গেল পশ্চিম ভারতে ঘড়ি বাবার কথা। এবার আসি পূর্ব ভারতে তথা উত্তরপূর্বাঞ্চলে আর এক দেবতার কথায়। যেখানে দেবতার কাছে মানত পূরণের জন্য নিবেদন করা হয় ঘন্টা। এই ঘন্টা বাবার থান হল আপার অসমের অখ্যাত গ্রাম বোরডুবিতে। স্থানীয় নাম তিলিঙ্গ মন্দির। অসমীয়াতে তিলিঙ্গ মানে ঘন্টা। তাই উক্ত পরিচিতি। মন্দিরের দেবতা বলতে বৃহদাকার একটি অশ্বত্থ গাছ। তাতে ঝুলছে হাজার হাজার ঘন্টা। বলা চলে সারা ভারতে এ ধরনের মন্দির অতি দুর্লভ।

মন্দিরের অবস্থান অদ্ভুত পরিবেশে। একটি চা-বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে উক্ত অশ্বত্থ গাছটি। চারধার ঘেরা ইঁটের পাঁচিলে। সামনে প্রশস্ত অঙ্গন। বৃক্ষরূপী দেবতার দেহ আবৃত পিতল, তামা, ব্রোঞ্জ ও অ্যালুমিনিয়ামের নানা আকারের ঘন্টায়। তাছাড়া প্রাঙ্গণে পোঁতা আছে নানা ধরনের ত্রিশূল। সম্ভবত সাধু ভক্তরা মন্দিরের অলৌকিকত্বে অভিভূত হয়ে নিজ ত্রিশূল ভক্তিভরে দান করে যান।

মন্দির বিষয়ে জনশ্রুতি হল — ১৯৬৩-তে কিছু রমতা সাধু বোরডুবি গ্রামে আসেন পরিব্রাজন কালে। অশ্বত্থ গাছের নীচে আসন স্থাপন কালে গাছের কোটরে দেখতে পান একটি শিবলিঙ্গ। তারা শিবলিঙ্গের পূজা করেন। সে সূত্রে স্থানীয় মানুষরাও সেখানে পূজাপাঠ শুরু করেন। কিছু মানুষ মানত পূরণের জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে ঘন্টা দান শুরু করেন। তারপর থেকে শুরু হয়ে যায় দেবতার প্রসন্নতা অর্জনের জন্য ঘন্টা বাঁধা। একথা জানালেন মন্দিরের বর্তমান পূজারী অশ্বিনীজী। অশ্বিনীর কথায় মন্দিরে ভক্তদের নিবেদিত ঘন্টার সংখ্যা বর্তমানে লাখের মতো। সমর্থন করলেন হরিয়ানার গুরুগাঁও হতে আসা এক ভক্ত রামেশ্বর পূজারা। বললেন এটা সর্বাধিক ঘন্টাওয়ালা মন্দির। রামেশ্বর প্রায়ই আসেন এখানে ব্যবসা আরম্ভের প্রাক্কালে ও পুরানো ব্যবসাপাতি ভাল হওয়ার জন্য। অধুনা গৌহাটির বাসিন্দা বিহারাগত রাজকুমার সিংয়ের অভিজ্ঞতা

পরম্পরা

বিস্ময়কর। তাঁর মা দীর্ঘদিন দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী। বাড়িতে তিনি ভাড়াটে হিসেবে থাকতেন, তার মালিক একদিন রাজকুমারকে সন্ধান দিলেন ঘন্টা মন্দিরের। রাজকুমার মন্দিরে তাঁর কথামতো ঘন্টা মানত করাতে ফল পেলেন হাতে-হাতে। মা সুস্থ হয়ে উঠলেন দীর্ঘ রোগ ভোগের পর। এবার তিনি এসেছেন ভাইয়ের চাকরির মানত করতে। বিশ্বাস এবারও তিনি বাবার কৃপা পাবেন। সাধারণ ভক্তরা তো আছেনই। দেশে নির্বাচনের দামামা বেজে উঠলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা আকণ্ঠ আশা ও ইচ্ছা নিয়ে ছুটে আসেন এই ঘন্টা বাবার মন্দিরে। তা তিনি গুজরাট, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা বা অসমের ভোট প্রার্থী হন। ঘন্টা হাতে তাঁদের ছুটতে হয় অসমের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই মন্দিরে। বিশ্বাস — ঘন্টা বাবা পার করেগা।

মিউজিক থেরাপিতে রোগ নিরাময় সম্ভব

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

যে কোনও অসুখে ওষুধের থেকেও মিউজিক থেরাপি যে ম্যাজিকের মতো কাজ করতে পারে, সে কথা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। সম্প্রতি অপারেশন থিয়েটারে অপারেশনের আগে ও পরে মিউজিক থেরাপির গুরুত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছেন, চিকিৎসকরা বিশেষতঃ বিদেশের চিকিৎসক। প্রখ্যাত সার্জেন ডাঃ ক্লিভ-এর কথায়, রোগীর উদ্বেগ দূর করতে সাহায্য করে মিউজিক। নিউইয়র্কে ডাঃ ম্যাথুলি মনে করেন, অপারেশন থিয়েটারে রোগীর আরোগ্য ত্বরান্বিত করতে মিউজিকের কোনও বিকল্প হয় না। শুধু চিকিৎসকরাই নন, দীর্ঘদিন ধরে যারা সঙ্গীত সাধনা করে আসছেন তাদেরও একই মত। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ও সুরকার প্রাণতোষ কর্মকারের কথায়, সঙ্গীত বা সুরের বিকল্প নেই, দীর্ঘদিন ধরে সঙ্গীতের সাধনা করে আসছি বলেই এ বয়সেও কোনও অসুখ -বিসুখের বালাই নেই। মন সব সময় স্ফূর্তিতে থাকে। কখনও ক্লান্তি বা একঘেয়েমি লাগে না। হোমিওপ্যাথিও এই সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আমরা যত সভ্য হচ্ছি আমাদের রোগ যন্ত্রণা ততই বাড়ছে। অনেক রোগ আবার অ-নিরাময় যোগ্য হয়ে উঠেছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জনক মহাত্মা হ্যানিম্যান বলেছিলেন মন থেকে রোগ হয়। যখন তিনি একথা বলেছিলেন তখন অনেকেই বিশ্বাস করেননি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান জানিয়েছে, যদি আমরা মানসিক অশান্তিতে ভুগি তাহলে আমাদের পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষরণ কমে বা বেড়ে গিয়ে আলসার হতে পারে অর্থাৎ মানসিক যন্ত্রণার কারণ শরীরে প্রতিফলিত হয়। 'মন'-কে সুস্থ ও সংযত রাখতে সঙ্গীত বা গানের বিশেষ ভূমিকা আছে। গানের সুরে বা বাজনার ছন্দে অসুস্থ শরীর কিংবা মন ভাল হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটিকে এক কথায় বলা হয় মিউজিক থেরাপি। শরীরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুরের কী অপরিসীম প্রভাব পড়তে পারে সে সম্বন্ধে বড় সুন্দর করে বলেছেন সমালোচক আশিস খোকার। হাতে কলমে একটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। 'অ্যাকোয়ারিয়ামে ভর্তি লাল নীল সবুজ মাছগুলোকে মিউজিক সিস্টেমে গান চালিয়ে শোনানো হয়েছিল। দেখা গেল সুরের ছন্দে মাছগুলো তালে তালে চলছে। এখন মনে রাখতে হবে, মাছেরা কিন্তু শুনতে পায় না, তাহলে তাদের চলার ছন্দ বদলাল কী করে? সুরের কম্পনে, ওই কম্পন জলে মিশে মাছগুলোর চলার গতি পরিবর্তন করেছিল। মাছেদের ক্ষেত্রেই যদি এই হয়, তাহলে মানুষ তো শুনতে পায়, তার মস্তিষ্কের সুরতরঙ্গ কী অসাধারণ কাজ করতে পারে তা তো সহজেই অনুমেয়। মহিশূরের দত্তা পীঠমের প্রধান পুরোহিত স্বামী গণপতি সচ্চিদানন্দ সঙ্গীতকে চিকিৎসা এবং ধ্যানের মাধ্যম হিসাবে গণ্য করে সেই অনুযায়ী তার ব্যবহারকে পাল্টে দেখেছেন, চিকিৎসাকল্পে সুর বিস্তারে আকাশতত্ত্ব ও নাম ধ্বনির সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ সুরে শ্রোতাদের মনে আধ্যাত্মিক অনুভূতি আসে এবং তাতে রোগ নিরাময়ের লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। মানসিক বিশ্রাম তথা ধ্যানের সহায়করূপে সঙ্গীত ও সুরের গুরুত্ব দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

মিউজিক থেরাপির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে সাম্প্রতিককালে যোগ হয়েছে অপারেশন থিয়েটারের সাফল্য। ওষুধের থেকেও কোনও অসুখে মিউজিক থেরাপি যে ম্যাজিকের মতো কাজ করতে পারে, সে কথা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। সম্প্রতি অপারেশন থিয়েটার ও অপারেশনের আগে ও পরে মিউজিক থেরাপির গুরুত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছে বিশেষতঃ বিদেশের চিকিৎসকমহল। ক্লিভল্যান্ডের প্রথাগত সার্জেন ডাঃ ক্লিভ ন্যান পরিস্কার বলেছেন, 'রোগীর উদ্বেগ দূর করতে সাহায্য করে মিউজিক। নিউইয়র্কের ডাঃ ম্যাথুলি মনে করেন 'অপারেশন থিয়েটারে রোগীর আরোগ্য ত্বরান্বিত করতে তথা যে কোনও অসুখের ক্ষেত্রে চিকিৎসা এবং হাসপাতাল ছাড়ার দিন ত্বরান্বিত করতে মিউজিকের কোনও বিকল্প হয় না। বহু ক্ষেত্রেই অপারেশন রুমে অপারেশন চলার সময় হালকা মিউজিক চালালে রোগীর অপারেশনের ধকল অনেকটা কমে যায়।

শিশুদের ক্ষেত্রেও মিউজিক অত্যন্ত কার্যকরী — এ ব্যাপারে আশ্চর্য এক আবিষ্কার করেছেন অ্যাটলান্টা জর্জিয়ার পিয়েডমন্ট হাসপাতালের প্রসূতি ও শিশু বিভাগের ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটের চিকিৎসক শোয়াটেজ। তিনি দেখিয়েছেন, মাতৃজঠরে শব্দস্তর আশি থেকে পঁচানববই ডেসিবলের মতো থাকে। জন্মের পর বাইরের পৃথিবী শিশুটির কাছে অনেক শান্ত। হঠাৎ করে শব্দ বৈষম্য অনেক সময় শিশুর মানসিক গঠনকে এলোমেলো করে দিতে পারে। ব্যাঘাত ঘটতে পারে তাদের স্বাভাবিক আচরণে, ঘুমে। ডাঃ শোয়ার্টেজ এক অদ্ভুত উপায় বার করলেন।

তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভশব্দ এক উচ্চক্ষমতার মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে রেকর্ড করে তার সঙ্গে হাল্কা মিউজিক সৃষ্টি করলেন। তারপর সেটি প্রয়োগ করলেন তাঁর নিজের শিশুর উপর। ওই নতুন ধরনের আওয়াজে শিশুটি কোনও চেষ্টা ছাড়াও ঘুমিয়ে পড়ে বেশ কিছুটা সময়।

ক্যান্সার রোগীদের কষ্টকর কেমোথেরাপি নেওয়ার সময় পরীক্ষা করে দেখা গেছে মিউজিক কষ্ট লাঘবে সাহায্য করে — এটা প্রমাণিত। এই আলোচনা থেকে বুঝতে বোধ হয় অসুবিধা হচ্ছে না যে স্বাস্থ্য রক্ষায় সঙ্গীতের বিশেষ ভূমিকা আছে।

কর্মের প্রান্তরে

বোধকথা

স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ

নির্জন, নিঝুম, নিস্তব্ধ অরণ্যের জনমানবহীন রাস্তা। একাকী দিশাহারা উদাস মনে চলেছে পথিক। শ্রান্ত ক্ষুধিত পথিক আরও একটু এগিয়ে যায়। হঠাৎ দেখতে পায় তিনটি ফলের বাগিচা।

পথিক করুণ সুরে বাগানের প্রহরীকে বলে, প্রহরী! আমাকে বাগানে প্রবেশ করতে দাও, বড় ক্ষুধার্ত আমি। দু-চারটা ফল খেয়ে ক্ষুধা মেটাতে চাই।

প্রহরী বলে, পথিক, ওই যে দেখছ না একটা ঘর, ওখানে মালিক বসে আছে। তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে এসো, পরে ফল খাবে।

মালিক নিজের বসার আসন পরিত্যাগ করে পথিককে নিয়ে আসে বাগানের দরজার কাছে। মালিক বলে, এখানে তিনটি বাগান আছে। প্রথম বাগানের ফল অত্যন্ত সুস্বাদু এবং মিষ্টি। দ্বিতীয় বাগানের ফল কষা এবং টক। তৃতীয় বাগানের ফল যারপর নাই তিক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত। তুমি কোন্ বাগানের ফল খেতে চাও? পথিক বলে, আমি মিষ্টি ফলই খেতে চাই। মালিক বলে, তবে আমার কথার উত্তর দাও, পরে ফল খাবে। মালিক প্রশ্ন করে, তুমি খুব সুন্দর, তাই না? পথিক মনে ভাবে, আমি ছাই সুন্দর, সে জন্য সারা জীবন সুন্দরকে হিংসা করে এসেছি। পথিক নিরুত্তর। মালিক আবার প্রশ্ন করে, তুমি খুব দয়ালু তাই না? পথিক মনে মনে ভাবে আমি তো কাউকে কোনদিন কিছু দিইনি। নিজের ক্ষমতাবলে বরং অন্যের মুখের খাবার কেড়ে নিয়েছি। চিরদিন জ্বালাতন করে মানুষকে তিক্ত করেছি। পথিক নির্বাক। মালিক পুনর্বার প্রশ্ন করে, তুমি খুব সেবাভাবী মানুষ, তাই না? পথিক মনে মনে বিচার করে আমি তো কাউকে কোনওদিন সেবা করিনি। বরং গায়ের জোরে সকলকে দিয়ে আমার সেবা করিয়েছি। আমার সেবকেরা অন্যদের সেবা করতে চাইলেও আমি বাধা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি এবং ছলে বলে বিভিন্ন অত্যাচার করেছি। এবারও পথিক নিরুত্তর।

মালিক বলে, পথিক! এই নাও চাবি। এই একটা চাবিতে তিনটি তালা খুলে যায়। তোমার ইচ্ছামতো ক্ষুধা নিবারণ করো।

পথিক প্রথমে মিষ্টি ফলের বাগানের তালা খোলার চেষ্টা করে, কিন্তু তালা খুলতে পারে না। দ্বিতীয় বাগানের কাছে যায়। সেটাও খুলতে পারে না। অবশেষে তৃতীয় তালার কাছে যায়। তৃতীয় বাগানের তালা খুলে যায়। ক্ষুধার কাতর পথিক অসহায় অবসন্নভাবে একটি ফল পেড়ে খাওয়ার জন্য মুখে দেয়। কিন্তু স্বাদহীন এই ফল এত তিক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত অখাদ্য যে ক্ষুধার্ত পথিক এক টুকরাও খেতে পারলো না। হায়রে বিধাতা!

মালিক মৃদু হাস্যে বলে, পথিক! সারা জীবন ক্ষমতাবলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অত্যাচার করেছ মানুষের প্রতি। ক্ষুধার্ত মানুষের মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছ অন্ন। সবাইকে অসহনীয় যন্ত্রণা দিয়েছ। তিক্ততায় ভরে দিয়েছ আশ্রিত মানুষের মন। এই জগতে ভগবানের সংসারে সবাই কর্মফলানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে, এটা বিধাতার নিয়ম। তাই ফিরে যাও পথিক। মর্ত্য ভুবনে। শুভকর্ম করো, মানুষের দুঃখ দূর করো, সৎ পথে চলো। পবিত্র জীবন যাপন করে পরে এখানে এসে দেখবে তুমি কত সুন্দর, কত মহান। তখন ওই মিষ্ট ফলের বাগানের চাবি আমার কাছে চাইতে হবে না। আপনিই তা খুলে যাবে তোমার পবিত্র কর্মের করস্পর্শে এবং তুমি প্রাণ ভরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটাতে পারবে।

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর।।

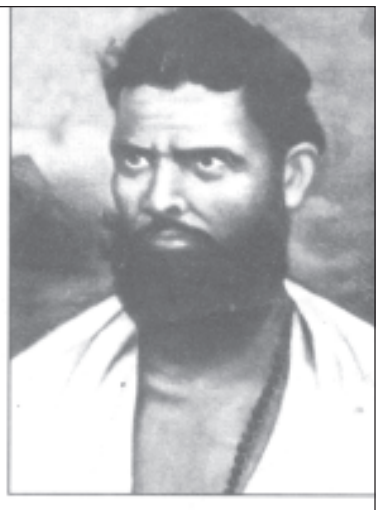

১৯৫৪ সালে ৫ হাজার টাকার নোট চালু করেছিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। ১৯৭৮ সালে তা বাতিল করে মোরারজি দেশাই সরকার। বাতিল কাগজের টুকরো হিসেবেও আজকাল চোখে পড়ে না। বরং সেই বিরল নোটের একটি মুম্বইয়ের নিলামে বিক্রি হল ৬ লাখ টাকায়! রাশিচক্রের ছবি-সমেত জাহাঙ্গিরের একটি স্বর্ণমুদ্রার দাম উঠল ৭৯ হাজার টাকা।

◆ ◆ ◆

সম্প্রতি ৪৫ জন যাত্রী নিয়ে একটি বিমান দক্ষিণ আমেরিকার অ্যান্ডিজ পর্বতমালায় ভেঙে পড়ল। জল খাদ্য পোষাক ছাড়াই ৭২ দিন বেঁচে ছিলেন মাত্র ১৬ জন। তাঁদের মধ্যে দু'জন প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যাত্রী বেঁচে থাকার জন্য মৃত সহযাত্রীদের মাংস খেতেও দ্বিধা করেনি। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ৭২ দিন কাটানোর পরে তাঁদের উদ্ধার করা হয়।

◆ ◆ ◆

কথায় বলে, জুটি তৈরি হয় স্বর্গে। জয়পুর নিবাসী সুনীল আর বন্দনারও বোধ হয় প্রবাদটা জানা ছিল। তাই বিয়ের কথা উঠতেই মাথায় খেলে গেল 'আকাশ বিয়ে'র এক অভিনব পরিকল্পনা। বিমানে নয়, হেলিকপ্টারেও না। বেলুনে চড়ে মাটি থেকে শ'দুয়েক ফুট উঁচুতে উঠে আক্ষরিক অর্থেই মেঘের দেশে গিয়ে গাঁটছড়া বাঁধলেন তারা, ভালবেসে আকাশ ছুঁলেন দু'জনে। বেলুনে চড়লেন পুরুত মশাইও। মাঝ-আকাশেই মালাবদল আর সিঁদুর দান। জয়পুরেরই এক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা এই বিয়ের আয়োজক খরচ পড়েছিল ১০ লক্ষ টাকা। তবে কিনা বেলুনের মধ্যে জায়গার অভাব থাকায় উড়ন্ত অবস্থায় 'সাতপাকে বাঁধা'র রীতি পালন করা যায়নি। সেটা অবশ্য করা হয়েছে পৃথিবীর মাটিতে!

◆ ◆ ◆

বিশ্বে মিনিটে ১০ জন, ঘন্টায় ৫৭০, প্রতিদিন ১৩,৫০০ জন এবং বছরে ৫০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন ধূমপান করে। ভারতে ৫০ লক্ষাধিক।

◆ ◆ ◆

১৯০৯ সালে জেম্‌স স্কট নামে এক বৃটিশ নাগরিক সৈনিকদের তেষ্টা মেটানোর জন্য এমন একটি টুপি আবিষ্কার করেছিলেন, যার মধ্যে বৃষ্টির জল জমা হত, আর তার সঙ্গে থাকত একটি পাইপ ও একটি কাপ। এই টুপি যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিকদের মাথা ঠান্ডা রাখার পক্ষেও উপযোগী ছিল।

চিত্রকথা ।। অমর শহীদ মহান বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে ।। ১

বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে

বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে-র জীবন যেন বিপ্‌-বের এক জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। ১৮৭৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর সারা দেশ যেন এক হতাশার কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল। ফাড়কে সেই হতাশার মেঘে যেন বিদ্যুতের বিচ্ছুরণ। এই বছর তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। সেই উপলে(ে ই তাঁর জীবনী-নির্ভর এই চিত্রকথার প্রকাশ। — স্বঃ সঃ

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

➢ শিক্ষক ঃ বলতো, শীতকালে কেন উত্তরের পাখিরা এদেশে উড়ে আসে?

➢ ছাত্র ঃ এতটা পথ হেঁটে আসতে কষ্ট হয়তো তাই।

◆ ◆ ◆

➢ বাবা ঃ তোর ডান কানটা দিন দিন বড় হয়ে যাচ্ছে কেন রে? এটা নিশ্চয়ই একটা রোগ। কাল তোকে একজন ই এন টি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

➢ ছেলে ঃ বাবা, তার চেয়ে বরং মাষ্টারমশাইকে বলে দিও, এখন থেকে তিনি যেন আমার বাঁ কানটা মলেন।

◆ ◆ ◆

➢ ছাত্র (পরীক্ষার হলে) ঃ স্যার তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর তো এখন দেওয়া যাবে না!

➢ স্যার ঃ কেন, কী অসুবিধে?

➢ ছাত্র ঃ মহাত্মা গান্ধীর ওপর আলোকপাত করব কেমন করে, টর্চ আনিনি তো!

◆ ◆ ◆

➢ গিন্নি ঃ ওগো, ওঠ ওঠ ভূমিকম্প হচ্ছে। এক্ষুণি বাড়ি ভেঙে পড়তে পারে।

➢ কর্তা ঃ পড়ুক বাড়ি ভেঙে, আমরা তো ভাড়াটে।

◆ ◆ ◆

➢ ডাক্তার ঃ আপনার পেটটা আবার কাটতে হবে। কারণ, পেটের ভেতর কাঁচিটা রয়ে গেছে।

➢ রোগী ঃ দরকার নেই ডাক্তারবাবু, বিলের সঙ্গে কাঁচির দামটাও না হয় ধরে নেবেন।

◆ ◆ ◆

➢ টুকু ঃ মা আমার মনে হয় আদিম যুগেই আমার জন্মানো ভাল ছিল।

➢ মা ঃ কেন, হয়েছে কি?

➢ টুকু ঃ তাহলে এত ইতিহাস পড়তে হত না।

— *নীলাদ্রি*

মগজচর্চা

১। বাংলা শিশু সাহিত্যের কোনও বই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এতবড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কী আছে?'

২। কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে ১৯৫২ সালে ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল?

৩। 'টিমথি' ছদ্মনামে 'ম্যাড্রাস সার্কুলেটর' পত্রিকায় ইংরেজি কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন কে?

— মাইকেল মধুসূদন দত্ত / তরু দত্ত / সরোজিনী নাইডু

৪। কোনও বিদেশি রাষ্ট্রীয় নেতা ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছর যুদ্ধ চালাতে চেয়েছিলেন?

৫। ফরাসিদের আদুরে নাম 'আয়রন লেডি' কী?

৬। 'ঘোড়া কর ভগবান' লিখে কোনও জেলফেরৎ কবি 'ঘোড়াকবি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন?

— *নীলাদ্রি*

উত্তর ঃ

১। ঠাকুরমার ঝুলি।
২। আলবার্ট আইনস্টাইন।
৩। মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
৪। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো।
৫। আইফেল টাওয়ার।
৬। আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত।

হিন্দুস্থানে খৃস্টান ও মুসলিমদের দল গঠন

হিন্দুস্থানকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়াই কি উদ্দেশ্য ?

এন সি দে

খবরে প্রকাশ গত সপ্তাহে কলকাতায় খৃস্টান ও মুসলমানদের একটি নতুন সংগঠন গড়ে উঠেছে। নামটি দেওয়া হয়েছে "People for people" (জনগণের জন্য জনগণ)। অর্থাৎ সুচতুর ভাবে খৃস্টান ও মুসলমান নাম ব্যবহার করা হয়নি। যদি কিছু আত্মবিস্মৃত ও নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি দায়-দায়িত্ব এবং প্রীতিহীন হিন্দু দুর্বুদ্ধি জীবীদের দলে ভেড়ানো যায়? হিন্দুজাতির সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হচ্ছে তার অভ্যন্তরে বসবাসকারী কিছু দুর্বুদ্ধি জীবীর দল। এদের মধ্যে যারা কয়েক পাতা মার্ক্সীয় পুস্তক পড়ে ফেলেছে তারা তো আবার নিজেদের বিশ্বের একমাত্র আগমার্কা প্রগতিশীল বলে মনে করেন। তাদের প্রগতিশীলতার বহিঃপ্রকাশ শুধুমাত্র হিন্দু ধর্ম সংস্কার ও সম্প্রদায়ের বিরোধিতায়। তারা ধর্মকে বলে আফিম। কিন্তু সেই ধর্মটি বলতে অবশ্যই বোঝায় হিন্দু ধর্ম। কারণ ইসলাম সম্পর্কে একথা বলার সাহস তাদের নেই। বললে তারা দেশ থেকে বিতাড়িত হতে পারে। কোতল হতে পারে অথবা পার্টি থেকে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও খেতাব থেকেও বঞ্চি ত হতে পারে। আর খৃস্টানদের প্রতি প্রভুভক্তি যেন রয়েই গেছে।

এইসব দুর্বুদ্ধি জীবীদের জন্য কিছু কিছু গালভরা দাবি রাখা হয়েছে। যেমন শিক্ষা, চাকুরি, স্কুল তৈরি, জল সরবরাহ, সুপরিবেশ গঠন, শিশু শ্রমিক উচ্ছেদ, নারী পাচার ইত্যাদি। কিন্তু আসল দাবি হচ্ছে ধর্মান্তর বিরোধী সব আইন তুলে নিতে হবে অর্থাৎ যথেচ্ছভাবে গরীব, নিরন্ন, অশিক্ষিত হিন্দুদের খৃস্টান ও মুসলমান বানাতে দিতে হবে। আর নিজ ধর্মে প্রত্যাবর্তন বেআইনী ঘোষণা করতে হবে। আমাদের এই তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধি জীবীরা কি এই দুটি দাবির মূল উদ্দেশ্য বোঝেন না? ঠিক নির্বাচনের আগেই বা এই সংগঠন গড়ার উদ্দেশ্য কী? সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুনীল লুকাস নিজেই তাদের উদ্দেশ্য খোলাখুলি গণমাধ্যমকে জানিয়ে দিয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্য হল এই নির্বাচনকে ব্যবহার করে তাদের মূল দুটি দাবি আদায় করা। তারা স্থির করেছে রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের প্রার্থীদের মুসলিম ও খৃস্টান ভোটের লোভ দেখিয়ে দাবি দুটি আদায়ের প্রতিশ্রুতি নেওয়া। যাতে তারা অবাধে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতে পারে।

যেহেতু হিন্দুরা অবোধ ও ভোলেভালা, তারা প্রাথমিক পর্যায়ে কখনও তাদের সমাজগত স্বার্থের কথা ভাবে না, তাই তাদের বিভ্রান্ত করা খুবই সহজ। নির্বাচনের মুখে প্রার্থীরা যাতে এইরকম আত্মঘাতী দাবি সম্পর্কে সচেতন হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই লেখা। ধর্মান্তর ও প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে কিছু ইতিহাস এবং আমাদের মহাপুরুষদের সেই সংক্রান্ত মন্তব্য আমাদের স্মরণে রাখা উচিৎ।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ স্বামীজীর মৃত্যুর পর আমেরিকায় হিন্দুত্বের বিজয় পতাকা উড্ডীন রাখার গুরুদায়িত্ব পান। সেই সময় তিনি খৃস্টান ধর্ম সম্পর্কে আমেরিকায় যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছিলেন, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ সেগুলি অনুবাদ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিল। পুস্তকটির নাম হল "হিন্দুরা যীশুখৃস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু গীর্জার ধর্মে প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন?" স্বামী অভেদানন্দ তাঁর ভাষণে অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, আসলে ভগবান যীশু যে পবিত্র হৃদয়বান ধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন,গীর্জার ধর্ম তার বিপরীত। গীর্জার ধর্ম বিশেষ একটি গ্রন্থভিত্তিক, এ ধর্ম রীতি-নীতি ও উৎসব অনুষ্ঠান মেনে চলে, আর পুরোহিত গোষ্ঠী দ্বারা চালিত হয়। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, — "গীর্জার ধর্মমত জগতে বিলুপ্ত হয়ে যেত, যদি তরবারি ব্যবহার না হত ও ধর্মের নামে নিরপরাধ ব্যক্তির রক্তপাত করা না হত।' এই তরবারি আর রক্তপাতের ধর্মমতের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন — "গীর্জার ধর্মের সর্বজনবিদিত ইতিহাস শুরু হয় যীশুখৃস্টের জীবনাবসানের ৩২৫ বৎসর পরে — মহামান্য কনস্টাইনের রাজত্বের বিংশতম বৎসরে। যখন নিসিয়ানগরে প্রসিদ্ধ ধর্মসভাটি আহ্বান করা হয়েছিল। যাঁরা এই প্রখ্যাত রোমান সম্রাটের জীবনী পাঠ করেছেন, তাঁদের স্মরণ থাকবে যে, গীর্জার ধর্মমতের সমর্থক তথাকথিত ধর্মপ্রাণ এই পৃষ্ঠপোষকের চরিত্র কতখানি বিচিত্র ধরনের ছিল। তিনি নিজের পুত্র ও পত্নী ফউস্টাকে ভিত্তিহীন সন্দেহবশে হত্যা করেছিলেন এবং নিজ শ্যালক লিসিনিয়াস ও তাঁর নিরপরাধ পুত্রকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন, অধিকন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রত্যেককে নিষ্ঠুরভাবে বধ করেছিলেন। এতৎসত্ত্বেও তিনি গ্রীক গীর্জা কর্তৃক মহাত্মা বলে স্বীকৃত হয়েছেন এবং মহাত্মা কনস্টাইন্টাইনের স্মৃতি সেখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আরও বলেন, "ঘৃণ্য প্রবঞ্চ না, রাজনৈতিক কূট-চক্রান্ত, ধর্ম বিজ্ঞানের সত্য গোপনের কৌশল, ধর্মযাজকদের পরনিন্দা প্রবণতা, অভিসম্পাত বর্ষণ ও সমাজ বিচ্যুতি করণরূপে ক্রোধের প্রকাশ, রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড, ধর্মসভাগুলিতে নির্দয় প্রাণদন্ডের আদেশ প্রভৃতির ভয়াবহ বিবরণগুলি এই কথাই প্রমাণ করে যে,গীর্জার ধর্মমত গঠন করতে এগুলিকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে। একবার দেখা যায় একটা গীর্জায় ১৩৭টি মৃতদেহ রেখে দেওয়া হয়েছে, এই কাজ করেছিল সবচেয়ে উগ্র ও নির্দয় প্রকৃতির বিশপ দলটি — তাদের যুক্তির শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হিসাবে, যে যুক্তির সাহায্যে তারা তাদের উগ্র ধর্মনিষ্ঠার প্রমাণ রেখেছিল।

গীর্জার যাজকদের ধর্মমতের উপরোক্ত বর্ণনাটি অভেদানন্দজী করেছিলেন — প্রায় একশত বৎসর আগে। কিন্তু আজও যে তা অব্যাহতই আছে তার কিছু নিদর্শন দিয়েছেন শ্রী পরমেশ চৌধুরী তার গবেষণা গ্রন্থ ''কনভেন্ট''-এ। বহু ভয়াবহ ঘটনার উল্লেখসহ তার প্রামাণ্য মূল উৎসগুলোর কিছু কিছু অংশ তুলে ধরে তিনি লিখেছেন যে, 'ক্যাথলিক গীর্জাগুলোর কর্তা-ব্যক্তিরা সন্ন্যাসিনীদের নিয়ে যা করেছেন তাতে মনে হচ্ছে কনভেন্টগুলো বা নাগরিকগুলো যেন পতিতালয়েরও অধম, বেশ্যালয়ের বেশ্যারা টাকা রোজগার করে ইচ্ছে মতো খরচা করতে পারে। এমনকী ছেলে-মেয়েও মানুষ করতে পারে। কিন্তু কনভেন্টের সন্ন্যাসিনীরা পুরোহিত শ্রেণীর সহজ ভোগ্যা। কনভেন্ট স্কুলের ফাদার, পুরোহিত শিক্ষকগুলোর অধিকাংশ যেন এক একজন মূর্তিমান শয়তান। এক একটা কনভেন্ট বা নানারি যেন এক একটা নরক। এরা যে শুধু সন্ন্যাসিনীদেরই ভোগ করে তা নয়, কনভেন্টের ছাত্রীদেরও ছাড়ে না। সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিলে সেই জীবন-ভ্রূণগুলোকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। কোনও কোনও সময় তাদের মাকেও।' এরকম ঘটনা সম্প্রতিককালে ঘটেছে কেরলে ও ওড়িশায়।

কেরলে গীর্জায় চলছে অবাধে যৌন কেলেঙ্কারি। ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছে কেরালার কোল্লাম জেলার অঞ্চ ল নামক স্থানে ডিভাইন মেরী কনভেন্টের ৬০ বছর বয়সী নান বা সন্ন্যাসিনী তৃষা টমার্স-এর ভাইপো বেণী কেরালার মহিলা কমিশনে অভিযোগ দায়ের করার পরে। তিনি অভিযোগ করেছেন যে তার আত্মীয়কে পাগল সাজিয়ে হাত-পা বেঁধে গত অক্টোবরে '০৮-এ গীর্জা চালিত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছ, যাতে তিনি কোট্টায়ামে অভয়া নামক এক সিস্টারের রহস্যজনক মৃত্যুর আসল কারণ বাইরে বলে দিতে না পারেন। ওড়িশার কন্ধমালেও রটনা করা হয়েছিল যে, হিন্দুত্ববাদীরা এক সন্ন্যাসিনীকে ধর্ষণ করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সিস্টার নানকে পাদ্রীরা প্রকাশ্যেই আসতে দেয়নি। অত্যাচারী খৃস্টান পাদ্রীদের এরকম অসংখ্য অনাচার, অত্যাচারের সাক্ষী আমাদের দেশের গরীব জনগণ। বিশেষ করে সীমান্ত অঞ্চ ল ও বনাঞ্চ লে বসবাসকারী উপজাতিগণ। বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলিতে হিন্দুদের অত্যাচারিত হওয়ার খবর খুব কমই প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতে একজন বিদেশী মিশনারী হত্যার খবর ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। আর তা এমন পরিকল্পিতভাবে করা হয় যেন হিন্দুরা খৃস্টান হত্যালীলায় মেতে উঠেছে। যদি মেতে উঠতও তাহলেও তাতে বিস্ময়বোধ করার কিছু থাকত না। কারণ তারা গীর্জার ধর্মমতের উপর এতটাই বীতশ্রদ্ধ। স্বামী অভেদানন্দ কতটা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন মানুষ ছিলেন যে, আজ থেকে একশত বছর আগে বসেও আজকের সাধনার কথা লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন, "হিন্দুদের হৃদয় হল সহানুভূতিশীল, দয়ার্দ্র, নম্র, শান্তিপ্রিয় যা আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, শুভকামনা ও প্রেমধারা শুধু মানবজাতির উপরই নয়, সমস্ত জীব জগতের উপর বর্ষণ করতে সদাই ব্যস্ত। এরূপ অবস্থায় আমরা কি বিস্ময়বোধ করবো যদি হিন্দু গীর্জার ধর্মমতের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়?

ওড়িশার কন্ধমালে আত্মত্যাগী, বনাঞ্চ লে বসবাসকারী দরিদ্র, অশিক্ষিত উপজাতিদের কল্যাণে নিয়োজিত প্রাণ লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী ও তাঁর কয়েকজন আশ্রমিকগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে — গীর্জার যাজকগণ হিন্দু উপজাতি এবং ধর্মান্তরিত উপজাতিদের পর্যন্ত বীতশ্রদ্ধা করে তুলেছিল। সুতরাং খৃস্টানদের এই হত্যাকান্ডের প্রতিক্রিয়ার ফলে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল তার জন্য কি আমরা বিস্ময়বোধ করব? না, এর দায় খৃস্টান যাজকদেরই নিতে হবে।

এখন ধর্মান্তর সম্পর্কে আমাদের মহাপুরুষদের কিছু কথা বলেই এই লেখা শেষ করব। আজ যারা দেশের ক্ষমতায় রয়েছে এবং ৬২ বছরের স্বাধীনতার ইতিহাসের বেশির ভাগ সময়টুকুই যারা দেশ শাসন করেছে তাদেরই আদর্শ পুরুষ গান্ধীজী লিখেছেন, "ধর্মপরিবর্তন এখন অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় এক ব্যবসায় রূপে পর্যবসিত। আমার মনে আছে যে, আমি মিশনারীদের এক বাজেট রিপোর্ট পড়েছিলাম। তাতে বলা হচ্ছে আগামী ধর্ম পরিবর্তন অভিযানে প্রতি ব্যক্তি পিছু কত টাকা ব্যয় হবে।"(ইয়ং ইন্ডিয়া : ২৩.৪.১৯৩১) তিনি এও বলেছিলেন যে "যদি আমার হাতে আইন করার ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি নিশ্চয়ই সমস্ত ধর্মান্তরকরণই নিষিদ্ধ করতাম।" আর স্বামী বিবেকানন্দ তো ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি হিন্দুদেরই এসব নীরবে সহ্য করার জন্য সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "প্রত্যেকদিন খৃস্টান মিশনারীরা তোমাদের মুখের উপর নিন্দা করছেন আর তোমাদের ভায়েদের ধর্মান্তরিত করছেন। তুমি এইসব সহ্য করতে পারছো কি করে? তোমার শ্রদ্ধাভক্তি কোথায় গেলো? কোথায় তোমার দেশভক্তি?'' এরকম ঢালাও হিন্দু ধর্মান্তরকরণে উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বামীজী বলেছিলেন — এখন পরিবর্তন অর্থাৎ হিন্দুদের ফিরিয়ে আনার অভিযান শুরু না করলে হিন্দুজাতি অবলুপ্ত হয়ে যাবে। এই পরাবর্তনের আর এক কট্টর সমর্থক কংগ্রেসী সেবক ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখেছেন, "যদি হিন্দু কোনও অহিন্দুকে নিজ ধর্মে সামিল করার চেষ্টা করে, তাহলে কোনও অহিন্দুর বিরোধিতা করার কোনও অধিকার নেই, কারণ সেও ওই প্রকারের কার্যে লিপ্ত।"

আজলান শাহ ট্রফিতে ভারতের রাহুমুক্তি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

মালয়েশিয়ার মাঠ সত্যিই পয়মন্ত ভারতীয় হকির সাপেক্ষে। ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয় কুয়ালালামপুরের মাটিতে ১৯৭৫-এ। ওই একবারই বিশ্বখেতাব জেতার সুযোগ বা সৌভাগ্য হয়েছে ৯ বারের অলিম্পিক সোনাজয়ীদের। তারপর চারবার সুলতান আজলান শাহ টুর্ণামেন্ট এসেছে ভারতের জিম্মায়। এরমধ্যে একবার কুয়ালালামপুরে, বাকি তিনবার ইপো শহরের বুক থেকে এই খেতাব তুলে নিয়েছে ভারতীয়রা। অন্তত ভারতের মুখ চেয়ে যদি আন্তর্জাতিক হকি সংস্থা বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিসহ সব ধরনের বড় মাপের আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্টের আসর মালয়েশিয়ায় বসতো?

তাহলে কি ইপোর মাঠেই শাপমোচন বা রাহুমুক্তি হল ভারতীয় হকির? গত দু-তিন বছর ধরে শুধুই ব্যর্থতা, হতাশা, অন্ধকার। ভারতীয় সিনিয়র, জুনিয়র দলকে ঘিরে শুধু নৈরাজ্যের নিঃশব্দতা। চারিদিকে বেহাগ রাগের করুণ সুর, বোধহীন শূন্যতা। একের পর এক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে ভারতীয় হকি সংস্থা ভেঙে দেওয়া থেকে শুরু করে অ্যাড-হক কমিটির হাতে দেশের হকি পরিচালনার ভার ন্যস্ত করার মধ্যেই ধরা পড়ে কি ধরনের অচলাবস্থার করালগ্রাসে আটকে ছিল খেলোয়াড়রা। তার থেকে অন্তত কিছুটা হলেও মুক্তির আস্বাদন পেয়েছে তারা এই অ্যাড হক কমিটির দৌলতে।

প্রাক্তন অলিম্পিয়ানদের নিয়ে গঠিত এই অ্যাড হক কমিটি একটা নির্দিষ্ট নীতি নিয়ে সংগঠন ও প্রশাসন চালাচ্ছে। দেশের সেরা খেলোয়াড়রা অন্তত সাম্প্রতিক ফর্মের ভিত্তিতে জাতীয় দলভুক্ত হচ্ছে। আর একই টিম ধরে রাখার নীতির সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। তারা দায়িত্ব নেওয়ার পর গত কয়েকমাসে বেশ কয়েকটি দেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলেছে ভারত। তারপর এই ইপোর টুর্ণামেন্ট। সব ক্ষেত্রেই মোটামুটি একই টিম খেলেছে। কোচ ও অন্যান্য সাপোর্ট স্টাণ্ড অপরিবর্তিত। দলের সংহতি গড়ে তুলতে এই ব্যাপারটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।। এই সংহতিই ভারতকে আজলান শাহ জিতিয়েছে। যার অভাবে এর থেকে অনেক ভাল টিম নিয়েও সাম্প্রতিক অতীতে ধারাবাহিক ব্যর্থ হয়েছে ভারতীয় হকি।

মালয়েশিয়াতে আজলান শাহ ট্রফি জয়ের পর ভারতীয় হকি দলের উচ্ছ্বাস।

তবে সুলতান আজলান শাহ টুর্ণামেন্ট জিতে বেশি আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার কোনও যৌক্তিকতা নেই। অস্ট্রেলিয়া, জার্মান, হল্যান্ড, স্পেন যে টুর্নামেন্টে খেলেনি, তা অবশ্যই ১নং ক্যাটাগরি ১৮ পর্যায়ের টুর্ণামেন্ট নয়। এই চার দেশকে ইদানিং ভারত হারাতেই ভুলে গেছে। তবে যে ধরনের বিপর্যয় ও যন্ত্রণামথিত অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে ভারতীয় হকিকে, তার প্রেক্ষিতে এই খেতাবটি অন্তত এক ঝলক টাটকা বাতাস বয়ে আনবে বলে মনে করেন প্রাক্তন দুই তারকা অধিনায়ক ধনরাজ পিল্লাই ও দিলীপ টিরকে। টিরকে অবশ্য এখনও খেলছেন, জাতীয় দলের রক্ষণভাগের তিনি নির্ভরযোগ্য স্তম্ভ। আর নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান তো এলেবেলে টিম নয়। বিশ্ব হকির প্রথম পাঁচ-ছটি দেশের মধ্যে যাদের অবস্থান, তাদেরকে সরিয়ে এই টুর্ণামেন্ট জিততে যথেষ্ট লড়াই তুলে ধরতে হয়েছে। এই লড়াকু মনোভাব ও টিম স্পিরিট ধরে রাখাই পরবর্তীতে প্রধান কাজ হবে টিম ম্যানেজমেন্ট ও অ্যাড হক কমিটির।

এই টিমের সঙ্গে গগন অজিত সিংহ, দীপক ঠাকুরকে জুড়ে দিলে কেমন হয়? এরা দুজনে এক সময়ে বহু বড় ম্যাচ জিতিয়েছেন ভারতকে। পূর্বতন ফেডারেশন কর্তাদের রোষানলে পড়ে নিজেদের আত্মবিশ্বাসটাই হারিয়ে ফেলেছিলেন দুজনে। এই দলে ঢুকছেন আর কখনো বাদ পড়ে যাচ্ছেন এরকম দোলাচলে মাথা ঠিক রাখাই দুষ্কর। জুনিয়র বিশ্ব কাপে ভারতকে একবার রানার্স একবার চাম্পিয়ন করার পিছনে এই দুজন ছাড়া আর একজনের অবদান অনস্বীকার্য যিনি প্রভজ্যোৎ সিংহ। প্রভজ্যোৎ টিমে আছেন, পাশে এই দুজন থাকলে আক্রমণভাগের গতি ও শক্তি বেড়ে যাবে। প্রাক্তন পাঁচ তারকার হাতে যদি পুনর্জন্ম ঘটে গগন, দীপকের, তা ভারতীয় হকির পক্ষেই আশাব্যঞ্জক ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমান টিমের অধিনায়ক সন্দীপ সিংহ, রাজপাল সিংহ ইতিমধ্যেই বিশ্ব হকিতে নজর কেড়েছেন। পাশে আছেন দিলীপ টিরকে ও প্রভজ্যোৎ সিংহের মতো অসাধারণ অভিজ্ঞ দুই তারকা। বাকিদের মধ্যেও রয়েছে লড়াই করার মানসিকতা। একটু অদল-বদল করে নিলে এই টিমকে ঘিরে স্বপ্ন দেখা যেতেই পারে।

শব্দরূপ - ৫০৬

বিশাল গুপ্ত

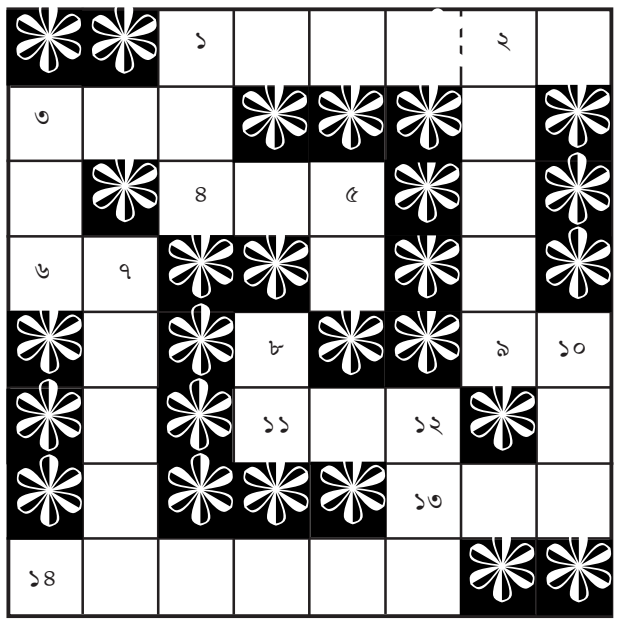

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. আদ্যাশক্তির মাহাত্ম্যসংবলিত গ্রন্থবিশেষ, একে-তিনে পিতৃব্য, দুয়ে-পাঁচে ইতালীর মুদ্রা বিশেষ, ৩. এই মুনির শাপে সগরবংশ ধ্বংস হয়েছিল, ৪. অসমের বিখ্যাত তীর্থস্থান, ৬. গোষ্ঠা বা পাপড়ি সমার্থে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ-এর ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী এক পুত্র, ৯. যজ্ঞাদি উপলক্ষে হন্তব্য প্রাণী, ১১. শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ফুল, ১৩. বিশেষণে অত্যন্ত ঠান্ডা, ১৪. প্রতিশব্দে ভগবান, প্রথম দুয়ে অনাত্মীয়, শেষ তিনে বেটাছেলে।

উপর-নীচ ঃ ১. আগাগোড়া পিতৃব্য, প্রথম দুয়ে সময় আসলে দ্রুতগামী এক মেল, ২. স্ত্রীর পরিচয়ে শ্রীকৃষ্ণ, দুয়ে-তিনে বেতের ঝুড়ি, ৩. বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মুনি বিশেষ, একে-দুয়ে সূক্ষ্ম অংশ, ৫. প্রতিশব্দে যশ, আখ্যা, প্রচার, ৭. মধু দৈত্য ও রাবণের ভগিনী কুম্ভনসীর পুত্র, প্রথম দুয়ে রামতনয় শেষ দুয়ে স্বর, ৮. সাদা পাখি বিশেষ, মহাভারতে বর্ণিত ভীম কর্তৃক নিহত রাক্ষসবিশেষ, ১০. ইঙ্গ শব্দে বৈধ, আইনসিদ্ধ, ১২. মোষ, 'মর্দিনী' যোগে মহিষাসুরের নিধনকারিণী দুর্গাদেবী।

বিশেষ কারণ বশত শব্দরূপ ৫০৪ এবং সমাধান ৫০২ সঠিকভাবে প্রকাশ করতে না পারার জন্য আমরা দুঃখিত। পরবর্তী শব্দরূপ এবং সমাধান ধারাবাহিক ভাবেই প্রকাশিত হবে।
— সম্পাদক, স্বস্তিকা

■	ই	■	■	■	প	লা	শ
■	তু	ফা	ন	■	ব	■	জ্ব
কা	■	■	কু	জ	ন	■	চ
সি	ং	হ	ল	■	■	■	ক্র
ঘ	■	■	■	গু	ণ	ভা	গ
ন্টা	■	ব	না	নি	■	■	দা
শাঁ	■	ন্দ	■	ন	য়	ন	■
খ	ঞ্জ	না	■	■	■	ট	■

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১১ মে ২০০৯ সংখ্যায়।

টেস্ট ক্রিকেটেও সফল ধোনী-রথ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের পর এবার ধোনী ব্রিগেডের গোলাগুলিতে বিধবস্ত নিউজিল্যান্ডও। ৪১ বছর পর সেদেশের মাটি থেকে সিরিজ জেতার মধ্যে অবশ্য আদেখলেপনার কিছু নেই। এতটাই দুর্বল ও পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তারা যে ভারতের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে তিন টেস্ট সিরিজে দুটি ম্যাচ বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে এটাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। তবে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডকে পরপর হারিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে জয়ের হ্যাটট্রিক করার গৌরব তো নেহাত ফেলনা নয়। তার আগে ২০০৬-০৭ দু বছরে পরপর ওয়েস্টইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডকেও তাদের দেশে হারিয়ে এসেছে ভারত। তার মানে বিদেশেও ভারত সিরিজ জিততে পারে।

সৌরভ গাঙ্গুলির হাতে যে দলটার ভিত্তিপতন সেই দলটাই ধোনীর নেতৃত্বে তরতরিয়ে ছুটে চলেছে টাট্টু ঘোড়ার মতো। দেশে অস্ট্রেলিয়ার মতো বিশ্বসেরা দলকে ২-০ ফলে সিরিজ হারানোর পর থেকেই যেন টিমের চেহারা, চরিত্র দুটোই বদলে গেছে। অস্ট্রেলিয়াকে সাম্প্রতিক কালে দেশে ও তাদের মাঠে সবচেয়ে বেশি বেগ দিয়েছে ভারতই। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাদের মাঠে সিরিজ খোয়ালেও দেশে তাদের বিরুদ্ধে সিরিজ ধরে রেখেছে ভারত। আর ইংল্যান্ডকে দু'জায়গাতেই হারতে হয়েছে ভারতের হাতে। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? এই ভারতীয় দলটাই পরবর্তীতে টেস্ট ক্রিকেটে এক নম্বর দল হয়ে উঠতে চলেছে।

অবশ্য টেস্টের পাশাপাশি একদিনের ক্রিকেটেও সমান সফল ভারত। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া বাকি সব দেশকে হারতে হয়েছে ভারতের হাতে। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে জয় এসেছে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় রেখে খেলার মাপকাঠিতে। তাই যথার্থই বলেছেন শচীন তেন্ডুলকর। টানা কুড়ি বছর জাতীয় দলে খেলছেন। বহু খেলোয়াড়কে পাশে নিয়ে খেলেছেন। নানা ধরনের অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। সেই শচীন যখন বলেন এই টিমই তার চোখে সেরা, তখন বুঝতে হয় কি ধরনের মাল-মশলা আছে টিমটার মধ্যে। যদিও কয়েক বছর আগে যে ধরনের খেলোয়াড়রা খেলেছেন ভারতীয় দলে, প্রতিভার নিরীখে তাদের কেউ কেউ বর্তমান দলের খেলোয়াড়দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল হয়তো বা কিন্তু প্রতিভাকে দক্ষতায় প্রতিফলিত করার ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে থাকবেন বর্তমান প্রজন্মের খেলোয়াড়রা।

লড়াই করার মানসিকতা, বিদেশে জেতার সঙ্কল্প ও তা করে দেখানো, নিজেকে ছাপিয়ে গিয়ে মাঠে একশো শতাংশ দেওয়া — সব ব্যাপারেই এই টিম একটা লক্ষ্যমাত্রা তৈরি করে ফেলেছে। প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালী হোক না কেন, মাঠে কেউ কারও চেয়ে কম নই — এই দর্শনটাই ভারতকে পাল্টে দিয়েছে। না হলে বিদেশে খেলতে নামার আগেই যে ভারতকে খরচের খাতায় ফেলে দিতেন উন্নাসিক পাশ্চাত্য ক্রিকেট মিডিয়া, তারা এখন নিজের দেশকে ছেড়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের বন্দনা করে চলেছেন। বিদেশে সিরিজ জেতার পর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের নব জাগরণের শুরু। যে নবজাগরণ এর আগে দু'বার হয়েছে। প্রথম ১৯৭১-এ অজিত ওয়াদেকারের টিম ইন্ডিয়ার হাত ধরে পরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডকে তাদের মাঠে বধ করার পর। আবার তা দেখা গেছে ১৯৮৩তে কপিল বাহিনীর বিশ্বকাপ জেতার মাধ্যমে। কিন্তু দুবারই এই নবজাগরণের রেশ বা তাৎপর্য ধরে রাখা যায়নি।

বর্তমান টিমটা কিন্তু টানা তিন-চার বছর ধরে একই সুরে পারফর্ম করে যাচ্ছে। এই ধোনী রথকে থেকে থামাতে অস্ট্রেলিয়াকে নতুন ফর্মুলা আবিষ্কার করতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা যতই অস্ট্রেলিয়াকে তাদের দেশে হারাক, ভারতকে ভারতের মাটিতে হারাতে না পারলে ফাইনাল ফ্রন্টিয়ার করায়ত্ত হচ্ছে না। দুটো দেশেরই রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া।

সিপিএম ও তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানাবেন না

শিবাজী গুপ্ত

আসন্ন লোকসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গবাসীর সামনে যেন বিধানসভার নির্বাচন রূপে হাজির হয়েছে। বিধানসভার নির্বাচন হলে প্রার্থী বাছাইয়ে তেমন সমস্যা হতো না। মানুষ তৃণমূল কংগ্রেস বা সিপিএম — যাকে তার ইচ্ছা তাকেই ভোট দিয়ে নিজের আসক্তি বা বিরক্তি প্রকাশ করতে পারত। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে দুই যুযুধান পক্ষ থেকে নিজের পছন্দমতো প্রার্থী বাছাই করা সত্যিই দুষ্কর। ভোট নিয়ে দুই-পক্ষের মধ্যে যে নির্বাচনী খেউড় চলছে তা সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের সুশাসন বা দুঃশাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কংগ্রেস চালিত কেন্দ্রীয় সরকারের গত পাঁচ বছরের অপকীর্তি অপশাসনের নামগন্ধ নেই তাতে।

দিল্লীতে পর্দার সামনে একজন 'ড্যামি' প্রধানমন্ত্রী রেখে পর্দার আড়াল থেকে সোনিয়া গান্ধী যে কংগ্রেসী শাসন চালাচ্ছে, তার উপর বীতশ্রদ্ধ ভোটাররা কোন্ দলের প্রার্থীকে ভোট দেবে? বামফ্রন্টের বাগাড়ম্বর ভুলে সিপিএম প্রার্থীকে ভোট দিলে আখেরে তা সোনিয়া গান্ধীর হাতই শক্ত করবে। কারণ, সিপিএম ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে কেন্দ্রে কংগ্রেসের আসন ঘাটতি পড়লে তারা পূর্বের মতোই কংগ্রেসকে সমর্থন করবে বি জে পি'র সম্ভাব্য অগ্রগতি ঠেকাতে।

এমনকী অতীতের বোকামির পুনরাবৃত্তি না করে এবারে আর দেউড়ির বাইরে থেকে নিরামিষ সমর্থন নয়, একেবারে অন্দরমহলে ঢুকে যাবে এবং মন্ত্রীত্বের ডুডু-টামাকু সেবনেও আপত্তি করবে না। এখন আল্লা-রাম-গড-হরি (ঠাকুরনগরের হরিচাঁদ) কৃপা করে যেন কংগ্রেসের আসন সংখ্যা এমনভাবে নামিয়ে আনেন, যার জন্য সিপিএমের সাহায্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আর সেজন্যই দিনরাত নামাজ, পূজার্চনা, প্রেয়ার ও হরিনাম কীর্তন চলছে মসজিদ-মন্দির-গীর্জা ও বড়মা'র আশ্রমে।

অপরপক্ষে তৃণমূল নেত্রীর হুমকি-ধমকী, নাচন-কোঁদন, তাৎক্ষণিক পথ অবরোধ ও বাক্য-বোমা বরিষণে ভুলে যদি তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দেওয়া হয়, সেটাও আখেরে সোনিয়া গান্ধীর বাক্সেই গিয়ে পড়বে। কারণ, এখন কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেসে কোনও তফাৎ নেই; সব আমূল কংগ্রেসে পরিণত হয়েছে। মমতা ব্যানার্জী কথিত সব তরমুজরা এখন ফেটে ফুটি হয়ে মমতার কোল আলো করে বসেছে। সুতরাং মমতার দলকে ভোট দেওয়ার অর্থই হল অজান্তে এবং প্রকারান্তরে সোনিয়া গান্ধীর হাতকে শক্ত করা।

মমতা

সোনিয়া

কারাত

অতএব নির্বাচন নিয়ে সিপিএম ও তৃণমূলের মধ্যে যে 'মক ফাইট' চলছে, তাতে দিল্লীর গায়ে আঁচড়টি পড়ছে না, সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রামেই তা সীমাবদ্ধ। মমতা ব্যানার্জী যেমন 'দেহি পদ পল্লব মুদারম্' বলে সোনিয়া গান্ধীর পদাশ্রয় নিয়েছে, সিপিএমও সেই পদানুসরণ করে দিল্লীর পথে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা সদস্যের অকুণ্ঠ সমর্থন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নিশ্চিত। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ডের ক্ষতি একা পশ্চিমবঙ্গই পুষিয়ে দেবে। মমতা ব্যানার্জী সিপিএম সরকারকে এক্ষুণি ফেলে দিন দাবি নিয়ে সোনিয়ার পায়ে পড়বে, আর সিপিএম 'অভাগারের পায়ে ঠেলবেন না মা জননী' বলে সোনিয়াজীর পায়ে ধরবে।

আর সেই ফাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের গত পাঁচ বছরের অপকীর্তি ও সার্বিক ব্যর্থতা চাপা পড়ে যাবে। মূল্য বৃদ্ধি, বেকারি বৃদ্ধি, দুর্নীতি বৃদ্ধি, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি, মানুষের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি, চোরাচালান বৃদ্ধি, অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি, নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য কোনও জবাবদিহি না করে অযোগ্য অক্ষম অকর্মণ্য কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার আরও পাঁচ বছর দেশের সর্বনাশ সাধনের লাইসেন্স পেয়ে যাবে। সিপিএম-ও তৃণমূলের অদৃশ্য গাঁটছড়া দেশকে সে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবে।

এই পরিস্থিতিতে যে সমস্ত সচেতন ভোটার, যারা কোনও বিশেষ দলের প্রতি আসক্ত নয় অথচ দেশ ও জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী এবং নিজের বিবেক ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী ভোট দিতে চান, তাদের সামনে উপযুক্ত তৃতীয় বিকল্পের অভাব নেই যাকে ভোট দিলে সে ভোট নেহরু গান্ধী বংশের দাসত্ব থেকে দেশ মাতৃকার মুক্তি সাধনে সহায়ক হতে পারে।

ভারতীয় জনতা পার্টি বা ভাজপা পশ্চিমবঙ্গে সেই তৃতীয় শক্তি বা বিকল্প — যার প্রতিষ্ঠাতা ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, যিনি দেশভাগের সময় বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির সৃষ্টি করে গেছেন। বাঙালীদের মান-সম্মান নিয়ে বসবাস করার ব্যবস্থা করেছেন।

আজ সেই পশ্চিমবঙ্গ নিদারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের অবস্থা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মতোই সঙ্গীন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা উচ্ছন্নে গেছে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাও উচ্ছন্নে যাবার পথে। এখানে হিন্দুদের মা-বোনের মান-ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই, বিষয়সম্পত্তি ভোগের কোনও গ্যারান্টি নেই। জানপ্রাণ কচু পাতার জলের মতো টলটলায়মান। তার ঠাকুর দেবতা পূজার্চনা বিধর্মীর বিদ্বেষের শিকার। রাজ্যটি আন্তর্জাতিক চোরাচালান, মেয়ে-মাদক-অস্ত্রপাচার-এর লীলাক্ষেত্রে পরিণত। সন্ত্রাসী ও দুষ্কৃতীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলে গণ্য। নিরপরাধের নিরাপত্তা নেই, অথচ অপরাধীর সাজা নেই।

যে জনসঙ্ঘ তথা অধুনা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর হাতে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি, তাকে বাংলাদেশের মতো দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি। তাই পশ্চিমবঙ্গবাসী বিজেপি প্রার্থীদের ভোট দিয়ে মাতৃভূমি ও মাতৃজাতির মান-ইজ্জত রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন।

সি পি এম-আই এস আই যোগাযোগ

ভোটে জিততে সন্ত্রাসবাদীদেরও সাহায্য নিচ্ছে সি পি এম

বিশেষ সংবাদদাতা ।। সংসদ আক্রমণে অভিযুক্ত ফাঁসির আসামী সন্ত্রাসবাদী আফজল গুরুর জন্য সিপিএম দলের প্রাণ কেন কাঁদে তা এতদিনে পরিষ্কার হলো। রাজ্যের মাদ্রাসাগুলি জঙ্গিদের ঘাঁটি একথা বলেও কেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পরবর্তীকালে ঢোঁক গিলতে বাধ্য হয়েছিলেন, সে রহস্যও আজ আর কারও কাছে অজানা নয়। আসলে মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার বড়াই করলেও সিপিএম দলটি যে দেশবিরোধী সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গেও প্রয়োজনে হাত মেলায় তা এবার পরিস্কার হলো। সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি আই এস আই-এর পৃষ্ঠপোষক কেরলের আবদুল নাসের মাদানি এখন সিপিএম তথা বামফ্রন্টের পরম বন্ধু।

ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জৈনুদ্দিন ওরফে সাত্তার ভাইয়ের সঙ্গে মাদানির যোগাযোগের প্রমাণ রয়েছে গোয়েন্দাদের কাছে। সম্প্রতি কাশ্মীরে ধরা পড়া জঙ্গিদের জেরা করেও বের হয়ে এসেছে এই মাদানির নাম। এই একই ব্যক্তি কোয়েম্বাত্তুরের বিস্ফোরণ মামলার প্রধান অভিযুক্ত হয়ে জেল খেটেছেন এবং বর্তমানে জামিনে মুক্ত রয়েছেন। কোয়েম্বাত্তুরের সেই বিস্ফোরণে অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন লালকৃষ্ণ আদবানি। এমনকী আই এস আই-র সঙ্গেও মাদানির সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ। কেরল পুলিশেরই তথ্য অনুসারে লস্কর ই তৈবার সদস্যদের প্রশিক্ষণও হাত ছিল মাদানির। পুলিশের হাতে ধরা পড়া লস্কর সদস্যরা জানিয়েছেন, মাদানি ওস্তাদই তাঁদের প্রশিক্ষণ দিত। কোয়েম্বাত্তুর বিস্ফোরণের পর মাদানি এবং তাঁর স্ত্রী সুফিয়া মাদানির সঙ্গে ধরা পড়া জঙ্গিদের কাছ থেকে বহু তথ্য পেয়েছিল পুলিশ। সম্প্রতি তাজ হোটেলে জঙ্গি হামলার পরিকল্পনায় মাদানিরও ভূমিকা ছিল বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা অনুমান করেছেন। এখন সেই

মাদানীর সঙ্গে একমঞ্চে বিজয়ন সহ কেরলের সি পি এম নেতারা।

মাদানির সঙ্গে এক মঞ্চে বসে সভা করছেন সিপিএম। মাদানির প্রার্থীকে নিজেদের প্রার্থী হিসেবে পোন্নানি লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড় করিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরা দল সিপিএম।

গত জানুয়ারিতে পুলিশ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগরের চালতা-বেড়িয়ায় মহম্মদ গিয়াসুদ্দিন নস্করের বাড়িতে হানা দিয়ে একটি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানার হদিশ পায়। এই গিয়াসুদ্দিন লস্কর ই তৈবাকে অস্ত্র সাহায্য করত এবং গিয়াসুদ্দিন ছিল সিপিএমের গোঁড়া সমর্থক। এখানেও মাদানির নাম উঠে এসেছে। গিয়াসুদ্দিনের মতো বহু মাদানির সমর্থক মালদা ও মুর্শিদাবাদে জঙ্গি কার্যকলাপে লিপ্ত। সিপিএম শুধু কেরলের মাটিতে মাদানির প্রচার সীমাবদ্ধ রাখেনি। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক ফিরে পেতে মাদানির উস্কানিমূলক বক্তৃতার সি ডি সারা রাজ্যে বাজিয়ে চলেছে সি পি এম। সি পি এম যে বরাবরই দেশবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদী শক্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক তা আবার প্রমাণ হলো।

শিবপুরে কল্যাণ আশ্রমের রামনবমী উৎসব

শ্রীরামচন্দ্রের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ।

সংবাদদাতা ।। ৫ এপ্রিল ২০০৯ (চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দে) পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের শিবপুর শাখার উদ্যোগে ষষ্ঠ বার্ষিক অনুষ্ঠান তথা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য জন্মতিথি পালন করা হল শিবপুরের প্রখ্যাত "ননীভূষণ সিংহ মেমোরিয়াল হল"-এ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক প্রণব মুখোপাধ্যায়। প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, বিশেষ অতিথি শঙ্করলাল অগ্রবালজী। এছাড়াও মঞ্চে আসীন ছিলেন কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় ব্যবস্থা প্রমুখ গজানন বাপট, ডঃ বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সমবেত ওঁকার ধ্বনির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা। এরপরেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যদান। মঞ্চাসীন অতিথি বরণের পর বিগত বছরের সম্পাদকীয় পাঠ করেন জ্যোতির্ময় সাধুখাঁ। প্রাস্তাবিক ভাষণে শঙ্করলালজী বলেন, কল্যাণ আশ্রম আর পাঁচটা সমাজসেবী সংগঠনের থেকে আলাদা। শুধুমাত্র ক্ষণিকের অর্থনৈতিক সাহায্য নয়, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে বনবাসী সমাজকে ভারতীয় হিন্দু সমাজের মূলস্রোতে আনয়নের মাধ্যমে তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণই হোক আমাদের মূলমন্ত্র।

শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ বলেন, ভগবান রামচন্দ্র কিভাবে পিতা, মাতা, সহধর্মিণী, ভ্রাতা, বন্ধু, শত্রু, প্রজাবর্গ সকলের প্রতি সম্মান এবং মর্যাদা প্রদান করে হয়ে উঠেছেন ভারতবর্ষের "মর্যাদা পুরুষোত্তম"।

মৌসুমী গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী নৃত্যের পরেই অন্য স্বাদের একগুচ্ছ ছড়ার ডালি নিয়ে মঞ্চে আসেন ছোট্ট শিল্পী কুমারী মেখলা ভট্টাচার্য। স্বামী বিবেকানন্দ-র ''মানবাত্মা'' নিবেদন করেন প্রখ্যাত আবৃত্তিকার হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে তিনি শতাধিক এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

Swastika
27 April - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

একান্ত সাক্ষাৎকারে সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

লালকৃষ্ণ আদবানীই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী

তিনি একজন দুঁদে আইনজীবী। এককালের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি লড়াই করছেন এমন দু'জনের বিরুদ্ধে যারা মোটেও সেই অর্থে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন। যদিও দলের কৃপায় একজন সাংসদ ও একজন বিধায়ক। সাংসদকে গত পাঁচ বছরে এলাকায় দেখেনি কেউই। বিধায়ক স্বাচ্ছন্দ্য রূপোলি পর্দাতেই। আর গত পাঁচ বছর সাংসদ না থেকেও ইনি ছিলেন মানুষের পাশে। কেবল রাজনৈতিক তাগিদ নয়, ছিল কৃষ্ণনগরের মানুষদের প্রতি ভাললাগার একটা জায়গা। সেই টানেই তিনি ফের কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী। তিনি আর কেউ নন, বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়। জনগণের কাছে যিনি জুলুবাবু নামেই অধিক পরিচিত। আর সেই সাংসদ হলেন দৌড়বিদ জ্যোতির্ময়ী শিকদার এবং বিধায়ক বলা বাহুল্য তাপস পাল। এরা দু'জনেই এবার কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ পদপ্রার্থী। জ্যোতির্ময়ী সিপিএমের এবং তাপস তৃণমূলের। আপাতত এই ত্রিমুখী লড়াই-এ জমে উঠেছে কৃষ্ণনগরের নির্বাচনী প্রচার।

তবে কৃষ্ণনগরের রাজনৈতিক মহলের অভিমত সিপিএম এখানে জ্যোতির্ময়ী শিকদারকে প্রার্থী করায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেওয়ায় জুলুবাবুর জয়ের রাস্তা অনেকটাই পরিস্কার হয়ে গেছে। জ্যোতির্ময়ীর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, বিগত পাঁচ বছরে তাঁকে এলাকায় কেউ দেখেনি, সাংসদ হিসেবে তাঁর উদ্ধত, অবিনয়ী মনোভাব জনগণ ভালভাবে নেয়নি। ইতিমধ্যেই আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে গিয়েছে তাঁর নাম। নিজে ক্রীড়াবিদ হয়েও খেলাধূলার উন্নতিতে কোনও নজর দেননি বলে অভিযোগ। এমনকী সাংসদ তহবিলের টাকা ঠিকঠাক খরচ না করতে পারায় এলাকার কোনও উন্নয়ণই হয়নি গত পাঁচ বছরে। তাঁর স্বামী অবতার সিংহের নামেও উঠেছে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ। উন্নয়ণের ক্ষেত্রে বারবারই ঘুরে ফিরে আসছে জুলুবাবুর নামটা। সাংসদ তথা মন্ত্রী থাকার সময় তাঁর সংসদীয় এলাকার উন্নয়ণে একাধিক ভাল কাজ করেছেন সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়। তাই গত পাঁচ বছর সাংসদ না থাকলেও মানুষের মনে যেন কোথাও একটা থেকে গিয়েছেন তিনি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিরীখে নদীয়া জেলার ক্ষেত্রে অন্তত তৃণমূলের তুলনায় কংগ্রেসের ফল যথেষ্ট ভালো। কিন্তু এবার তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের জোটের সুবাদে নদীয়া জেলার দুটি লোকসভা আসনেই (কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট) প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল। এ নিয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের। বিশেষ করে সেখানকার স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শঙ্কর সিংহের নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মীদের একাংশ তো রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন হাইকম্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেই বিদ্রোহীদের ভোট এবার জুলুবাবুর পক্ষেই সুইং করবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

তুমুল রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যেই ফোনে ধরেছিলাম তাঁকে। তিনি একাধারে রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি, অন্যদিকে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী। তাই স্বস্তিকাকে দেওয়া জুলুবাবুর একান্ত সাক্ষাৎকারে গোর্খাল্যান্ডসহ জাতীয় ও রাজ্যের বিষয়গুলো যেমন উঠে এসেছে তেমনি উঠে এসেছে, তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রের প্রসঙ্গও। এই বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন, দেশের মানুষ পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চান আদবানীকেই।

এই সাক্ষাৎকারটি স্বস্তিকা-র পক্ষে নিয়েছেন **অর্ণব নাগ**।

স্বস্তিকা ঃ কেন্দ্রে এন ডি এ-এর ক্ষমতায় ফেরা নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী?

সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় ঃ এবার কেন্দ্রে বিজেপির ফল ভালো হবেই। এন ডি এ-এরও সর্বভারতীয় Position-এ উন্নতি হবে। লালকৃষ্ণ আদবানীই হবেন দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী।

❐ এ রাজ্যে এবার বিজেপির সম্ভাবনা কি রকম?

◆ এবার আমরা এককভাবে লড়াই করছি। এর আগে জোটের মধ্যে থেকে লড়াই করেছি। সুতরাং এবার আমাদের শক্তি পরীক্ষিত হবে। আশা করছি ভালো করতে পারব।

❐ একটা অভিযোগ আপনাদের বিরুদ্ধে উঠেছে যে, আপনারা প্রার্থী দেওয়ায় ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস জোট প্রার্থীর ভোট কাটবেন। এতে সুবিধা হবে বামপন্থীদেরই। অভিযোগের কি জবাব দেবেন?

◆ এটা সত্যি যে, রাজ্যজুড়ে মমতা ব্যানার্জীর পক্ষে একটা হাওয়া উঠেছে, কিন্তু সব ভোটই ওনার নয়। আমার নিজের কেন্দ্রের কথা বলতে পারি। আমি গতবার ওখানে (কৃষ্ণনগরে) ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ভোট পেয়েছিলাম। এবার তো তৃণমূল সেখানে প্রার্থী দেওয়ায় তাঁরা আমার ভোট কাটবেন! শুধু আমার কেন্দ্রেই নয়, রাজ্যের বেশ কিছু আসনে ওই জোট প্রার্থীরা বিজেপির ভোট কাটবেন। সবাই যদি তৃণমূল হোত, তবে মমতা উত্তরবঙ্গে সেভাবে লড়তে চাইলেন না কেন? শুধু দক্ষিণবঙ্গে কেন লড়তে চাইলেন! আর নন্দীগ্রামে সব বিরোধীরা তৃণমূল! এটা ভুল ধারণা।

❐ যুব সমাজের কাছে পৌঁছতে আপনাদের অ্যাজেন্ডা কি?

◆ আমার নিজের কেন্দ্রের কথা আমি বলতে পারি। সেখানকার যুবকদের মূল সমস্যা বেকারত্ব। তাদের জন্য ৩২ বছর ধরে না বামফ্রন্ট সরকার, না গত পাঁচ বছরে ইউ পি এ সরকার কিছু করেছে। অথচ অটল বিহারী বাজপেয়ী তার আমলে বছরে ১ কোটি বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এবারও যেখানে যাচ্ছি, যুবসমাজের কাছ থেকে প্রভূত সাড়া পাচ্ছি। আমার প্রথম কাজ, তাদের রোজগারের সুযোগ করে দেওয়া। এর জন্য ভেবে রেখেছি জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কথা। এর ফলে দু'দিকে যে দোকান-পাট গজিয়ে ওঠবে তার মাধ্যমে যুবসমাজ স্বনির্ভর হতে পারবেন।

❐ রাজ্যের নিরীখে গত পাঁচ বছরে ইউ পি এ সরকারের কাজের মূল্যায়ণ কী ভাবে করবেন?

◆ দেখুন, ইউ পি এ ২০০৪-এ যখন ক্ষমতায় এসেছিল তখন দেশজুড়ে একটি রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা চলছিল। গত পাঁচ বছরে সেই পরিস্থিতিরই ফায়দা তুলেছে ইউ পি এ সরকার। ফায়দা তুলেছে এন ডি এ-র আমলের আর্থিক উন্নয়ণেরও। কিন্তু গরীবী তাঁরা (ইউ পি এ) হটাতে পারেনি। রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে সিঙ্গুরের মতো ঘটনা ঘটেছে। জমি হারিয়েছে অসংখ্য কৃষক। বিভিন্ন পন্ডিতদের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সবক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়েছে।

❐ রাজ্যে বিরোধী দলের প্রচারে বারবারই সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসছে। সন্দেহ নেই, রাজ্যের প্রেক্ষিতে বিষয় দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ বিষয়ে সিপিএমের একটা অভিযোগ যে, যেহেতু এটা লোকসভা নির্বাচন তাই জাতীয় বিষয়ের ওপর নির্ভর করেই নির্বাচনী অ্যাজেন্ডা ঠিক করা উচিত। আপনি কি বলবেন?

◆ দেখুন, আমার নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যে কৃষ্ণনগরই একমাত্র শহর। বাকি সব গ্রাম, তো সেখানে দেখছি জাতীয় ইস্যুকে মানুষ সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। সেখানে স্থানীয় সমস্যাকেই তাঁরা অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। রাজ্যে অধিকাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, গ্রাম সড়ক যোজনার কোনও কাজ হয়নি। এটা লজ্জার যে, স্বাধীনতার বাষট্টি বছর পরেও দেশের সর্বত্র আমরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারিনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও বলেছিলেন, গ্রামের সব জায়গায় ২০০৭ সালের মধ্যে তাঁরা বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবেন। তিনিও তো ব্যর্থ। গ্রামের লোকেরা চাইছেন তাঁদের নিজের গ্রামের উন্নতি। তাঁরা চান বিদ্যুৎ, শিক্ষার জন্য স্কুল, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা। তাঁরা এন ডি-এর কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন যে এম পি তাঁর তহবিল থেকে বা উদ্যোগ নিয়ে ওই সব পরিষেবা ক্ষেত্রের Processing ঠিকঠাকভাবে দ্রুততার সঙ্গে করবেন।

❐ আপনার কি এটা মনে হচ্ছে না যে, সি পি এম এসব কথা বলে আসলে মানুষের দৃষ্টিটা অন্যদিকে ঘোরাতে চাইছে? বিশেষ করে তারা জাতীয় ইস্যুতে এমন কিছু বিষয় এনেছে যেমন ব্যাঙ্ক, বিমা শিল্পে বেসরকারীকরণ বন্ধ ইত্যাদি যা এখনও অবধি অপরীক্ষিত। আমি বলতে চাইছি যে যারা এখনও কেন্দ্রীয় সরকারে অংশ গ্রহণই করলেন না, মানুষ তাদের কথা মানবে কেন?

◆ অবশ্যই মনে হয়। তারা এসব বলছে মানুষকে Divert করার জন্য। সিপিএমের মিথ্যে প্রচার আমাকে বিচলিত করছে। এক জায়গায় হোর্ডিং দেখলাম, ন্যানোর ছবি দিয়ে সিপিএম বলছে, সিপিএম নাকি ন্যানো করতে চেয়েছিল, হল না! এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকাটা সবাইকে জানিয়ে এ ধরনের মিথ্যে প্রচার বন্ধ করা প্রয়োজন।

❐ গোর্খাল্যান্ড নিয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে সিপিএমের সুস্পষ্ট অভিযোগ, আপনারা নাকি 'বঙ্গ ভঙ্গে' মদত দিচ্ছেন। কি প্রত্যুত্তর দেবেন?

◆ গোর্খাল্যান্ড দাবি নিয়ে আমরা কোনও commitment করিনি। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলেছি, এন ডি এ ক্ষমতায় এলে তাদের দাবি examine এবং specifically consider করবে। আসলে উত্তরবঙ্গে দীর্ঘদিন কোনও উন্নতি না হওয়ায় মানুষের মধ্যে একটা ক্ষোভ আছে। আমাদের ভোট কাটার স্বার্থে সিপিএম এসব অপপ্রচার করছে।

❐ এন ডি এ- ক্ষমতায় এলে সুরক্ষার প্রশ্নে পাকিস্তান নিয়ে ভারতের বিদেশনীতিতে কি কোনও পরিবর্তন ঘটবে?

◆ আমাদের নীতিই হল পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলা। আজ পাকিস্তান যে সঙ্কটে তার প্রধান কারণ তাদের এতদিনের তালিবানী প্রশ্রয়। সে দেশে মসজিদ ওড়ানো, বিস্ফোরণের ঘটনা তো হিন্দুরা ঘটাচ্ছেন না! বাজপেয়ীজী যেমন সবকিছু আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতেন। আমরা ভাবছি বাংলাদেশ নিয়েও। সেখানে বি ডি আর বিদ্রোহী হয়েছে। যাই হোক, শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়েই সব কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

❐ চিত্র তারকাদের রাজনীতিতে নামা কতটা সমর্থন করেন?

◆ রাজনীতিতে তাঁরা আসতেই পারেন। কিন্তু জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক কারণ বাদ দিলে এ নিয়ে আর কোনও প্রভাব নেই। তাঁদের ভূমিকাটা অনেকটা নেতা সুলভ। তাঁরা যেখানে যাচ্ছেন, বলছেন, 'আমি আছি, আমি করব'। এভাবে সমস্যার সমাধান হয় না। তাঁরা আসলে যা করছেন, তা স্রেফ জেতবার জন্য।

❐ আপনি এককালে কেন্দ্রীয় সরকারের রসায়ন ও সার দফতরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। নয়াচরে কেমিক্যাল হাব সমর্থন করেন?

◆ ওখানে করা যায় কিনা সেটা বিশেষজ্ঞরা ভালো বলতে পারবেন। তবে ওই কেমিক্যাল হাবের Field Stock কিসের তা দেখতে হবে। তা যেন Economically Viable হয়। আমি কেন্দ্রে মন্ত্রী থাকাকালীন ইস্কো ও ফ্রিপগোর ক্ষেত্রে এ ধরনের সার উৎপাদন করিয়েছিলাম। Field Stock গ্যাসের হলে ভালো, খরচা কম হবে। আর Nasta হলে যথেষ্ট Expensive হবে।

❐ এন ডি এ ক্ষমতায় ফিরলে এ রাজ্যে কোনও কোন্ বিষয়ে জোর দেবে?

◆ আমাদের অনেক কাজ বাকী রয়েছে। সরকারে এলে সেগুলো শেষ করার কথা চিন্তাভাবনা করব। তবে সামগ্রিক ভাবে জোর দেব উন্নয়ণের ক্ষেত্রে, বন্ধ চা বাগানগুলো খোলার চেষ্টা করব, জোর দেব শিল্পের উন্নতিতে। বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে বিশেষ নজর দেব। সুরক্ষার জন্য অনুপ্রবেশ বন্ধের চেষ্টা করব। শিক্ষার উন্নতিও মাথায় আছে। সর্বশিক্ষা অভিযানে শুধু স্কুল বিল্ডিং-ই হচ্ছে, পড়ানোর জন্য শিক্ষকের সংখ্যা যথেষ্টই কম। এ বিষয়ে Monitoring-এর ব্যাপারটা ভেবে রেখেছি। (এরপর সহাস্যে) আর কত প্রশ্ন আছে আপনার?!

❐ (হেসে) বেশি নয়! দু'চারটে? কোথায় কোথায় প্রচারে গেলেন এখনও অবধি?

◆ আমার লোকসভা কেন্দ্রের প্রায় সর্বত্র। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কিছু জায়গা বাকি আছে। দ্রুত পৌঁছে যাব।

❐ আপনার প্রচারের মাধ্যম কি?

◆ এখন তো মাইক বাজানো যাচ্ছে না। তাই সকালের দিকটা রোড-শো। এছাড়া পৌঁছে যাচ্ছি সকলের বাড়িতে বাড়িতে। এর বাইরে ব্যানার, হোর্ডিং, ফেস্টুনের মাধ্যমেও প্রচার চলছে। সকাল ৮টায় প্রচারে বেড়িয়ে রাত ১২টায় বাড়ি ফিরছি।

❐ কি খাচ্ছেন সারাদিন?

◆ সকালে Fruits খেয়ে বেরোচ্ছি। দুপুরে খাচ্ছি স্যান্ডউইচ। কখনও কখনও পুরী খাচ্ছি। মাঝে মাঝে চলছে ডাবের জল। রাতে ফিরে ভাত খাচ্ছি।

❐ দুপুরে চড়া রোদের মধ্যে প্রচারে যেতে হচ্ছে। কি Precaution নিচ্ছে না?

◆ ওই মাঝে মধ্যে গ্লুকোজের জল খাচ্ছি। আর কি!

❐ সময় দেওয়ার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নির্বাচনে আপনার সাফল্য কামনা করি।

◆ আপনাদের স্বাগত।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com